সম্পাদক

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

কার্তিক - পৌষ ১৪১৩

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৪১৩ ○ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬

দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সূচি

চিত্রসূচি

মূল্য ষাট টাকা

বাউল

দিনকর কৌশিক

হেস্টি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'

অভ্র বসু

'গোরা' উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৮৮০-র দশকের প্রথম পর্বে— একথা উপন্যাসের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে সহজেই প্রমাণসাধ্য। প্রভাতকুমার অনুমান করেছেন সময়টা ১৮৮২-৮৩— এ-অনুমান সংশয়াতীতভাবে স্বীকৃত।

১৮৮২ সালের বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক অধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে *The Statesman* পত্রিকায় রেভারেন্ড হেস্টির পত্রবিতর্ক। 'গোরা' উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে গোরার সঙ্গে 'একজন ইংরেজ মিশনারি'র তর্কযুদ্ধের উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। দুটি বিষয়ের মধ্যে আমাদের কিছু মিল চোখে পড়ে। প্রথমত, দুটি ঘটনা সমকালীন। দ্বিতীয়ত, 'ইংরেজ মিশনারি'র সঙ্গে উভয়ক্ষেত্রেই বিতর্ক। তৃতীয়ত, বিতর্কের বিষয়টিও এক : মিশনারিটি 'হিন্দু শাস্ত্র ও সমাজকে আক্রমণ করিয়া দেশের লোককে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন' এবং 'হিন্দুসমাজের প্রতি বিদেশী লোকের অবজ্ঞা' দেখে গোরা বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই 'লড়াই শুরু করিল'।

বিষয়টিকে নিছক আপতিক মনে করবার চেয়ে বেশি ঘটনাগত সাযুজ্যই যেন এখানে আছে। অথচ, 'গোরা' উপন্যাসে এই ঘটনাটি জুড়েছে অতি সামান্য অংশ। আর গোরা চরিত্রনির্মাণে বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বা নিবেদিতার প্রক্ষেপ ঘটেছিল বলে যেমন অনেক সময় অনুমান করা হয়ে থাকে, সামগ্রিকভাবে তেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে গোরার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার বড়ো একটা উপায় বা কারণ নেই। উনিশ শতকের শেষাংশে যে হিন্দুপুনরুত্থান, বঙ্কিমচন্দ্র তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তার কোনো আভাস 'গোরা'-এ নেই। বয়সের দিক থেকেও গোরা আর বঙ্কিমচন্দ্রের অমিলটা অত্যন্ত স্পষ্ট : ১৮৮২ সালে গোরা যদি ২৫ হয়, তবে বঙ্কিম ৪৪।

রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে স্পষ্টই বলেছেন যে 'গোরা' এবং 'নৌকাডুবি'র কল্পনা সম্পূর্ণই তাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছে।[১] অন্যান্য ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে একটা আদল থাকবার যতই সম্ভাবনা থাক, এটা নিশ্চিত যে, সামগ্রিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো আদল রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাসে আনেন নি। তাহলে ঠিক কী অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-হেস্টির তর্কের মতো এতটা স্পষ্ট একটা allusion ব্যবহার করেছেন, সেটাই আমরা একটু দেখবার চেষ্টা করতে পারি।

দুই

হেস্টির সঙ্গে হিন্দুধর্মবিষয়ক বিরোধের প্রসঙ্গে যাবার আগে আমরা একটু দেখে নিতে পারি, এই বিতর্কে আগের পর্বের বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাসের চেহারাটা কেমন ছিল।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায় ধর্মমতের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত বিশ্বাসের পরিবর্তে ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তাকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেন। ফলত ঈশ্বরচেতনা-বিষয়ক নানামুখী মতামতের একটা পরিবেশ তৈরি হয়। ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ ও বিতর্ক ধর্ম-সম্পর্কিত জিজ্ঞাসারই একটি অভিব্যক্তি। ইয়োরোপের ধর্ম বা সমাজকেন্দ্রিক নানাবিধ মতাদর্শও তখন বাঙালি মননকে আলোড়িত করে। বিশেষত জন স্টুয়ার্ট মিল বা অগস্ত কোঁতের দর্শন বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপরেও তার প্রভাব ছিল।

হিতবাদ (Positivism) এবং উপযোগবাদ (Utilitarianism) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমজীবনের ধর্মবিশ্বাসের মূল আধার। হিন্দুধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ প্রথমাবধিই ছিল— ইয়োরোপীয় দর্শনের প্রভাবে এই

পর্বে ধর্ম ও দর্শনের আলোচনার মূল মাপকাঠি ছিল বিজ্ঞানমনস্কতা। নিরীশ্বরবাদ, অপৌত্তলিকতা বা এমন-কি নাস্তিক্য— বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাসে এরকম নানান দৃষ্টিকোণ ধরা পড়ে।

বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর রচনা ও অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা নেবার চেষ্টা করব। আমাদের প্রতিপাদ্যের কথা মাথায় রেখেই এই বিষয়গুলিকে আমরা একটু সাজিয়ে নিতে পারি :

ক. 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে চতুর্থ খণ্ডের সূচনায় 'গ্রন্থখণ্ডারম্ভে' শীর্ষক পরিচ্ছেদ বঙ্কিমচন্দ্র শুরু করেছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিলের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, যাতে অদৃষ্ট সম্পর্কে মিল কিছু মন্তব্য করেছেন।[২] অদৃষ্টের ভূমিকা সম্পর্কে বঙ্কিম যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন উপন্যাসে, তা এইরকম :

> অদৃষ্টের তাৎপর্য যে কোন দৈব বা অনৈসর্গিক শক্তিতে অস্মদাদির কার্য সকলকে গতিবিশেষ প্রাপ্ত করায়, এমন আমি বলিতেছি না। অনীশ্বরবাদী অদৃষ্ট স্বীকার করিতে পারেন।

'অনীশ্বরবাদী'র অদৃষ্টস্বীকৃতির কথা পক্ষান্তরে বঙ্কিমের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিরই প্রতিফলন। এই অংশটি 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস থেকে পরে বর্জিত হয়। কিন্তু এই অদৃষ্টতত্ত্ব ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরনিরপেক্ষ ধর্মবোধের পরিচয় মেলে।

খ. বিজ্ঞানমনস্কতার আরেকটি নিদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের 'জ্ঞান' নামক প্রবন্ধ। ১২৮১ ফাল্গুন সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত এই প্রবন্ধটির নাম ছিল 'জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত'। হরিকিশোর তর্কবাগীশের রচিত একটি গ্রন্থের সমালোচনাসূত্রে রচিত প্রবন্ধটি 'জ্ঞান' শিরোনামে পুনঃপ্রকাশিত হয় ১২৯৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা 'প্রচার'-এ। ইতিমধ্যে ১৮৭৯-এ প্রকাশিত 'প্রবন্ধ' পুস্তকে সংকলিত হয় প্রবন্ধটি। ১৮৮৭ সালে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে জ্ঞান নামে এটি স্থান পায়। প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করছেন :

> প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল— সকল প্রমাণের মূল।

'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির সময় বঙ্কিমচন্দ্র এই বিশেষ পংক্তিটি সম্পর্কে টিপ্পনী করেছেন :

> এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি।

গ. ১৮৭১ সালে *Calcutta Review* পত্রিকার 106 সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বঙ্কিমের *Buddhism and the Sankhya Philosophy* প্রবন্ধ। পরের বছর, ১২৭৯ বঙ্গাব্দের পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় এবং ১২৮০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধ।

উভয় প্রবন্ধেই বঙ্কিম 'নিরীশ্বর সাংখ্য'কেই সাংখ্য বলে গ্রাহ্য করেছেন। পতঞ্জলি-প্রণীত সেশ্বর সাংখ্যকে তিনি আলোচনায় আনেন নি।

সাংখ্যদর্শনের যে বিষয়টি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হয়েছে, সেটি হল ঈশ্বর না মেনেও বেদকে মানা। তিনি লিখছেন :

> ...সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। বোধ হয়, পৃথিবীতে আর কোনো দর্শন বা অন্য শাস্ত্র নাই, যাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের প্রামাণ্য স্বীকার করে অথচ ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

Calcutta Review-এ প্রকাশিত প্রবন্ধটিতেও এই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সাংখ্যের দুর্বলতা হিসেবেই তিনি বিষয়টিকে দেখেছেন :

> The Sánkhya is remarkably sceptical in its tendency; many antiquated or contemporaneous errors were swept away by its merciless logic, ...And yet the Sánkhya is as great a mass of errors as any other branch of Hindu philosophy— even inferior, perhaps to the Nyáya and Vaísheshika in intrinsic worth. This was the result of its uniform display of a tendency to support the authority of the Vedas. God himself could be denied, but not the authority of the Vedas.

সাংখ্যের এই বেদ-বিশ্বাসের আন্তরিকতা নিয়ে এই প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন (whether that feeling was sincere or hollow)। শেষ পর্যন্ত এটাই তাঁর প্রতিপাদ্য যে সাংখ্যমতে ঈশ্বর এবং বেদ— উভয়ই স্বীকৃতি পায় নি।[৩]

ঘ. ১২৮২ বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'মিল, ডার্ব্বিন এবং হিন্দুধর্ম্ম' নামে। প্রবন্ধটি বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত হয় 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে' নামে।

প্রবন্ধটিতে সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় প্রসঙ্গে মিল এবং ডারউইনের মত ব্যাখ্যা করে বঙ্কিম দেখিয়েছেন যে হিন্দুদের ত্রিদেব তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই প্রবন্ধের শেষে তিনি বলেন :

> ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও, তাঁহাদিগের সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে-সকল আনুষঙ্গিক কথা আছে, তৎপোষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, প্রত্যেকেই কতকগুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই-সকল উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোনো কারণ আমরা নির্দ্দেশ করি নাই।

ঙ. অগ্রহায়ণ ১২৮১ ভ্রমর পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি রচনা প্রকাশিত হয়, যার নাম 'বঙ্গে দেবপূজা— প্রতিবাদ'। সে বছরের কার্তিক সংখ্যা 'ভ্রমর'-এ "শ্রীঃ" সাক্ষরিত 'বঙ্গে দেবপূজা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গে দেবপূজা' প্রবন্ধে শ্রীঃ যা বলেছেন, তার স্থূল কথা, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, এইরকম :

> পৌত্তলিকতা, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ইহা বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকাতে, দেশের বিশেষ উপকার আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তীব্রভাষায় প্রবন্ধটির প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মত হল :

> তিনি (শ্রীঃ) বলেন সাকারের প্রার্থনা আন্তরিক হয়, নিরাকারে তত হয় না। কে বলিয়াছে? ...যাহাকে চাক্ষুস মাটি বা পাতর দেখিতেছি, তাহার কাছে যদি আন্তরিক কাঁদিতে পারি, তবে যাঁহাকে চক্ষে দেখিতেছি না, কিন্তু মনে জানিতেছি তিনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, কেন তাঁহার কাছে আন্তরিক কাঁদিতে না পারিব? ...বিশ্বাসের দার্ঢ্য থাকিলে সাকার নিরাকারে কোনো প্রভেদ নাই।

প্রতিবাদের শেষাংশে বঙ্কিম সাকার উপাসনার তিনটি অশুভ ফলসমূহের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে প্রথমটি বিশেষ করে উল্লেখ করি :

> সাকার ধর্ম্ম, বিজ্ঞানবিরোধী। যেখানে সাকার ধর্ম্ম প্রচলিত, সেখানে জ্ঞানের উন্নতি হয় না। সেখানে সকল প্রশ্নেরই এক উত্তর— "দেবতায় করেন।"
> অন্য উত্তরের সন্ধান হয় না। অতএব সাকার পূজা জ্ঞানোন্নতির কণ্টক।

অবশ্য সাকার পূজার একটি উপকারের কথাও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

> সাকার পূজা কাব্য ও সূক্ষ্ম শিল্পের অত্যন্ত পুষ্টিকারক। সাকারবাদীদিগের মধ্যে একজন মাত্র আছে— একা সেক্ষপিয়র। বঙ্গদেশেও, সাকার পূজার ফল, বৈষ্ণব কবিদিগের অপূর্ব্ব গীতিকাব্য।

প্রসঙ্গত, ১২৮১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয় 'কমলাকান্তের দপ্তর' অন্তর্গত 'আমার দুর্গোৎসব'। সপ্তমীর দিন আফিঙের কুহকে কমলাকান্তের চেতনায় দেবী দুর্গার সত্তা অপহৃব করে 'সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা'র অধিষ্ঠানের ঘটনা বঙ্কিমমানসের সমসাময়িক ভাবনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। বিশ্বাস ও পূজার আশ্রয় দেবী মূর্তি এখানে অস্বীকৃত, কিন্তু বঙ্গপ্রতিমার শিল্পমণ্ডিত নির্মাণ এখানে সাকারের রূপকে সিদ্ধ।

আমাদের মনে রাখতে হবে শুধু বঙ্কিমের নামাঙ্কিত রচনাই নয়, বঙ্কিম-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত এমন কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে যেগুলি মিল বা কোঁতের দর্শন বিষয়ক। তিনটি রচনার উল্লেখ করি :

১২৭৯ শ্রাবণ	কোমৎ দর্শন	
১২৮০ শ্রাবণ	জন স্টুয়ার্ট মিল	
১২৮১ পৌষ	কোম্‌ত দর্শন	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

প্রথম দুটি রচনার লেখকের নাম নেই। দ্বিতীয় রচনাটি জন স্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলেই স্বীকৃত এবং যাবতীয় বঙ্কিম-রচনাবলীতে এটি সংকলিত। প্রথমটিও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে অনুমান করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রজীবনীকার।

১৮৭০-এর দশক বঙ্কিমের বিজ্ঞানমনস্কতা ও সেই নিরিখে ঈশ্বরচেতনা ও হিন্দুধর্মতত্ত্ব অন্বেষণের কাল। কিন্তু তার পরের দশকের প্রথম দিকেই যখন রেভারেন্ড হেস্টির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধ বাধে, তখন কিছু স্ব-বিরোধিতার ক্ষেত্র লক্ষ করা যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র বহুক্ষেত্রে আগের মন্তব্য এই পর্বে প্রত্যাহার করেছেন। 'কপালকুণ্ডলা'-এ মিল-এর উক্তি বা 'জ্ঞান' প্রবন্ধের বাক্যবিশেষ প্রত্যাহার করার কথা আমরা আগে বলেছি। সাম্য গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র যে-মতবাদ প্রকাশ করেন, তা হিন্দুধর্মের বিধিনিষেধকে অনেকক্ষেত্রে লঙ্ঘন করে। এ গ্রন্থটির প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তটিও এইসূত্রে স্মরণীয়।

মনে রাখব, গোরার মধ্যে প্রথম পর্বে হিন্দুধর্মের রীতিনীতির প্রতি যে অবজ্ঞা লক্ষ করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে তার উগ্রতা কখনই ছিল না। কিন্তু মতের দিক থেকে উভয়ে পার্থক্যও বড়ো একটা ছিল না, কারণ কুসংস্কারাচ্ছন্নতার প্রতি বিরুদ্ধতা ও দেশাত্মবোধ— এই দুটি লক্ষণে গোরা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সামান্য ছিল। তবে কেশবচন্দ্রের প্রতি মুগ্ধতাবশত গোরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সেরকম কোনো আকর্ষণই ছিল না, রামমোহন বা কেশবচন্দ্র সম্পর্কেও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না।"[৪]

তিন

১৮৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শোভাবাজারের মহারাজ হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পিতামহীর শ্রাদ্ধ খুব ঘটা করে পালিত হয়। ২০ সেপ্টেম্বর *The Statesman* পত্রিকায় এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশিত হয়। এর পরেই ২২, ২৩, ২৬ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর এই পত্রিকায় রেভারেন্ড ডবলু. হেস্টির (Rev. W. Hastie) পর পর চারটি পত্র প্রকাশিত হয়, যেগুলির নাম ছিল যথাক্রমে *The Most Striking Facts of the Shradh, The Supposed Necessity of Idolatry, The Alleged Harmlessness of Idolatry, The Ultimate Philosophy of Brahmanism* যথাক্রমে। রেভারেন্ড হেস্টি ছিলেন General Assembly's Institution (পরবর্তীকালে Scottish Church College)-এর অধ্যক্ষ। ২৫ সেপ্টেম্বর *The Statesman*-এ এ বিষয়ে কিছু চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। রামচন্দ্র ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম চিঠি প্রকাশিত হয় ৬ অক্টোবর : *The Modern St. Paul* শিরোনামে। ছদ্মনামে তিনটি এবং স্বনামে একটি, বঙ্কিমচন্দ্রের মোট চারটি রচনা *The Statesman* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্বনামে লেখাটি প্রকাশের আগেই অবশ্য রামচন্দ্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায়।

আমরা এ পর্বে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক চিঠিপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করি :

২২ সেপ্টেম্বর	*The Most Striking Facts of the Shradh*	Rev. W. Hastie
২৩ সেপ্টেম্বর	*The Supposed Necessity of Idolatry*	Rev. W. Hastie
২৬ সেপ্টেম্বর	*The Alleged Harmlessness of Idolatry*	Rev. W. Hastie
২৯ সেপ্টেম্বর	*The Ultimate Philosophy of Brahmanism*	Rev. W. Hastie
৬ অক্টোবর	*The Modern St. Paul*	Ram Chandra
৭ অক্টোবর	*The Modern Ram Chandra*	Rev. W. Hastie

১৪ অক্টোবর	*The Challenge Renewed*	Rev W. Hastie
১৬ অক্টোবর	*European Versions of Hindoo Doctrine*	Ram Chandra
১৭ অক্টোবর	*Ram Chandra Redivivus*	Rev. W Hastie
২৮ অক্টোবর	*The Intellectual Superiority of Europe*	Ram Chandra
৩০ অক্টোবর	*The Intellectual Inferiority of India*	Rev W. Hastie
৩১ অক্টোবর	*The Intellectual Inferiority of India*	Rev. W. Hastie
২ নভেম্বর	*The Intellectual Inferiority of India*	Rev. W. Hastie
১৪ নভেম্বর	*The Recent Controversy*	K.M Banerjea
২২ নভেম্বর	*The Recent Controversy*	Bankim Chunder Chatterjee

হিন্দুধর্ম নিয়ে হেস্টির এই আক্রমণ ছিল একান্তই প্ররোচনাহীন। হিন্দুধর্মে বিভিন্ন রীতিনীতি এবং বিশেষত পৌত্তলিকতা ছিল হেস্টির আক্রমণের লক্ষ্য। *The Alleged Harmlessness of Idolatry* শীর্ষক দ্বিতীয় পত্রে পৌত্তলিকতায় হিন্দুদের নিষ্ঠা বা সততা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন :

...I know that they are *not* inwardly sincere or true to themselves in any of their forms of idolatrous worship...

হেস্টি মনে করেন যে শিক্ষিত হিন্দুরা পৌত্তলিকতা বাদ দিতে পারেন সহজেই, কিন্তু অশিক্ষিতেরা পারে না বলেই এই lower spiritual life-এর ব্যবস্থা রয়েছে তাদের জন্য। মূর্তিপূজা এবং পুতুলখেলা যে হিন্দুদের কাছে এক— সে-সম্পর্কে তিনি রাধাকান্ত দেবের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন :

...It was once strikingly put by Sir Radha Kanta Deb, by far the greatest representative of the Sobha Bazar family—"As you Europeans give *dolls* to *your* children, so do we Hindoos give those *idols* to *our* children, to our uneducated women and common people, who cannot do without them, but"—adding with an expressive smile—"we do not really worship them ourselves." This conscious yielding of such leaders to idolatry is, then, at the best, but a kindly *accommodation* to the popular prejudice and ignorance, and is even ultimately grounded upon the supposed *necessity* of their intellectual limitations. [৫]

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গে দেবপূজা— প্রতিবাদ'-এ যে জাতীয় কথা বলেছিলেন, হেস্টিসাহেবের দৃষ্টিকোণ কি তার থেকে খুব আলাদা ছিল? শ্রীঃ পৌত্তলিকতার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রতিবাদ করেছিলেন। এবার হেস্টি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রতিবাদ করছেন। দুটির মধ্যে অনিবার্য স্ববিরোধের প্রসঙ্গটি অস্বীকার করা যায় না। তবে, বঙ্কিমচন্দ্র যে হেস্টির প্রতিবাদ করেছিলেন, তা যতটা না মতের দিক থেকে তিনি হেস্টিকে মানেন নি বলে, আমাদের বিশ্বাস, তার চেয়ে বেশি হেস্টির ঔদ্ধত্য ও পল্লবগ্রাহিতায় বিরক্ত হয়েছিলেন বলে।

রামচন্দ্র ছদ্মনামে প্রকাশিত প্রথম দুটি রচনায় পৌত্তলিকতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো মত প্রকাশ পায় নি। উভয় রচনাতেই বঙ্কিমের বক্তব্য ছিল অহিন্দু-অভারতীয়ের হিন্দুশাস্ত্রে পারঙ্গমতা বিষয়ে। হেস্টিকে উপদেশ দিয়ে তিনি বলেছেন :

Let Mr. Hastie take my advice, and obtain some knowledge of Sanskrit in the ORIGINAL. Let him study then critically all the systems of Hindoo philosophy— the *Bhagabat-Gita*, the *Bhakti Suka* * of Sandiya, and such other works. Let him not study them under European scholars, for they cannot teach what they don't understand; the blind cannot lead the blind. Let him

study them with a Hindoo, with one who *believes* in them. And then, if he should still entertain his present inclination to enter on an apostilic career, let him hold forth at his pleasure, and if we do not promise to be convinced by him, we promise not to laugh at him.

রামচন্দ্র ছদ্মনামে প্রকাশিত তৃতীয় চিঠিটির নাম *The Intellectual Superiority of Europe*। এটি এই বিষয়ে বঙ্কিমের দীর্ঘতম রচনা। চিঠিটিতে হিন্দুশাস্ত্রে অহিন্দুর সীমাবদ্ধতার কথা আবার বলা হয়েছে। তার সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। বেদের ধর্মই হিন্দুধর্ম নয়। বরং, বঙ্কিমচন্দ্র মনে করছেন :

To the Indian student the Vedas are dead; he pays to them the same veneration which he pays the dead ancestors, but he does not think that he has with them any further concern.

হিন্দুশাস্ত্র যে কেবল সংস্কৃত গ্রন্থধৃত তত্ত্বের সংকলন নয়, তাতে আরো অজস্র তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ— সে কথা বঙ্কিম স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন :

Nothing has so largely influenced the fate of some of the Indian peoples as the Tantras. and of Tantra Literature the European knows next to nothing.

রচনাটির শেষাংশে আমাদের আলোচনার সূত্রে প্রাসঙ্গিক বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি মতামতের কথা আমরা বিশেষভাবে দেখতে চাই।

প্রথমত, পৌত্তলিকতা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এখানে ব্যক্ত করেছেন :

And I must ask the student of Hinduism when he comes to study Hindu Idolatry, to forget the nonsense about dolls given to children. I decline to subscribe to what is simply childish, even though the authority produced is titled authority with a venerable look. The true explanation consists in the ever true relations of the subjective Ideal to its objective Reality. Man is by instinct a poet and an artist. The passionate yearnings of the heart for the Ideal of beauty, in power, and in purity, must find an expression in the world of the Real. Hence proceed all poetry and all art. Exactly in the same way the ideal of the Divine in man receives a form from him, and the form an image. The existence of Idols is as justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of that of Prometheus. The *religious* worship of idols is as justifiable as the *intellectual* worship of Hamlet or Prometheus. The homage we owe to the ideal of the human realised in art is admiration. The homage we owe to the ideal of the Divine realised in idolatry is worship.

প্রসঙ্গত মনে পড়বে, 'বঙ্গে দেবপূজা— প্রতিবাদ' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য :

সাকার পূজা কাব্য ও সূক্ষ্ম শিল্পের অত্যন্ত পুষ্টিকারক।

পৌত্তলিকতার প্রসঙ্গে আরো স্পষ্ট করে তিনি জানাচ্ছেন :

The image is holy, not because the worshipper believes it to be god— he believes in no such thing— but because he has made a contract with his own heart *for the sake of culture and discipline* to treat it as God's image. Like other contracts, this one with the worshipper's own heart, he may terminate at his pleasure. When he terminates it, he ceases to worship the image and throws it away, as we have just thrown away by thousands the images of Durga. He could not do this if for a moment he believed it to be his God.

দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্মে আবশ্যিক ও আনুষঙ্গিক— দুই ভাগ নির্দিষ্ট করে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করছেন যে পৌত্তলিকতা আবশ্যিকের মধ্যে পড়ে না।

...the student must distinguish between the essentials of Hinduism and its non-essential adjuncts. Much of the ethical portion is pure ethics, and not religion. The social polity is also non-essential. Caste, therefore, which is the most prominent feature of that polity, is non-essential. ...

> Mr. Hastie may turn round me here and say, "You strip Hinduism of its rites, its idolatry, its caste; what do you then leave it"—I leave *the kernel without the husk.*

নিরপেক্ষ বিচারে একথা মানতেই হবে, যে বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে হিন্দুধর্মকে সমর্থন করছেন, তা সাধারণভাবে হিন্দুদেরও সমর্থিত মত নয়। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের subjective মত। এই মতের মধ্যে কি, কোথাও একথা স্বীকার করে নেওয়াও নেই, যে, পৌত্তলিকতা সম্পর্কে আসলে হিন্দুরা হলেন *not* inwardly sincere or true to themselves in any of their forms of idolatrous worship? এ তো এক অর্থে রাধাকান্ত দেবের accommodation এবং necessity-র তত্ত্বই!

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই বিতর্কে যোগ দেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের এ জাতীয় স্ব-বিরোধের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চারটি কালগত স্তরে তিনি হিন্দুধর্মের বিবর্তন লক্ষ করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বেদকে মৃত বলে আখ্যা দেওয়াকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি :

> What, then, it may be asked is the general religion of the Hindus? I can only answer the question by the help of our past written literature, including the *"dead Vedas."*

তন্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যের প্রতিবাদে তিনি লিখছেন :

> Ram Chandra tells us that "nothing has so largely influenced the fate of some of the Indian peoples as the Tantras, and of Tantra Literature the European knows next to nothing." If this has any meaning, it must be that the *Tantra* with its *unwritten traditions,* is the general basis of the Hindu religion, and, consistently enough, he maintains that the Hindu worships the "illicit union" between Purusha and Prakriti, retained in the "illegitimate connection of Krishna and Radha." As a reader of Kapal Kundala, I am amazed at such statements.

বোঝা যায়, রামচন্দ্র নামেই পত্রলেখককে উল্লেখ করলেও তাঁকে 'কপালকুণ্ডলা'র রচয়িতা হিসেবে কৃষ্ণমোহন সনাক্ত করে ফেলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত যদি মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে হিন্দুধর্মের বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যার চেয়ে দেশের মর্যাদাবোধকে তুলে ধরাতেই তাঁর অগ্রাধিকার। *European Versions of Hindoo Doctrine* শীর্ষক ১৬ অক্টোবরের চিঠিটির একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করি :

> Mr. Hastie attacks, without any provocation, the proceedings, in a solemn mourning ceremony held in the private dwelling-house of one of the most respectable Hindu families in the country; attacks all the most respected members of native society, attacks their religion; attacks the religion of the nation. And all this without the slightest provocation, and from no·other motive than a somewhat overflowing zeal in the cause of truth and religion. And then, when an humble individual of the nation whose religion he tramples upon, ventures upon a single retort, Mr. Hastie's temper is on fire and it explodes.

লক্ষ করি, হেস্টির হিন্দুবিরোধিতাকে কেবল ধর্মীয় আক্রমণ হিসেবে তিনি দেখেন নি— হেস্টি, তাঁর মতে attacks the religion of the nation। এবং তিনি যে তার প্রতিবাদ করছেন, তা কোনো ধর্মীয় প্রতিবাদ নয়, তা দেশের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ, যে-দেশের ধর্মকে তিনি আক্রমণ করেছেন : an humble individual of the nation whose religion he tramples upon। কৃষ্ণমোহনের তন্ত্রবিষয়ক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যখন বলেন : Let Tantrikism perish— but let it not perish unstudied, তখন আসলে বঙ্কিমের দেশের ঐতিহ্য-সম্পর্কিত ভাবনাই মুখ্য হয়ে ওঠে। হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যতটা দেশাত্মবোধের প্রতীক, ধর্মের ততটা নয়।

প্রসঙ্গত, মিশনারির সঙ্গে বিবাদের ক্ষেত্রে গোরার প্রবর্তনাও ছিল মূলত দেশানুরাগ। নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করে গোরা, কিছুটা বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই, মিশনারির সঙ্গে তর্কে নেমেছিল গোরা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

গোরা বলিল, "আমার আপন দেশকে বিদেশীর আদালতে আসামির মতো খাড়া করিয়া বিদেশীর আইনমতে তাহার বিচার করিতে আমরা দিবই না। বিলাতের আদর্শের সঙ্গে খুঁটিয়া খুঁটিয়া মিল করিয়া আমরা লজ্জাও পাইব না, গৌরবও বোধ করিব না। যে দেশে জন্মিয়াছি সে দেশের আচার, বিশ্বাস, শাস্ত্র ও সমাজের জন্য পরের ও নিজের কাছে কিছুমাত্র সংকুচিত হইয়া থাকিব না। দেশের যাহা-কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব।

চার

হেস্টি-বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধের জের অবশ্য *The Statesman*-এর পাতাতেই শেষ হয়ে গেল না। হেস্টি এ বিষয়ক সমস্ত চিঠিপত্র একত্র করে ১৮৮২ সালেই একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন, যার নাম *Hindu Idolatry and English Enlightenment*। বঙ্কিমচন্দ্রও ধর্মের, বিশেষত হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক বিচারে অনেক বেশি করে অভিনিবেশ করলেন।

The Statesman-এর বিতর্কের পরেই, খিদিরপুর নিবাসী পজিটিভিস্ট বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে বঙ্কিম একগুচ্ছ পত্র লেখেন ধর্মবিষয়ক। ইংরেজিতে লেখা এই চিঠিগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নি। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক পরে, বিমলচন্দ্র সিংহ -সম্পাদিত 'বঙ্কিমপ্রতিভা' গ্রন্থে এগুলি *Letters on Hinduism* নামে সংকলিত হয়। এই চিঠিগুলি প্রকাশের উদ্দেশ্যেই লেখা, ইংরেজিতে কারণ শুধু বাঙালি পাঠকের কথা মাথায় রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র এগুলি লেখেন নি।[৭] ইংরেজিতে লেখাটি প্রকাশিত না হলেও বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন।

Letters on Hinduism-এ বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট করে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, কাকে বলে Hinduism। হিন্দুত্ব শব্দটির বহুব্যাপক প্রয়োগ, এবং তার মধ্যে অনেক অসংগতি ও ত্রুটির উল্লেখ করে তিনি সিদ্ধান্ত করছেন :

> Hinduism is in need of reformation ;— not an unprecedented necessity for an ancient religion. But reformed and purified, it may yet stand forth before the world as the noblest system of individual and social culture available to the Hindu even in this age of progress. I have certainly no serious hope of progress in India except in Hinduism.

লক্ষণীয়, শুধু Hinduism নয়, progress in India-ও বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচ্য।

Letters on Hinduism-এ হিন্দুধর্মের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। সে বিস্তারে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। আমরা শুধু স্মরণে রাখব, গোরা মিশনারির সঙ্গে বিবাদের পরে ইংরেজিতে একটি গ্রন্থ লিখতে শুরু করে, যার নাম 'হিন্ডুয়িজ্‌ম' :

> সে 'হিন্ডুয়িজ্‌ম' নাম দিয়া ইংরেজিতে এক বই লিখিতে লাগিল— তাহাতে তাহার সাধ্যমতো সমস্ত যুক্তি ও শাস্ত্র ঘাঁটিয়া হিন্দুধর্ম ও সমাজের অনিন্দনীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে বসিয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং গোরার বইয়ের নাম এবং ভাষাগত মাধ্যমের মিলটা নিশ্চয়ই কাকতালীয় নয়।[৮] লক্ষণীয়, গোরার বইটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে কিছু জানালেন না।

Letters on Hinduism প্রকাশিত না হলেও ধর্মবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অজস্র রচনা এর পর প্রকাশিত হয় বাংলায়। ১২৯১ বঙ্গাব্দ, ১৮৮৪ সালে দুটি নতুন বাংলা সাময়িকপত্রের সূচনা হয়— 'নবজীবন' এবং 'প্রচার'। 'নবজীবন'-এর সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ ১২৯১-এ বঙ্কিমের 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার পর প্রায় দুবছর ধরে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ 'নবজীবন'-এ প্রকাশিত হয়। সেগুলিই পরে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। তবে 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটি ঐ গ্রন্থে স্থান পায়

নি, তার অংশবিশেষ পরিশিষ্ট 'ক' এবং 'গ'-এর অন্তর্গত হয়েছে। মানুষের চতুর্বিধ বৃত্তি— শারীরিকী, কার্যবিবরণী, জ্ঞানার্জনী এবং চিত্তরঞ্জিনী। এই বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব— এবং মানুষের ধর্ম হল মনুষ্যত্ব। গুরুশিষ্যের কথোপকথনে গ্রন্থিত এই গ্রন্থে ধর্মের যে-সংজ্ঞা দেওয়া হল, তাই যে হিন্দুধর্মের মূল কথা— এই বঙ্কিমী-সিদ্ধান্ত অবিসংবাদী নয়, কিন্তু *Letters on Hinduism*-এ যে reformed এবং purified হিন্দুধর্মের কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-র অনুশীলন তত্ত্ব হল সেই আদর্শ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিম-ভাষ্য। লক্ষণীয় সংস্কারের কথা স্পষ্ট করে 'ধর্ম্মতত্ত্ব'তেও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন।[৯]

'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন, তার মধ্যে কোনো সংকীর্ণ ধর্মীয় আবেগ নেই— বরং উদার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের যে ব্যাখ্যা আছে, তা তাঁর পূর্ববর্তী ভাবনার স্বাভাবিক অনুবর্তনই। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> ধর্ম্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্ব্বাংশই ধর্ম্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মে তাহা হয় না, এ জন্য অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ; কেবলই হিন্দুধর্ম্মই সম্পূর্ণ ধর্ম্ম।

১২৯১ শ্রাবণ মাসে 'প্রচার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'হিন্দুধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধ। *Letters on Hinduism*-এর পুরনো প্রশ্ন ফিরে এসেছে প্রবন্ধের সূচনায় : 'হিন্দুধর্ম্ম কি?' এবং তার উত্তরে জানাচ্ছেন :

> হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে "সত্য সত্য" বলে, হাই উঠিলে তুড়ি দেয়, এ-সকল কি হিন্দুধর্ম্ম? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক আস্যে খাইতে নাই, শূন্য কলসী দেখিলে যাত্রা করিতে নাই, অমুক বারে ক্ষৌরী হইতে নাই, অমুক বারে অমুক কাজ করিতে নাই, এ-সকল কি হিন্দুধর্ম্ম? অনেকে স্বীকার করিবে যে, এ সকল হিন্দুধর্ম্ম নহে। মূর্খের আচার মাত্র। যদি ইহা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমরা হিন্দুধর্মের পুনর্জ্জীবন চাহি না।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে 'গোরা' উপন্যাসের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে নন্দমিস্ত্রির মৃত্যুর পরে গোরার উক্তি। ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত নন্দের চিকিৎসা করেছে ওঝা, সারারাত 'তাহার গায়ে ছেঁকা দিয়াছে, তাহাকে মারিয়াছে এবং মন্ত্র পড়িয়াছে।' গোরাকে খবর পর্যন্ত দেওয়া হয় নি, পাছে গোরা ডাক্তারি মতে চিকিৎসার জন্য জেদ করে। বিনয়ের সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে গোরার মনে হয়েছে :

> সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে রেখেছে। দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ— ভয় যে কত তার ঠিকানা নেই— জগতের সত্যের সঙ্গে কী রকম পৌরুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তা এরা জানবে কী করে? আর তুমি-আমি মনে করছি যে আমরা যখন দু'-পাতা বিজ্ঞান পড়েছি তখন আমরা এদের দলে নেই।

১২৯১ সালের সূচনায় বারাণসী থেকে কলকাতায় আসেন শশধর তর্কচূড়ামণি। 'প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতা'[১০] করতে এসে শশধর প্রচার করেন যে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের আচারসমূহের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত কথাই আছে। তর্কচূড়ামণির ধর্মপ্রচারকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাথমিকভাবে সমর্থনই জানিয়েছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন :

> এই সময় কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনতে উৎসাহিত করে বলেছিলেন : 'শুনিবেন তাহাতে জিনিস আছে।' বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে তর্কচূড়ামণি গিয়েছিলেন। অ্যালবার্ট হলে তর্কচূড়ামণি ধর্মসম্পর্কিত বক্তৃতা শুরু করলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে উৎসাহসহকারে গেলেও পরে আর যান নি। 'হিন্দুধর্ম্ম' প্রবন্ধে তর্কচূড়ামণি প্রসঙ্গে পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেন :

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে-হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।

ধর্মকেন্দ্রিক বিচারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বৈজ্ঞানিক বোধকে সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি— আবার বিজ্ঞানকে হিন্দুধর্ম সমর্থনের হাতিয়ারও করেন নি। আমাদের মনে পড়বে, হিন্দু পুরাণের ত্রিদেবকল্পনার মধ্যে যে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় রয়েছে, সে-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বহু আগেই প্রবন্ধ লিখেছিলেন, কিন্তু সেখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে তিনি উপন্যাসের নায়ক বলেই জেনেছেন।

পাঁচ

বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্মবিষয়ক দৃষ্টিকোণ যতই বৈজ্ঞানিক হোক না কেন, হিন্দুধর্মের যে পুনরুজ্জীবন বাঙালি সমাজে উনিশ শতকের শেষার্ধে শুরু হয়, নানাকারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে তার একজন প্রধান নেতা হিসেবে দেখবার চেষ্টা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও এইসময় ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ধর্মবিষয়ক তাঁর লেখার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক প্রবন্ধেই ধর্মবিষয়ক চিন্তা প্রকাশ পায়— যেমন 'বেদ' ('প্রচার', ভাদ্র ১২৯১), 'গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি' ('প্রচার', পৌষ, ১২৯১), 'ধর্ম্ম এবং সাহিত্য' ('প্রচার', পৌষ ১২৯২), 'চিত্তশুদ্ধি' ('প্রচার', ফাল্গুন ১২৯২)। ১২৯১ আশ্বিন সংখ্যা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের প্রকাশ শুরু হয় 'প্রচার' পত্রিকায়। ১৮৮৬ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'কৃষ্ণচরিত্র' বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের তত্ত্বের রূপায়ণ। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' এবং 'কৃষ্ণচরিত্র' পাশাপাশি দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[১১] 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ধৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন মানুষের চরম আদর্শ মানুষের মধ্যে যদি না পাওয়া যায়, তবে ঈশ্বর আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কৃষ্ণকে মানুষ বলেই জেনেছিলেন, কিন্তু তাঁর ঈশ্বরত্ব বা অবতারত্বকেও তিনি অস্বীকার করেন নি।[১২]

রবীন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দুত্বের প্রতিনিধি হিসেবেই দেখেছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> বঙ্কিম সামান্য উপলক্ষমাত্রেই য়ুরোপীয়দের সহিত, পাঠকের সহিত এবং ভাগ্যহীন ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত কলহ করিয়াছে।

অন্যত্র বলছেন :

> ...লেখক অধীরভাবে অসহিষ্ণু ভাষায় অনেকের সঙ্গে অনর্থক একটা কলহ করিয়াছেন।
> বঙ্কিম যদি কৃষ্ণকে দেবতা না মনে করিতেন এবং কৃষ্ণের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার কোনোরূপ থিয়োরি না থাকিত তাহা হইলে এ সমস্ত তর্ক-বিতর্কের কোনো প্রয়োজন থাকিত না, এবং তিনি সর্বত্র সংযম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন।

রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে কৃষ্ণকে দেবতা মনে করাকে সমর্থন জানান নি। অনুশীলনতত্ত্বের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে এই প্রসঙ্গটি বড়ো হয়ে উঠেছে। তবে 'য়ুরোপীয়দের সহিত, পাঠকের সহিত এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত' 'অনর্থক কলহ' আমাদের গোরাকে মনে করিয়ে দেয়।

ছয়

বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— তার পিছনে কয়েকটি কারণ আছে, 'কৃষ্ণচরিত্র' তার মধ্যে একটি। একথা ঠিক যে, 'জীবনস্মৃতি'র 'বঙ্কিমচন্দ্র' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' যে মিলতে পারে না সে কথা উল্লেখ করেছিলেন :

কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার 'প্রচার' পত্রে তিনি যে ধর্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপরে তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কয়েকটি কারণে গড়ে উঠেছে বলে আমরা মনে করি। প্রথমত, ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষীর মতোই নানাবিধ স্ব-বিরোধিতাগ্রস্ত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আগাগোড়া বিজ্ঞানমনস্ক বঙ্কিমচন্দ্র এমন কিছু মন্তব্য বা বিশ্বাসের বশবর্তী ছিলেন যে, সংকীর্ণ রক্ষণশীল ধর্মমতের সঙ্গেই তাঁকে এক করে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' রচনায় ১৮৮৩-৮৪ সালের একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন :

আমার পরিবারের পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িতেছে শুনিয়া বঙ্কিমবাবু উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। ...বঙ্কিমবাবু নিজের তৃতীয়া কন্যার পীড়ার গল্প করিলেন। ১৫ দিন তাঁর দাঁত খোলে নাই। ডাক্তার কেলি নাসিকা দ্বারা আহার করাইতেন। ...বঙ্কিমবাবু ভৌতিক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা হিস্টিরিয়া বলিয়াছিল। বলিলেন, তাহাদের ঝাড়া ঝোড়া ও mesmerism, জলপড়া mesmerized water, এই-সকল উপায়ে তোমার স্ত্রীর চিকিৎসা করাও। আমার কন্যাকেও mesmerize করার উদ্যোগ হইয়াছিল। যদি কাহাকেও না বল, একটি পরামর্শ দিই। তারকেশ্বরের মানত করিও তাহাতে উপকার হয়।[১৩]

বঙ্কিমচন্দ্র তারকেশ্বরের মানতের কথা বলছেন, কিন্তু তার সঙ্গে প্রায় মন্ত্রগুপ্তির শপথ! শ্রীশচন্দ্রের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য অনেকগুলি উদাহরণও টেনে এনেছেন বঙ্কিম। যিনি একদা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই সকল প্রমাণের মূল জেনেছেন, তাঁর পক্ষে এই পরামর্শ নিতান্ত আশ্চর্যের। সব অবস্থায় যিনি সংস্কৃত, পরিমার্জিত হিন্দুধর্মের কথা বলেন, সংস্কারসর্বস্ব হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন চান না বলে যিনি ঘোষণা করবেন সমকালেই, তাঁর ক্ষেত্রে, গোপনে, তারকেশ্বরের মানতের স্বপক্ষে সালিশি করা প্রচণ্ড স্ব-বিরোধ— মারাত্মক আত্মখণ্ডন। শ্রীশচন্দ্রের রচনা থেকেই জানা যায়, এই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষচর্চার কথা। রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের এই রচনার কথা জানতেন।[১৪]

১৮৮৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ধর্মকেন্দ্রিক মতানৈক্য হয়েছিল। 'নবজীবন' পত্রিকায় 'হিন্দুধর্ম্ম' প্রবন্ধের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এই প্রবন্ধে হিন্দু কে, সে প্রশ্নের নিষ্পত্তির স্বার্থে বঙ্কিম দুটি উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথমটিতে এক চরম নিষ্ঠাবান হিন্দু— যে স্বার্থপর, লোভী, মিথ্যাবাদ; কিন্তু তার হরিনামে কপটতা নেই। অন্যদিকে এক আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি— যার অভক্ষ্য বলে কিছু নেই, একটু আধটু সুরাপান পর্যন্ত করে থাকেন। তার আচারের ভ্রান্তি থাকতে পারে,

কিন্তু কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়— অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।

১২৯১ শ্রাবণ সংখ্যায় এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখনো রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হন নি। আশ্বিন মাসে তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'একটি পুরাতন কথা'। বঙ্কিমের সত্যমিথ্যাকেন্দ্রিক বিকল্প সম্পর্কে তিনি লিখলেন :

আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে অসংকোচে নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে সেই আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে, প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধাসহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করিতেন!

...লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি 'যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়— অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন'। কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের এই আক্রমণ রীতিমতো কড়া— সত্য-মিথ্যার এই স্বরূপনিরূপণে বঙ্কিমের ধারণা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল। অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই `প্রচার'-এ প্রকাশিত হল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবাদ : 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' ও 'নব হিন্দু সম্প্রদায়'। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ভাদ্র সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের সমালোচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নব হিন্দু সম্প্রদায়' নামে। বঙ্কিমের প্রবন্ধের নামকরণে তার ইঙ্গিত আছে। সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গিটুকু দেখব। প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রও অতিশয় তীব্রতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ খণ্ডন করতে উদ্যত হয়েছেন। বলেছেন :

রবীন্দ্রবাবু যখন ক, খ, শিখেন নাই তাহার পূর্ব হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে ঘটিয়াছে।

বঙ্কিম সাধারণত এসবের উত্তর দিতে পক্ষপাতী নন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র'। তৎসত্ত্বেও যে তিনি রবীন্দ্রনাথের উত্তরে লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছে, 'তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড়ো ছায়া দেখিতেছি'। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের থেকে পৃথক করে দেখেন নি।[১৫] তাই রবীন্দ্রনাথের কথাকে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের কথা বলেই ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য তিনি উদ্ধৃত করেছেন, রবীন্দ্রনাথকে খণ্ডন করেছেন, কটাক্ষ করেছেন। কৃষ্ণোক্তি প্রসঙ্গে এবং এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মত এইরকম :

রবীন্দ্রবাবু বলিতে পারে, 'অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত সমুদ্র-বিশেষ, আমি কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি খুঁজিয়া পাইব? তুমি তো কোনো নিদর্শন লিখিয়া দাও নাই।' কাজটা রবীন্দ্রবাবুর পক্ষে বড়ো কঠিন ছিল না।

কৃষ্ণোক্তি বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন, তার উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' বলতে ইংরেজি অর্থ বুঝেছেন— Truth এবং Falsehood। মহাভারতে সত্য শব্দটি প্রতিজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

প্রবন্ধে বঙ্কিম ব্যক্তিগত স্তরে রবীন্দ্রনাথের আক্রমণকে গ্রহণ করে বলেছেন :

আমি বলিলেও মিথ্যা সত্য না হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও না হইতে পারে, কিন্তু বোধ করি আদি ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বলিলে হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা' সম্পাদক মহাশয়ের মুখ-নিঃসৃত এই চারিটি শব্দ পাঠককে উপহার দিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত 'কল্পনা' এবং 'আদর্শ' শব্দদুটির প্রসঙ্গে জানান যে এগুলি একটিও তাঁর বলা নয় বা অভিপ্রেত নয়। বললেন :

এই দুইটি কথা 'অসত্য' বলিতে হয়। অথচ সত্যের মহিমা কীর্ত্তনে লাগিয়াছে। অতএব কৃষ্ণের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না হউক, আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকের বাক্যবলে হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ শেষ করেছেন, কিন্তু তাঁর ভঙ্গি প্রধানত ভর্ৎসনারই।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধের একটি জবাব লিখলেন পৌষ ১২৯১-এর 'ভারতী' পত্রিকায়, 'কৈফিয়ৎ' নামে। রবীন্দ্রনাথ ক, খ, শেখেন নি— বঙ্কিমের এই মন্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেখানেই অবসর পাইয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুকঠোর সংক্ষিপ্ত ও তির্যক্ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাত আমি ক্ষুদ্র প্রাণী যতটা ভীত ও আহত হইব আদি ব্রাহ্মসমাজের ততটা হইবার সম্ভাবনা নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের নিকটে বঙ্কিমবাবু নিতান্তই তরুণ। বোধ করি বঙ্কিমবাবু যখন জীবন

আরম্ভ করেন নাই তখন হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ নানাদিক হইতে নানা আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছে কিন্তু কখনোই তাঁহার ধৈর্য বিচলিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মতের জবাব দিয়েছেন এই প্রবন্ধে— বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তি প্রায় কোথাওই স্বীকার করেন নি, উপরন্তু, তাঁর যে সমস্ত বোঝবার ভুলের কথা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন, সেগুলির জন্য যে বঙ্কিমের প্রবন্ধই দায়ী, তাও তিনি জানিয়েছেন।[১৬]

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের এই বিতণ্ডা সম্পর্কে আজ প্রায় সার্ধশতবর্ষের দূরত্বে দাঁড়িয়ে একথা মনে হয় যে, উভয়পক্ষই এই বিতণ্ডায় শোভনতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত আক্রমণে উভয়েই নিজেদের রচনায় যেভাবে লিপ্ত হয়েছিলেন, তা দুর্ভাগ্যজনক। রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে যেমন বঙ্কিমের প্রতি আরেকটু বেশি শ্রদ্ধা প্রত্যাশিত ছিল, তেমনি, নিতান্ত তরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিও বঙ্কিমচন্দ্র বয়সোচিত সংযম ও পরিণতির পরিচয় দেননি। তবে বিষয়টির শেষ পর্যন্ত যে শোভনভাবেই নিষ্পত্তি ঘটেছিল, সে কথা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি' তে :

> এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে— যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বিরোধের অবসানে কাঁটা যতই উৎপাটিত হোক না কেন, আমাদের বিশ্বাস, এই বিরোধের সময় বঙ্কিমচন্দ্র যেমন রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিভূ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি, বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরূপেই গণ্য করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত সাম্প্রদায়িক হিন্দু মতের থেকে আলাদা, বা তাঁর যে বিশেষ একটি ধর্মবিশ্বাস ছিল, যা কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়নির্বিশেষে প্রযোজ্য— তা রবীন্দ্রনাথের ধারণায় স্বীকৃত হয় নি।[১৭] এই কারণেই বর্তমান প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে এই বিতর্কের অবতারণা। গোরার মধ্যে হিন্দুত্বের যে রূপান্তর, তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের allusion আছে বলে যে আমরা মনে করছি, তার প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর এই বিশেষ পর্বে যাঁদের মধ্যে ধর্ম ও সমাজগত পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের মধ্যে একজন। এই রূপান্তরটিকে 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নৈতিকভাবে অসমর্থন করেছেন— আমাদের বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মভাবনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব 'গোরা'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সচেতনভাবেই সংযুক্ত করেছেন। গোরা যেমন মিশনারির সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে নিজের যুক্তির কাছে নিজে হার মেনেছে, বঙ্কিমচন্দ্রেরও পরিবর্তন হেস্টিকেন্দ্রিক বিতর্ক থেকেই— এবং সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যে যুক্তি সাজিয়েছেন, তার কাছে তাঁর নিজেরই বিজ্ঞানমনস্কতা পরাভূত হয়েছে, এমনটাই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন বলে আমাদের অভিমত।

১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ২৮ জ্যৈষ্ঠ (অর্থাৎ জুন মাসের মাঝামাঝি) রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'পরিত্যক্ত' নামে একটি কবিতা যেটি 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে এমন মানুষদের প্রতি, প্রথম বয়সে যাঁদের রচনায় নূতন আশার দীপ্তি লক্ষ করেছেন বাংলাভাষায়। একদিন যাঁরা বঙ্গদেশে নতুন ভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, আজ তাঁরাই বিপরীত পথে চলতে শুরু করেছেন বলে কবির ক্ষোভ :

> তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
> ভেঙেছ মাটির আল,
> তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
> উজান স্রোতের কাল।

কবির এই ক্ষোভ যে-সব মানুষদের প্রতি, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। কবিতাটি সম্পর্কে সুকুমার সেন জানাচ্ছেন :

কবিতার সুর অনুযোগের। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ শ্রদ্ধেয় দেশনেতাদের উদারবাণীতে রবীন্দ্রনাথ একদা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন এখন আর তাঁহাদের হিতোপদেশে উলটা পথে উজান স্রোতে ফিরিতে পারেন না। ১১

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পর্বে যে বিতর্ক হয়, তার পরিণতি যাই হোক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতকে যে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরিভাবে মেনে নিতে পারেন নি, 'পরিত্যক্ত'-র মতো কবিতা তার স্পষ্ট প্রমাণ। 'গোরা' উপন্যাসে গোরার পথ পরিবর্তনের বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সঙ্গেই দেখেছেন। কিন্তু পাশাপাশি তার ভ্রান্ততা সম্পর্কে তাঁর অভিমত খুব স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও এই ভ্রম ঘটেছিল— এমন সিদ্ধান্ত থেকেই গোরা উপন্যাসে বঙ্কিমকেন্দ্রিক এই allusion রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছিলেন বলে আমরা মনে করছি। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, 'গোরা' উপন্যাস রচনার অব্যবহিত আগে রবীন্দ্রনাথ নিজের বিশ্বাসের জগতেও এমনই এক উজানস্রোতের পর্ব পেরিয়ে এসেছিলেন।

সূত্র নির্দেশ

১ চিঠিপত্র ৯, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ তারিখের চিঠি, *'চিঠিপত্র'* ৯, বিশ্বভারতী ১৪০৪, পৃ. ৯৪। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> গোরা ও নৌকাডুবির কল্পনা সম্পূর্ণই আমার মাথা থেকে বেরিয়েচে। এমন ঘটনা ঘটেচে বলে জানিনে কিন্তু ঘটলে কী হতে পারত সেইটে ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেচি।

২. উদ্ধৃতিটি এইরকম :

> Real Fatalism is of two kinds Pure or Asiatic Fatalism, the Fatalism of Oedipus, holds that our actions do not depend upon our desires Whatever our wishes may be, a superior power, or an abstract Destiny, will overrule them, and compel us to act, not as we desire, but in the manner predestined The other kind, modified Fatalism I will call it, holds that our actions are determined by our will, our will by our desire, and our desires by the joint influence of motives presented to us and of our individual character J. S. Mill

৩. সাংখ্যমতে যে বেদ-সম্পর্কিত অস্পষ্টতা রয়েছে, তাও তিনি লক্ষ করেছেন। বেদ পৌরুষেয় না অপৌরুষেয়, বেদ-রচয়িতা মুক্ত না বদ্ধ— ইত্যাদি নানা জটিল প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যেই সংশয়ের বীজ রয়ে গেছে বলে তিনি মনে করেছেন। সাংখ্যদর্শনের ঈশ্বরচেতনা, প্রকৃতিপুরুষ তত্ত্ব, মোক্ষের ধারণা ইত্যাদি বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের বিচার্য নয়। কিন্তু বেদের প্রামাণিকতার সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন'এ তিনি স্পষ্ট করে বলছেন :

> বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে প্রকাশে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্য-প্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।

'সাংখ্যদর্শন' প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম 'বেদ'। এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন যে বেদ ঈশ্বরপ্রণীত কিনা, সে প্রসঙ্গে

> সাংখ্য-প্রবচনকারের মত সৃষ্টিছাড়া। তিনি প্রথমতঃ বলেন যে, বেদ কদাপি নিত্য হইতে পারে না; কেন না বেদেই তাহার কার্যত্বের প্রমাণ আছে— যথা "স তপোহতেপ্যত তস্মাৎ তপস্তেপানা ত্রয়োবেদা অজায়ন্ত।" যেখানে বেদেই বলে যে, এই এই রূপে বেদের জন্ম হইয়াছিল, সেখানে বেদ কদাপি নিত্য এবং অপৌরুষেয় হইতে পারে না। কিন্তু যাহা অপৌরুষেয় নহে, তাহা অবশ্য পৌরুষেয় হইবে। কিন্তু সাংখ্যকারের মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে, পৌরুষেয়ও নহে। পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর নাই বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে। সাংখ্যকার আরো বলেন যে, বেদ করিতে যোগ্য যে পুরুষ তিনি হয় মুক্ত, নয় বদ্ধ। যিনি মুক্ত, তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদসৃজন করিবেন না; যিনি বদ্ধ, তিনি অসর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম।

তবে পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে। তাহা কি কখন হইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন হইতে পারে, যথা— অঙ্কুরাদি (৫, ৮৪)। যাঁহারা হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের নাম শুনিলেই মনে করেন, তাহাতে সর্ব্বত্রই আশ্চর্য্য বুদ্ধির কৌশল, তাঁহাদের ভ্রম নিবারণার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিলাম। সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও বিচিত্র, ভ্রান্তিও বিচিত্র। সাংখ্যকার যে এমন রহস্যজনক ভ্রান্তিতে অনবধানতা প্রযুক্ত পতিত হইয়াছিলেন, আমরা এমন বিবেচনা করি না। আমাদিগের বিবেচনায় সাংখ্যকার অন্তরে বেদ মানিতেন না, কিন্তু তাৎকালিক সমাজে ব্রাহ্মণ এবং দার্শনিকে কেহ সাহস করিয়া বেদের অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না। এ জন্য তিনি মৌখিক বেদভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যদি বেদ মানিতে হইল তবে আবশ্যকমতে প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্তরে বেদ মানিতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয় নহে, এ কথা কেবল ব্যঙ্গমাত্র।

৪. কালীনাথ দত্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক রচনায় জানাচ্ছেন :

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্তা হয়। রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁহার উপযুক্ত শ্রদ্ধাভক্তির অভাব ছিল। আমি উক্ত মহাত্মার কোনো গুণ কীর্তন করিলে, তিনি তাহাতে বড়ো একটা অনুমোদন প্রকাশ করিতেন না।

তবে কেশবচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল মিশ্র। কালীনাথ জানাচ্ছেন

নববিধান-প্রবর্তক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে বঙ্কিমবাবু একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি (Genius) মনে করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের সময় দুজনে এক শ্রেণীতে পড়িতেন। কলেজ ছাড়িয়া কেশবচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রেই দেশবিখ্যাত হইয়া পড়েন। ...কলিকাতার কোনো স্থানে একদিন কেশববাবুর সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "I wish to know how far you have outgone me"।

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা প্রসঙ্গে কালীনাথ জানাচ্ছেন :

কেশববাবুর leading power তাঁহার মতে খুব বেশি ছিল না। তিনি বলেন যে, "অনেক সময় ও শ্রমব্যয়ে কেশববাবু যে অনুগামী দল তাঁহার ধর্মপ্রচারের জন্য সৃষ্টি করিয়া যান, তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিতে না করিতে সেই অসংসক্ত দলটি বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার গঠন-দৌর্বল্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

দ্র. 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ', সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, (প্রথম প্রকাশ ১৯২২) নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২ পৃ. ১৩০ ১৫৩।

৫ রাধাকান্ত দেব সম্পর্কে হেস্টির মন্তব্যের সূত্রে অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন

রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৬৭ সালে, হেস্টির সঙ্গে তাঁর কখনো দেখা হয় নি।

দ্র 'বঙ্কিম সমীক্ষা', এ মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯৬, পৃ. ১৪৫।

৬. স্পষ্টতই ছাপার ভুল। বিষয়টি নিয়ে হেস্টি একটু খোঁচাও মেরেছিলেন। তার উত্তরে বঙ্কিম লেখেন :

The most amusing part of Mr. Hastie's letter is perhaps the parenthetical interrogation, "Did he write *Suka*?" Mr. Hastie, who gladly recognises it "among the pearls of Sanskrit literature", does not see his way to correcting your printer's mistake Sandilya's celebrate treatise is entitled Bhakti *Sutra*, not Bhakti *Suka*

৭. বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে লেখবার কারণ ব্যাখ্যা করে প্রথম চিঠিতে লিখছেন :

I have undertaken to put you in possession of my views regarding Hinduism in a number of letters, which I promise at the outset shall be as few as the subject admits The necessity that there exists of bringing the same views before others of my educated countrymen has compelled me to travel beyond the limits to which the controversy between you and me would have restricted them, and I frankly admit at once that I write with a view to future publication which will explain much that would have been otherwise unintelligible to you. ... Conscious that no amount of eloquence or sound argument on my part will enable me to attain the honour of being read by any considerable number of those whom, along with you, I intend to address, if I made the unfortunate choice of my own vernacular as the medium of communication, I discard it in favour of what

is, in the eyes of a subject race, the loftiest and holiest of human languages, the language of the rulers. To me who have spent the best years of my life in addressing my countrymen in my own vernacular, this seems like a desertion of a beloved parent by one who had (been) hitherto a dutiful child and I feel that to you, who has been to me like a brother in this attachment to our own mother-tongue, I owe an explanation for this apparent desertion.

Hinduism, too, is not the exclusive property of us Bengalis, but belong to all Hindus in India. Sanskrit has ceased to be to India what Latin was to Europe during the middle ages and any one who wishes to address all Hindus must of necessity write in English. I am not at all ambitious of finding European readers, when, as I expect to do, I come to publish these letters, but I shall be happy if any European friends of this country can be found to bestow on the matters, contained in these letter, such attention as to them they may seem to deserve

'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের ক্রোড়পত্র খ অংশে এই লেখাটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

লেখক-প্রণীত কোন ইংরেজি প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল, উহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মর্ম্মার্থ বাঙ্গালায় এখানে সন্নিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালায় এ রকমের কথা আমার অনেক পাঠকে বুঝিবেন না। যাঁহাদের জন্য লিখিতেছি, তাঁহারা না বুঝিলে লেখা বৃথা।

৮. বঙ্কিমচন্দ্রের Letters on Hinduism প্রকাশিত হয় 'গোরা' রচনার প্রায় তিন দশক পরে ১৯৩৮ সালে। স্বভাবত এ প্রশ্ন উঠতে পারে, রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের কথা জানতেন কিনা। আমাদের বিশ্বাস জানতেন, এবং গ্রন্থটির নাম তখন নির্দিষ্ট হয়েছিল কিনা, তা নিয়ে তর্ক থাকলেও, তার বিষয় যে Hinduism, তা স্পষ্ট। প্রথম, 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বঙ্কিম এই রচনার উল্লেখ করে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়, ১৮৮২ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ভালোই যোগাযোগ ছিল। এইসময় বঙ্কিম বউবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ ২৩ জানুয়ারি ১৮৮২ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রকে এসে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ে যান। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে এই সময়কার নিয়মিত সাহিত্যিক আড্ডায় যোগেন্দ্রচন্দ্র নিয়মিত সভ্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও 'মধ্যে মধ্যে' এখানে যেতেন। দ্র. *সাহিত্যসাধক চরিতমালা* ২২, ১৩৬৯, পৃ. ৯৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত।

৯. 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়ের নাম চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। এই অধ্যায়ে গুরু বলছেন :

...হিন্দুধর্ম্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে— ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে।

১০. 'সাধারণী' পত্রিকায় ১২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বলা হয় :

বারাণসীর আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রতিনিধি স্বরূপ পণ্ডিত প্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি কলিকাতায় আসিয়াছেন, তিনি প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতা করিবেন। আমরা ভরসা করি কলিকাতার ভদ্রলোকে এই বিষয়ে তর্কচূড়ামণিকে সাহায্য করিবেন।

১১. 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

আগে অনুশীলন ধর্ম পুনর্মুদ্রিত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না, 'অনুশীলন ধর্মে' যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ; কিন্তু অনুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে।

১২. শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে ২৫ আশ্বিন ১২৯২ তারিখের একটি চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্য চরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৩. দ্র. 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ', সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, (প্রথম প্রকাশ ১৯২২), নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২, পৃ. ১১৪-১১৫

১৪. শ্রীশচন্দ্রের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় শ্রাবণ, ১৩০১ সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায়। ১৩০১ সালের 'সাধনা'র সম্পাদক হিসেবে নাম সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের থাকলেও রবীন্দ্রনাথ যে আগাগোড়াই 'সাধনা'-র অবিসংবাদী সম্পাদক, তা মোটামুটি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। (দ্র. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য : 'রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় : 'সাধনা কার্যত প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত') অর্থাৎ শ্রীশচন্দ্রের প্রবন্ধের কথা রবীন্দ্রনাথ কেবল জানতেনই না, তাঁর পত্রিকাতেই প্রবন্ধটিতে প্রকাশিত! আমাদের অনুমান, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই শ্রীশচন্দ্রের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ এ তথ্য জেনে থাকতে পারেন।

১৫. আদি ব্রাহ্মসমাজ ও রবীন্দ্রনাথকে কেন তিনি জড়িয়ে দেখেছেন, সে-সম্পর্কে বিস্তারিত কৈফিয়ত দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র :

> এখন রবীন্দ্রবাবু বলিতে পারেন যে, 'যদি বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, আমি ভ্রমে পতিত হইয়াছি— তবে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়াই তোমার ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল— আদি ব্রাহ্ম সমাজকে জড়াইতেছ কেন? এই কথার উত্তরে, যে কথা সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধে বলা রুচিবিগর্হিত, যাহা personal, তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে, আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্লাঘাস্বরূপ মনে করি,— এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আমি তাঁহার সুহৃজ্জন মধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্যবিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনো উত্থাপিত করেন নাই। অথচ বোধ হয়, যদি ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্রবাবুর এমন বিশ্বাসই হইয়াছিল যে, দেশের অবনতি, এবং ধর্মের উচ্ছেদ, এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্নশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ ঘৃণাক্ষরেও উত্থাপিত করিবেন না, তারপর চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে করি, এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে।

১৬. প্রসঙ্গত, 'কৈফিয়ত' প্রবন্ধে একটি পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> সঞ্জীবনীতে নবজীবনের সূচনা লইয়া যে লেখালেখি চলিয়াছিল তাহার সহিত বঙ্কিমবাবুর কি যোগ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি বলেন বঙ্কিমবাবু নবজীবনের লেখক তবে সে বিষয়ে আমিও তাঁহার সহযোগী বলিয়া গর্ব করিতে পারি। অতএব সঞ্জীবনীর উক্ত লেখা আমার প্রতি আক্রমণই বা নহে কেন? যদি বলেন যে, বঙ্কিমবাবু যে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন উক্ত প্রবন্ধে তাহার প্রতি আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাও ঠিক কথা নহে। নবজীবনের সূচনা নামক প্রবন্ধে যে নবযুগ-প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করা হইয়াছিল সঞ্জীবনীতে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তাহার পরে চন্দ্রনাথবাবুতে আর আমাতে যে কিঞ্চিৎ কথা কাটাকাটি হইয়াছিল সে তাঁহাতে আমাতে বোঝাপড়া। বঙ্কিমবাবু এই ব্যাপারটি অকারণে কেন নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

১৭. হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে প্রতিপন্ন করেও তার পরে ১৮৯৩ সালে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণের উপসংহারে গ্রন্থকারের নিবেদন নাম দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

> গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। ...অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে, হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহারে ধর্ম্ম নাই— হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক— সেই নিকৃষ্ট।

যে-কোনো কারণেই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের এই দৃষ্টিকোণ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল, পরবর্তীকালেও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনবার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' বা অনুশীলন ধর্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্মের যে-সূক্ষ্ম ব্যবধানটি থেকে গেছে, সেটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

১৮. সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ. ৫০-৫১।

সমুদ্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা

পার্থ ভট্টাচার্য

"আমি যেন একটি কিশোর, সাগরবেলায় খেলাচ্ছলে আরো মসৃণ উপলখণ্ড বা সুন্দরতর শুক্তি খুঁজে বেড়িয়েছি. জ্ঞানসমুদ্রের অতলগর্ভসত্য আমার কাছে অনাবিষ্কৃতই থেকে গেছে।

(আইস্যাক নিউটন— অনুবাদ লেখক)

স্মরণাতীত কাল থেকে বিশ্বসৃষ্টির মহারহস্য, মহাকাল, মহাকাশ এবং মহাসমুদ্র নিয়ে মানুষের মনে বিস্ময়ের অবধি নেই। দুইসহস্র বর্ষেরও পূর্বে কবি মাঘ, তার পরে কালিদাস, ইয়োরোপ মহাদেশে শেক্সপিয়র, বায়রন, কোলরিজ-প্রমুখ কবিরা প্রশান্ত, রোমাঞ্চকর, বিক্ষুব্ধ ও ভয়াবহ সমুদ্রের বর্ণনায় আমাদের মনে যুগপৎ আনন্দ ও ত্রাসের সঞ্চার করেছেন। রবীন্দ্রনাথও কিছু কম যান নি। প্রবল প্রকৃতি ও বিজ্ঞান সচেতন, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁর একটি কবিতাতেও তো সমুদ্রবিজ্ঞানের প্রায় 'অআ-কখ' দেখতে পাওয়া যায়। সে প্রসঙ্গ পরে। অতিসাম্প্রতিককালে ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৪-এর বিধ্বংসী সুনামি এবং ২০০৫-এর হেমন্তঋতুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপূর্ব উপকূলে উপর্যুপরি হারিকেন ক্যাটরিনা ও রিটার খণ্ডপ্রলয় ও অভিঘাত--

"ফেনায়ে উঠিল মরণাম্বুধি বিশ্ব রহিল নিশ্বাস রুধি
কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি নিবায়ে সূর্যতারা"।

পুনরাবৃত্ত মহাভারতের এই দৃশ্যটিকে প্রায় সত্যে পর্যবসিত করেছে, ইংরাজিতে যাকে বলে "লাইফ ইমিটেটিং আর্ট"। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো. দুটি ঘটনাই যেমন মানুষের নিয়ন্ত্রণের সাধ্যাতীত (যদিও বৈজ্ঞানিকদলের এক অংশ মনে করেন. 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' হারিকেনগুলির সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বাড়িয়ে তুলছে এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষণমূলক শিল্পসহায়ক বুশ সরকারের মুষ্টিমেয় ভাড়া করা মুখপাত্রেরা তা অস্বীকার করতে সর্বদাই সমুৎসুক), দ্বিতীয় ঘটনাটি শীঘ্রগতিতে জনাপসারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের শোচনীয় ও দুর্ভাগ্যজনক ব্যর্থতাকেই যে শুধু প্রকাশ করেছে তাই নয়, লেভি বা সামুদ্রিকপ্রাচীর যা প্রবল জলস্ফীতি, উত্তুঙ্গ, উত্তাল তরঙ্গমালাকে সমুদ্র অভিমুখেই নিরস্ত, প্রতিহত ও অন্তত কিয়দংশে হীনবল করতে সক্ষম, সেই প্রাচীরের গঠনশৈলী ও নির্মাণে চরম গাফিলতির প্রশ্নটিও দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে অভ্রান্তভাবে তুলে ধরেছে। হারিকেন ক্যাটরিনাতেই নিহতের সংখ্যা ১৬০০ ছাড়িয়েছে— সম্পত্তিহানিরও ইয়ত্তা নেই। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দেশে এমন গৌরবহীন দুরবস্থা! দুর্দাম প্রকৃতিকে বশ করার উৎকৃষ্টতম এবং বিভিন্ন ছলাকলা আবিষ্কারসত্ত্বেও মানুষের উদাসীনতা অসাবধানতা ও খামখেয়ালিপনাতে ১৯৮৯ সনে আলাস্কার প্রিন্স উইলিয়াম সাউন্ড আদিম সমুদ্রাঞ্চলে এক্সন-ভ্যালডিজ নামক বিশাল জাহাজটি (সুপারট্যাঙ্কার) দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে ১১ (একটি এস্টিমেটে ৩৫) মিলিয়ন গ্যালন জ্বালানি তেল সমুদ্রেই নির্গত করতে বাধ্য হয়, লক্ষ লক্ষ জলচর ও নভশ্চর প্রাণী প্রাণ হারায় এবং তাদের প্রজননস্থান ('হ্যাবিট্যাট') সম্পূর্ণভাবে বিচলিত বা বিনষ্ট হয়। দণ্ডদানকালে বিচারপতি এক্সন তৈল প্রতিষ্ঠানটিকে অবহেলার জন্য দায়ী করে বলেন, "তোমরা ঐ অঞ্চলে অসহায় ও পরিম্লান প্রাণীগুলির উপর নাগাসাকি-হিরোসিমার ধ্বংসলীলা চালিয়েছ।" পাঁচ বিলিয়ন ডলার শাস্তিমূলক দণ্ড ও আরো প্রায় তিনশো মিলিয়ন ডলার পরিষ্কার করার জন্য ধার্য হয়েছিল। কিয়োটো প্রোটোকল অমান্যকারী দেশগুলির মধ্যেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন নাটের গুরু। ২০০৩ সালের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাথা-পিছু বছরে বিশ্বের সর্বাধিক কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাস নির্গমন (এমিসন) করে এই দুটি দেশ। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও সাউথ কোরিয়া এককভাবে মাথা-পিছু বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক নির্গমন

করে। গবেষকরা জানাচ্ছেন যে শিল্পাঞ্চলগুলি থেকে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস নির্গমনে যদি অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে বর্তমানহারে ২১০০ সালের মধ্যে মেরুপৃষ্ঠের অবক্ষীয়মাণ হিমবাহ আরো অনেক নিশ্চিহ্ন হবে এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস উপকূলবর্তী এলাকাগুলিকে অন্যূন ৩ ফুট বা তদুর্ধ্ব গভীরতায় জলপ্লাবিত করবে। এই পরিমাণ স্থলভাগ কমে গেলে ক্রমবর্ধমান উপকূলবাসী জনবসতির উপর প্রতিক্রিয়া কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। একটি অনুমানে (এস্টিমেটে) পোলার আইসক্যাপ যদি সবটাই গলে যায় তাহলে প্রায় ২০ ফুট গভীরতার জলে পৃথিবী যাবে ছেয়ে। কিন্তু সব দেশের বিজ্ঞানী ও শুভবুদ্ধির মানুষেরা নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে খুব সচেতন, তাই এই অঘটন যা 'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্' মনে করিয়ে দেয়, তা কখনই ঘটতে দেবেন না।

দুই

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্যতন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।
—(কালিদাস)

মুখবন্ধে হারিকেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, উত্তুঙ্গতরঙ্গমালা, লেভি বা সামুদ্রিক প্রাচীর, অয়েলস্পিল এবং মানুষের অত্যাচার ও অসংযমে উৎপীড়িত নিরুপায় পরিবেশ এবং প্রকৃতিকে নির্মমভাবে পেষণের পরিণতির কথা বলা হয়েছে। অথচ বর্তমানযুগে সমুদ্রশক্তিকে বোঝা এবং মানুষের প্রয়োজনে লাগানো, তার বিধ্বংসী ক্ষমতাকে কিঞ্চিৎ করায়ত্তে আনার জন্য ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদরা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে এয়ারি, বলে, স্টোক্স, ব্রেটস্নাইডার, কিন্সম্যান ইপ্পেন, ফিউক্স, লঙ্গে-হিগিন্স, নিউম্যান, পিয়ার্সন, উইগেল প্রমুখ বিজ্ঞানী ও সমুদ্রবিদদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোকতরঙ্গমালা নিয়েও অনেক পদার্থবিজ্ঞানী দুরূহ তত্ত্বের গবেষণা করেছেন তবে বর্তমান পর্যায়ে আমরা শুধু সমুদ্রবিজ্ঞানের তরঙ্গমালার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি। সমুদ্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এখন বহুমুখী, অনেক শাখা-প্রশাখায়, বহুবিধ গবেষণায়, অসংখ্য মানুষের 'অজস্র সহস্রবিধ' কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। সর্বসাধারণের জানার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার কথা বলছি।

ক) পোর্ট ও ম্যারিন প্রযুক্তি
   ১) পোর্ট প্ল্যানিং, শিপিং টেকনলোজি ও ইকনমিক্স
   ২) পোর্ট ন্যাভিগেশন ও হাইড্রলিক্স
খ) নিয়ারশোর ও অফশোর স্ট্রাকচারস্
গ) ফিউয়েল অয়েল ও ন্যাচার্যাল গ্যাস ড্রিলিং
ঘ) কোস্ট্যাল ব্যাথিমেট্রি ও জিয়োমরফোলোজি
ঙ) সমুদ্রবিজ্ঞান-ওশেনোগ্রাফি
   ১) ওয়েভ মোশন
   ২) হাইড্রোডাইনামিক সমীকরণমালা
   ৩) উইন্ড ওয়েভ, সোয়েল, সীচ, স্টর্ম সার্জ ও সুনামি
   ৪) আইস, কারেন্ট
   ৫) স্ট্র্যাটিফিকেশন, টারবুলেন্স, মিক্সিং ডিফিউসন
   ৬) টাইড্যাল হাইড্রলিক্স
   ৭) প্রবেবিলিটি, স্ট্যাটিসটিকস্ ও টাইম সিরিজ

চ) ওশেন ফাউন্ডেশন প্রযুক্তি

ছ) ওশেন ট্রান্সফার সিস্টেমস

১) কন্টেইনার শিপস

২) ডীপ ড্র্যাফট্ ভেসেল্স্

ড) ড্রেজিং টেকনলোজি

ঝ) ম্যারিনা ও ফিশ পোর্ট ইত্যাদি।

যে-সব বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানগুলি সমুদ্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে বিশেষভাবে সফল পাঠ ও গবেষণায় রত তাদের কয়েকটি নাম হল, এম.আই.টি, ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বার্কলে), স্ক্রিপস ইন্সটিট্যুট, উড্স্হোল ওশেনোগ্রাফিক সংস্থা, ইউ.এস. আর্মি কোর অফ এঞ্জিনিয়ারস, ইউ.এস. নেভাল অ্যাকাডেমি, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়, টেক্সাস এ অ্যান্ড এম, পোর্ট অথরিটি অফ নিউইর্য়ক ও নিউজার্সি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।

ডেলফট বিশ্ববিদ্যালয় (নেদারল্যান্ড), এন.আই.টি (নরওয়ে), পোর্ট ও হারবার রিসার্চ ইন্সটিট্যুট, কিউশু বিশ্ববিদ্যালয় (জাপান), ডক ও হারবার অথরিটি (লন্ডন), গ্রেনোব্ল্ (ফ্রান্স)।

এ ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও গবেষণাগারে এই পাঠক্রম চালু আছে, কিন্তু সবকটিই প্রথম শ্রেণীর বা প্রধান নয়।

তিন

"তোমার বাবামশায় যে সাতবাঁশ জলের তলায়!
দেহাস্থি চিরশ্রী পেল দ্বীপের পলায়,
চক্ষুদ্বয় ঝিলিকায় শ্বেতমুকুতায়।
হয়নি তো তাঁর কিছু তেমন বিলীন!
তব পিতৃদেব সিন্ধুচিতায় নিলীন।"

(শেক্সপিয়র— অনুবাদ লেখক)

সূর্য, বায়ু, সমুদ্র ও পৃথিবীর স্থলভাগের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে প্রতিদিনের, প্রতিঋতুর আবহাওয়া ও জলবায়ু (ওয়েদার, ক্লাইমেট) নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পৃথিবীর যে কোনো স্থানই একটি নির্দিষ্ট অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাদ্বারা সূচিতও করা যায়, তা হয়তো নিম্ন মাধ্যমিকের ভূগোল-বিজ্ঞান থেকেই অনেকের জানা আছে। দিন ও রাত্রির উষ্ণতার তারতম্য, সূর্যকিরণে তপ্ত উপত্যকার উষ্ণবায়ু, পর্বত ও সমুদ্রাঞ্চলের শীতলবায়ু, মেরুঅঞ্চলের অতিশীতল, নিরক্ষ রেখার উষ্ণতরবায়ু, নিজের অক্ষে পৃথিবীর আবর্তন, আনতি (হেলন) ও সূর্য-প্রদক্ষিণ প্রভৃতি সংঘটকগুলি পৃথিবীর বায়ুসঞ্চালনে প্রতিনিয়ত সাহায্য ও প্রভাবিত করছে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে অবিরত রবিরশ্মিপ্রবাহ ও বিকিরণ, জীবনদায়ী জলের অপরিমিত আকর নদ, নদী, মহাসরোবর ও সমুদ্র, নিশ্বাস-প্রশ্বাস উপযোগী বায়ু ও বাসযোগ্য স্থলভূমি আছে বলেই তো ধীরোদাত্ত বৈদিক ঋষিরা বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে মহারূপকারের প্রচ্ছন্ন মঙ্গলময় হস্ত প্রত্যক্ষ করে বেদে ও উপনিষদে ভূমাকে বন্দনা জানালেন— মিত্র, পবন, বরুণ, অর্ঘ্যমা ইত্যাদি নামে। বাইবেলে জেনেসিসেও এই মহৎ উপলব্ধির স্বীকৃতি দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঠিক কোন্ মডেলে, রূপক্রমে বা ঘটনা-পরম্পরায় বিশ্বের জলবায়ু প্রভাবিত, পরিচালিত ও সংরক্ষিত হচ্ছে তা যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানীদের ঔৎসুক্য জাগিয়েছে। বিজ্ঞান থেকে ধ্যানদৃষ্টি চলে গেছে দর্শনে। 'ভাগীরথীর উৎসসন্ধানে' প্রবন্ধে তাই আচার্য জগদীশচন্দ্র বাল্যে নদীর কলস্বনে 'মহাদেবের জটা হইতে' নদীর উৎপত্তি, এই বাণী শ্রবণ করেছিলেন। আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন

এই বিজ্ঞানতপস্বী পরবর্তীকালে নদীর প্রবাহ অনুসরণ করে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল দুটি শৃঙ্গে উপনীত হয়ে নন্দাদেবীর দুর্নিরীক্ষ্য জ্যোতিঃপুঞ্জ থেকে নিঃসৃত ধূমরাশিকে রম্যকপর্দীর জটাজূট কল্পনা করলেন এবং হীরকচূর্ণনিভ শুভ্র শীকরকণায় ত্রিশূলশৈলাগ্রভাগ শাণিত প্রত্যক্ষ করে গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ তাঁর বিজ্ঞানমানসে 'শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক' এক এবং অভিন্ন, এই সত্য উপলব্ধি করলেন।

সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত, পৃথিবীর সুমেরু, কুমেরু ও নিরক্ষ বা বিষুব অঞ্চল কিভাবে বসুন্ধরার প্রতিদিনের মাসের, ঋতুর ও বৎসরের জলবায়ুকে প্রভাবিত করছে একটু দেখে নিয়ে আমরা আবার প্রযুক্তিবিদ্যায় ফিরে যাব। সূর্যরশ্মি প্রতি মিনিটে ১ স্কোয়ার সেন্টিমিটারে পৃথিবীর উপর লম্বভাবে পতিত হলে, বিকিরিত শক্তি ১ গ্রাম জলকে ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করার ক্ষমতা রাখে। ১,২৭০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০ স্কোয়ার সেন্টিমিটার ধরাপৃষ্ঠের উপর পতিত এই বিকিরণই বিভিন্ন জটিল ঘটনাপরম্পরার মাধ্যমে বায়ু চলাচল, বলাহক, বারিবর্ষণ এবং বারিধিবিক্ষোভের প্রধান কারণ। উপরিউক্ত তাপ ব্যাতিরেকে বাতাস হবে তরলিত, সমুদ্র হিমসাগর, সব গতিময়তা স্তব্ধ এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা চরম হিমাঙ্ক (০ ডিগ্রী কেলভিন) অভিমুখে চলে যাবে। পৃথিবীরশ্মি হিসাবে এই শক্তি আবার মহাশূন্যে ফিরেও যায় উপরিউক্ত সমপরিমাণ ধরাতল থেকে, তার মধ্যে শুধু অবলোহিত রশ্মিই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। যে পরিমাণ সূর্যরশ্মি পৃথিবী পাচ্ছে প্রায় সবটাই যদি মহাশূন্যে ফিরে না যেত তাহলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমবর্ধমান বা নিম্নগামী হত। কিন্তু বিশ্বকর্মার কারিগরিতে তা হবার যো নেই। বিষুবরেখার উপর তপ্তরশ্মির বিকিরণ যেই বেশি পরিমাণে বাড়ল এবং অবলোকিত রশ্মির প্রতিপ্রেরণ সম্যকভাবে হল না, আবার সুমেরু-কুমেরুতে ঠিক বিপরীত ফল অর্থাৎ, বিকিরণ কম কিন্তু প্রতিপ্রেরণ বেশি হল, তখন পবন এবং প্রচেতা উভয়ে মিলে কাজে নেমে পড়েন সামাল দিতে। বাতাস, জলীয়বাষ্প ও সমুদ্রস্রোত বিষুবাঞ্চল থেকে বাড়ন্ত তাপ নিয়ে যায় সুমেরু, কুমেরুতে— শীতলতর হয় নিরক্ষদেশ: পক্ষান্তরে সুমেরু, কুমেরু অঞ্চল উত্তপ্ত বেশি এবং অবলোহিত রশ্মির প্রতিপ্রেরণও হয় বেশি। সমগ্র পৃথিবীর জলবায়ু যে কোনো অক্ষাংশ অঞ্চলে বাৎসরিক গড়পড়তায় এইভাবে প্রায় একই রকম থাকে, খুব বেশি তারতম্য হয় না। একইভাবে জলের নানাভাবে বিতরণের তালিকার মধ্যে এখনো সুসমঞ্জস শৃংখলা পরিলক্ষিত হয়। এখনো বললাম এইজন্য যে ওজোন লেয়ার ডিপ্লিশন, অ্যাসিড রেইন, এবং বেহিসাবী কার্বন ডায়োক্সাইড নির্গমন, প্রকৃতির উপর এই অত্যাচার ভাবীকালের জলবিতরণকে কীভাবে কোন্ নিম্নমানে নিয়ে যাবে তা নিয়ে গবেষণা তো চলেছেই।

চার

জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা।
ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে, তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণ-দূত উড়িয়া চলে, ছেলেরা করে খেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে শিশুর মহামেলা।

—(রবীন্দ্রনাথ)

এবারে প্রযুক্তির কাজের কথায় ফেরা যাক। সমুদ্রতরঙ্গ কাকে বলে ও কেন হয়? কীভাবে আমরা বুঝতে পারব কোথায় সমুদ্রতুফান হবে, তরঙ্গ কত প্রকারের, সুনামি কাকে বলে, প্রত্যহের বায়ুসৃষ্ট তরঙ্গের সঙ্গে সুনামির তফাত কোথায়? দেশের সরকার ও উপকূলবাসী জনগণ কীভাবে জানবেন সুনামি কখন বা কোথায় হবে? প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে বায়ুসৃষ্ট তরঙ্গমালা ও সুনামির তরঙ্গসঞ্চারের কারণ কখনই এক নয়। সুনামি হয় সামুদ্রিক ভূকম্পন, অগ্ন্যুৎপাত, স্থলচ্যুতি বা মহাশক্তিসম্পন্ন ন্যুক্লিয়ার বিস্ফোরণের জন্য। শেষ

কারণটি ছাড়া আর সবকটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, যার পূর্বাভাস পাওয়া দুষ্কর। কোন্ অঞ্চল বেশি সামুদ্রিক ভূকম্পনপ্রবণ তা জানা থাকলেও, তার সময় অনুমান করা খুবই কঠিন। ২০০৪-এর সুনামিতে আমরা দেখেছি যে উপকূলবাসী কিছু আদিবাসী সুনামির কথা জেনেছে 'প্রাক্তনজন্মবিদ্যা' বা ইন্স্টিঙ্কট্স্ থেকে সমুদ্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। দেশের সরকার ও জনগণ সুনামির পূর্বাভাস জানতে পারবেন সমুদ্রনিহিত ব্যুয়, সেন্সর, সাইসমোগ্রাফ এবং ওয়েদার স্যাটেলাইটগুলি থেকেই। বলা বাহুল্য যে বায়ুসৃষ্ট তরঙ্গও ধ্বংসের আজ্ঞা বহন করে যথেষ্ট পরিমাণে। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে যদি বায়ুপ্রবাহের পরিমাণ ও নিয়ন্ত্রক (প্রিভেইলিং) দিক নির্ণয় দরকার হয় তাহলে সেই অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার নিকটতম সামুদ্রিক ব্যুয়. ওয়েদার বেলুন এবং সেন্সরের অবস্থান থেকে রেকর্ডিং, ডেটা সংগ্রহ করা হয় আবহাওয়ার বহু উপগ্রহ, সুপার কম্পিউটার গুলির মাধ্যমে। এই ধরনের ডেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাশন্যাল ওশেনোগ্রাফিক ও অ্যাটমস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্ (নোয়া) পৃথিবীর সমস্ত অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা থেকে সংগ্রহ করে থাকেন। আজ ব্রাজিলের রিওতে, বাংলাদেশের চট্টগ্রামে, ফিজিতে, ইস্টার আইল্যান্ডে বা যে কোনো উপসাগর, সাগর বা মহাসাগরে যদি কোনো নতুন বন্দর, নৌঘাঁটি বা তৈলপ্রযুক্তি নির্মাণের প্রয়োজন হয়, তাহলে সর্বাগ্রে দ্বারস্থ হতে হবে নোয়ার কাছে, ব্যাথিমেট্রিক চার্ট থেকে সমস্ত সামুদ্রিক তথ্য সরবরাহের জন্য। তবে জাপান ও ইয়োরোপীয়দেরও অনুরূপ সংস্থা আছে এবং উপগ্রহ ও সুপার কম্পিউটারগুলি প্রায়শই পারস্পরিক সাহায্যমূলক বা ইন্টার‍্যাকটিভ হওয়ায় এই সংস্থাগুলির স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করারও অবকাশ রয়েছে।

ক্রমাগতভাবে যেদিক থেকে দীর্ঘতম দূরত্বের উপর বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে বলে ফেচ: দিক এবং দূরত্ব, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও উচ্চতা, বায়ুসৃষ্ট তরঙ্গমালার যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায় সামুদ্রিক ব্যুয়গুলি থেকে। কিন্তু ১৮৬৪ সালে যখন বিজ্ঞান এতটা অগ্রসর হয় নি তখনো টমাস স্টিভেনসন. ১৯০৪-এ ক্যাপ্টেন গেইলার্ড, ১৯৩৪-এ মলিটর শুধু সর্বাধিক বেগমাত্রা নির্ভর করে ফেচ ও তরঙ্গোচ্চতার পরিমাপ নির্ধারণ কবেন ইউস-এর গ্রেটলেকস্ পর্যবেক্ষণ থেকে। কিন্তু তাঁরা প্রাপ্ততথ্যগুলি নর্থ সির উপকূলে পরীক্ষা করে মিলিয়েও নিয়েছিলেন। বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী জানা গেছে যে অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরে ৪৫ ফুট, প্রশান্ত মহাসাগরে ৬০ ফুট, ভূমধ্যসাগরে ২০ ফুট, ব্ল্যাক সিতে ৩০ ফুট, অ্যামেরিকার গ্রেটলেকস্‌গুলিতে ২৫ ফুট, মেক্সিকো উপসাগরে ৪০ ফুট উচ্চতম বিশেষ তরঙ্গোচ্চতা হওয়া সম্ভব। এখানে বলে রাখা ভালো যে সংগঠন ও নির্মাণের কাজে এই তরঙ্গোচ্চতাকেও গুণ করা হয় ১.৮৭ দিয়ে, কারণ ইউ.এস. কোর ওফ এঞ্জিনিয়ারস্ তাই নির্ধারণ করেছেন সর্বোত্তুঙ্গতরঙ্গ নির্ণয়ের জন্য, যা উচ্চতম বিশেষ তরঙ্গোচ্চতার চেয়েও প্রায় দ্বিগুণ বেশি ধরা হয়।

সর্বোত্তুঙ্গ তরঙ্গ, তার দিক-কোণ ও পিরিয়ড বা কালক্ষেপ পেলে প্রজেক্টের সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিবিদ তাঁর প্রজেক্ট এলাকায় কত উচ্চতার তরঙ্গ আসতে পারে তা নির্ণয় করেন যদি ওই এলাকা অগভীর জলের মধ্যে পড়ে। কারণ গভীর জল থেকে অগভীর জলে আসার সময় প্রতিসরণ অনুযায়ী তরঙ্গের উচ্চতা ও দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন স্ট্রাকচারের উপর তরঙ্গের অভিঘাত কোন্ পদ্ধতি বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ণীত হবে তা নির্ভর করে স্ট্রাকচারের আকৃতি ও তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যের উপর। পাইল বা ঐ জাতীয় গোলাকার বা চতুষ্কোণ স্তম্ভ হলে একরকম সমীকরণ ব্যবহার হবে, আবার যদি রিনফোর্সড, কনক্রিটের প্রাচীর (যেমন নিউ অরলিন্‌সের লেভির ক্ষেত্রে), অন্য সমীকরণ দিয়ে তার উপর অভিঘাত নির্ণয় করতে হবে। এটা সব থেকে সোজা হিসেব। হারিকেনের লেভির ক্ষেত্রে বা যে সমুদ্রাঞ্চলে প্রকৃত বিশালাকার তরঙ্গ দেখা যায়, সেখানে ব্যাপার অনেক বেশি জটিল হয় ঝঞ্ঝাভিঘাত ও জোয়ারকালীন সমুদ্রোচ্ছ্বাসজনিত কারণে। 'ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।' তার পরে স্ট্রাকচারের উপরই যদি তরঙ্গভঙ্গ হয়, অর্থাৎ যাকে বলে ব্রেকিং-ওয়েভ, তাহলে তো সোনায় সোহাগা, সেখানে আবার অন্য পদ্ধতিতে ডিজাইন করা হবে।

পাঁচ

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, হে প্রচেতঃ!
—(শ্রীমধুসূদন)

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্।
—(কালিদাস)

সেতুবন্ধের কারণে রাবণের অভিমান ভরে সমুদ্রকে ব্যঙ্গোক্তি, 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে'— অলংকারশাস্ত্রে ব্যাজস্তুতির উদাহরণ। বর্তমান যুগের প্রযুক্তিবিদেরা সত্যসত্যই বিরাট বড়ে বড়ো পাথরের চাঁই লকেটের মতো পরিয়েই ছাড়লেন সমুদ্রের গলায়, যার প্রযুক্তিগত নাম হল ব্রেকওয়াটার। সমুদ্রবন্দরকে ও বিভিন্ন মাপের অর্ণবপোতগুলিকে ঝঞ্ঝাবাত্যার প্রবল প্রকোপ থেকে আড়াল করার জন্য, অতিকায় ঢেউগুলি যাতে ডক, জেটি, মুরিং ডলফিন এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য, ঢেউগুলির আক্রমণের পথে বিশাল প্রস্তরখণ্ড, কংক্রিটের কিউব, টেট্রাপড, হেক্সাপড, ডোলোস বাঁধের মতো করে বিছিয়ে দেওয়া হয়, যাতে 'ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে' ব্রেকওয়াটারের উপরে। 'লহরীর পরে লহরী তুলিয়া আঘাতের পরে আঘাত কর' বাস্তবিক জীবনে বা বিজ্ঞানে এর যথার্থ প্রয়োগ যদি দেখতে হয় তাহলে ব্রেকওয়াটারের উপর তরঙ্গাভিঘাত ছাড়া কোনো সার্থক প্রতিতুলনা মনে আসে না। কংক্রিটের গ্র্যাভিটি প্রাচীর, কংক্রিট কেসন, পাথরভরাট শক্তকাঠের দীর্ঘ ও মজবুত বেষ্টনী, রিনফোরস্‌ড্ কংক্রিট ও স্টিল সিটপাইল বা প্রস্তরপূর্ণ সিটপাইলের সেলও ব্যবহার চালু আছে ব্রেকওয়াটার নির্মাণের কাজে। পাইল বা সিটপাইল যখন ভূগর্ভ বা সমুদ্রপ্রোথিত হয় তখন হ্যামারফোর্স লাগে দুর্দান্ত; তাই বহুপূর্বে শৈলেন মান্নার ফ্রি-কিক্‌কে অমৃতবাজার পত্রিকা পাইল ড্রাইভারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, যখন তিনি খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল গোলকিপারকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে গোল করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ব্রেকওয়াটার নির্মাণের কাজে পাথরগুলি ইতস্তত বিছিয়ে দিলেই হয় না, এই হার সমুদ্রকণ্ঠে পরানোর জন্য যথেষ্ট মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় ডিজাইনের ব্যাপারে। নীচের ভিতমাটি, জলের গভীরতা, তরঙ্গোচ্চতা নিয়ে বিশেষ গবেষণা করতে হয়। আবার ঢেউ ভেঙে পড়াজনিত আঘাতও তো সহনীয় হতে হবে। তাই এক একটি ব্লক বা পাথরের ওজন কয়েকশো কেজি থেকে ৫০ বা ৬০ টন হওয়াও সম্ভব। বিশ্বের খ্যাতনামা ব্রেকওয়াটারগুলির মধ্যে, পর্তুগালের সাইনেস বিশেষ বেগ দিয়েছে ডিজাইনে, মাতারানি-পেরু, লা গাইরা-ভেনেজুয়েলা, জংগুলদাক-টার্কি, রোটা-স্পেন, কোকোসলো-পানামা, রটরডাম-নেদারল্যান্ড, গ্রেনোল-ফ্রান্স উল্লেখযোগ্য। ভাসমান, নিউমেটিক এবং হাইড্রলিক ব্রেকওয়াটারও আছে, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য একই। কোনো তৈলবাহী বার্জ বা জাহাজ উল্টে গিয়ে বা কাত হয়ে তেল সমুদ্রে গিয়ে পড়লে, আরো বৃহত্তর এলাকাতে অয়েলস্পিল রোধের কাজে ভাসমান ব্রেকওয়াটার ব্যবহার করা হয়।

এবারে দেখা যাক কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ব্রেকওয়াটারগুলি সমুদ্রবন্দরের ঠিক কি বা কোন মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তির সুরক্ষার কাজে লাগে। আমরা জানি বন্দরের ডক, জেটি, বাল্কহেড, হোয়ার্ফ (কি বা কি-ওয়াল), পিয়ার, মুরিং ডলফিন, ব্রেস্টিং ডলফিন, ফেন্ডার ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে ডক, জেটি, বাল্কহেড, হোয়ার্ফ (কি বা কি-ওয়াল) তীর বা উপকূলের সমান্তরাল, পিয়ার ও ফিঙ্গার পিয়ার তীরভূমির লম্বভাবে অবস্থান করে। ডলফিনগুলিতে শুধু জাহাজ নোঙ্গর ফেলে বাঁধা থাকে, ডকে আসবার জন্য বা ঝড়ঝাপটায় আশ্রয় নেবার পরে সাগরপথে যাত্রানুমতির অপেক্ষা করে। ডক, জেটি, বাল্কহেড, হোয়ার্ফ এবং পিয়ার ব্যবহৃত হয় প্রমোদভ্রমণের বা দূরপাল্লার যাত্রীদের ওঠা নামার জন্য এবং মালপত্র, কন্টেইনার ওঠানো নামানোর জন্য। পৃথিবীর বড়ো বড়ো বন্দরগুলিতে আজকাল আলাদা কন্টেইনার টারমিনাল থাকে

আর তার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে থাকে মালগাড়ি যাবার রেললাইন, গুড্‌স্ শেড ও লক্ষাধিক কন্টেইনার রাখার সংস্থান। এক-একটি কন্টেইনার মাল গাড়ির ভ্যানের মতো দেখতে আর তাদের তোলার জন্য থাকে বিশাল শক্তিধর ক্রেনসমষ্টি। এ ছাড়া অনেক সমুদ্রবন্দরে থাকে ড্রাইডক। ড্রাইডক বলতে একটি বিশালায়তন সুইমিংপুলের মতো বড়ো জলাধারকে বোঝায়, তার চতুর্দিকে জল ঢুকতে না দেবার জন্য স্টিল সিটপাইল বা রিনফোরস্‌ড্, কংক্রিটের প্রাচীর থাকে, আর-একদিকে থাকে লকগেট। সেখানে জাহাজ ভাসিয়ে নিয়ে আসা হয়, গেট খোলা অবস্থায়, একবার জাহাজ পৌঁছে গেলে লকগেট বন্ধ করে সমস্ত জল পাম্প করে বার করে দিয়ে শুকনো সেই চত্বরে জাহাজ মেরামতির কাজ থাকলে তা আরম্ভ করা হয়।

ফেন্ডার ব্যবহার করা হয় জাহাজের সঙ্গে ডক বা জেটির মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ এড়াতে। রাবার টায়ার, মজবুত কাঠ, উভয় বস্তু একসঙ্গে; কমার্শিয়াল লর্ড, সাইবু, [illegible]ইয়ার ব্রিজস্টোন প্রভৃতি সর্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী ব্যবহার করা হয় গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টগুলিতে।

মালমশলা, সাজসরঞ্জাম নিয়ে এখনো কিছু বলি নি। কাঠ, কংক্রিট, স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি মৌলিক উপাদানগুলি তো আছেই। কাঠ (স্ট্রাকচারাল টিম্বার) ব্যবহার করলে খুব ভালো করে ক্রিওসোট দিয়ে ট্রিট করে নেওয়া হয় যাতে সামুদ্রিক উই (ম্যারিন বোরার, টেরেডো, লিমনোরিয়া এরা কাঠগুলিকে তাড়াতাড়ি উদরসাৎ করে না ফেলে। কাঠের, রিনফোরস্‌ড্ কংক্রিট, স্টিলের পাইলও অপরিহার্য। স্টীল পাইল ব্যবহার করলে ক্যাথোডিক প্রটেকশন দিয়ে নেওয়া হয় যাতে নোনা জলে ক্ষয়ে (করোশন) না হয়। রিনফোরস্‌ড্ কংক্রিট টি-বিম, প্রিস্ট্রেস্‌ড্, কংক্রিট স্ল্যাব ও বিম খুবই ব্যবহার হয়, আর বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ড ও কংক্রিটের চাঁই-এর কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

বলার্ড এবং মুরিং ক্লিট ব্যবহার হয় সমস্ত প্রকারের অর্ণবপোতকে ডক, জেটি প্রভৃতিতে বেঁধে রাখার জন্য, বলা বাহুল্য জাহাজের সমান্তরালভাবে ডক বা জেটির উপরে কিছু দূরে দূরেই এদের বেশ শক্তপোক্তভাবে প্রোথিত করা হয় যাতে দরকার হলে অনেক বড়ো বড়ো আকারের জাহাজকে অনেক মুরিং রোপ, চেন বা রশি দিয়ে বেঁধে রাখা যায়। নোঙর করার সময় বেশ ভারী অ্যানকারের দরকার হয়, যাতে সমুদ্রের মাটির মধ্যে ঢুকে তারা ভালো করে গেঁথে যায়, আর জাহাজকে স্রোতে না ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ছয়

তাম্রাভ আকাশে ঝাঁঝালো রোদ্দুর, মাস্তুল শিখরে তপন বহুদূর।
গরমে আইঢাই বেলা ভরদুপুর; জাহাজ, জলধি উভয়ই চিত্রানুগ।
(কোলরিজ— অনুবাদ লেখক)

বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই সখের বোটে চড়ে 'চাঁদটা কেন বাড়ে কমে, জোয়ার কেন আসে' জানা সত্ত্বেও সন্তরণ জানতেন না বলে 'জীবনের ষোলোআনাই মাটি' করতে বসেছিলেন। এই পর্যন্ত সমুদ্রবিজ্ঞান পর্যালোচনা করে যদি জোয়ার-ভাঁটা এই প্রযুক্তিতে কেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা একেবারেই বলা না হয়, তাহলে আমাদের আলোচনাতেও একটা বড়ো ফাঁকি থেকে যাবে। নিউইয়র্ক হারবারে ৪৫ ফুট ড্র্যাফ্টের জাহাজ আসতে পারে কারণ অ্যামব্রোজ ও অ্যানকারেজ চ্যানেলের গভীরতা ৫০ ফুট। জাহাজের চলাকালীন স্কোয়াট, ট্রিম, লিস্ট প্রভৃতি গতি ও হাইড্রলিক কারণে ড্র্যাফ্‌টের গভীরতার পরেও কিছু ছাড় রাখতে হয় নাহলে সমুদ্রের জলের নীচে মাটিতে জাহাজ আটকে যাবার সম্ভাবনা। সব থেকে বড়োমাপের জাহাজ যদি ভাঁটার সময় বন্দরে আনা হয়, তাহলে খুব বেশি ছাড় থাকে না। কিন্তু ভরা জোয়ারে মিন সি লেভেল থেকে ৬ ফুট বেশি গভীরতা পাওয়া যায় নিউইয়র্ক বন্দরে প্রায় ৬ ঘণ্টার জন্য। তাই বন্দর কর্তৃপক্ষ ১৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত অ্যাটল্যান্টিক মহাসমুদ্র থেকে অ্যামব্রোজ ও অ্যানকারেজ চ্যানেল দিয়ে অনায়াসে জাহাজকে বন্দরে আনতে এই সময়কে

কাজে লাগিয়ে থাকেন। '৮০ দশকে ইউ.এস. কোর অফ-এঞ্জিনিয়ারস্ ভেবেছিলেন নিউইয়র্ক বন্দরে সুপার ট্যাঙ্কার আনা হবে ৭০ ফুট গভীরতায়, তখন বর্তমান লেখকের সেই প্রযুক্তিতে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু কিছু কাল পরে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে এই উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। পাঠকের হয়তো বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় নি যে ১৫ মাইল পরিমাণ ৬ ফুট গভীরতর খাল খননের ব্যয়স্বীকার করার থেকে জোয়ারকে কাজে লাগানো অনেক বেশি অর্থনৈতিক সচেতনতার পরিচায়ক।

বন্দরের প্রধান পরিকল্পনা বা মাস্টার প্ল্যানিং-এ এইরকম প্রচুর অর্থনৈতিক দিকের কথা ভাবা হয় যা বর্তমান আলোচনার বিষয় বহির্ভূত। নিউইয়র্ক বন্দর ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নরফোক (ভার্জিনিয়া), গ্যালভেস্টন, কার্পাসক্রিস্টি (টেক্সাস) এগুলি বিখ্যাত শিপিং চ্যানেল। প্রত্যেক শিপিং চ্যানেলে থাকে চ্যানেলমার্কার। ক্যান ব্যুয়, নান ব্যুয় থাকে বাঁয়ে ও ডাইনে, লাল সবুজ প্রভৃতি রং-এর, এতে নৌচালক বিভ্রান্ত না হয়ে চ্যানেলের মধ্য দিয়ে জাহাজ নিয়ে আসেন নির্ধারিত গতিবেগ লঙ্ঘন না করে। একটা খালের মধ্য দিয়ে আসছে, অবাধ সমুদ্রজল নয়, তাই সতর্কতার প্রয়োজন বিলক্ষণ।

বর্তমানকালে তৃতীয় বিশ্বের এক মজার দেশে (সব রকমে ভালো), দেখা গেছে হোমরাচোমরারা খালের মধ্য দিয়ে যেতে বজরাতে আটকে গেছেন, কারণ প্রচুর অর্থব্যয়ের পরেও খাল পরিষ্কার, চ্যানেল মার্কিং কিছুই হয় নি। আর যে দেশে খালের মধ্য দিয়ে বজরা নিয়ে যেতে উজান স্রোতের দরকার হয়, সেই দেশে অর্থ এবং নীতির মধ্যে বিশেষ সমন্বয় আছে মনে হয় না, কারণ বজরার ড্র্যাফ্‌ট একেবারেই বেশি নয়।

জোয়ার-ভাঁটা একদিবস স্থায়ী বা অর্ধদিবস স্থায়ীও হয়। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই জোয়ার-ভাঁটা অর্ধদিবস স্থায়ী, অর্থাৎ জোয়ার বা ভাঁটা আসে বারো ঘণ্টা পর পর। প্রায় অর্ধচান্দ্রমাস পর পর অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় সর্বোচ্চ জোয়ারকে বলে স্প্রিং টাইড, এই সময়ে পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র একই সরল রেখায় অবস্থান করে; আবার নিপ টাইড হয় যখন পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র পরস্পর সমকোণে থাকে। সর্বোচ্চ জোয়ার এবং সর্বনিম্ন ভাঁটা, এই দুইয়ের গড় হল মিন সি লেভেল, ও দুই জলতলের পার্থক্যকে স্প্রিংরেজ বলে (একটু সিমপ্লিফায়েড ডেফিনিশন)। পৃথিবীর প্রধান বন্দরগুলির কয়েকটির স্প্রিংরেজ (ফুট) এইরকম— মুম্বাই-১২, বস্টন-১১, সিয়াট্‌ল্-১১, সাদাম্পটন্-১৪, লিভারপুল-২৭, রটারড্যাম-৫, হংকং-৫। সর্বোচ্চ পার্থক্য দৃষ্ট হয় নোভাস্কোশিয়ার বে অফ ফান্ডিতে— ৫০ ফুট।

বায়ুর গতিবেগ নির্ধারিত হয় বোফো স্কেলে (মাইল্‌স্-পার-আওয়ার)। শান্ত (০), অল্প বায়ু (১-৩), স্বল্প বাত্যা (৪-৭), মৃদু বাত্যা (৮-১২), পরিমিত বাত্যা (১৩-১৮), অল্প ঝটিকা (১৯-২৪), মৃদু ঝটিকা (২৫-৩১), পরিমিত ঝটিকা (৩২-৩৮), প্রথম ঝঞ্ঝা (৩৯-৪৬), প্রবল ঝঞ্ঝা (৪৭-৫৪), পরিণত ঝঞ্ঝা (৫৫-৬৩), তুফান (৬৪-৭৫), প্রথম শ্রেণীর হারিকেন (৭৫-১০৯), দ্বিতীয় শ্রেণীর হারিকেন (১১০-১২৯), তৃতীয় শ্রেণীর হারিকেন (১৩০-১৪৫), চতুর্থ শ্রেণীর হারিকেন (১৪৬-১৫৯), পঞ্চম শ্রেণীর হারিকেন (১৬০-১৭৫)।

প্রযুক্তিবিদের সমস্যা ও পরীক্ষা আসে যখন পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় ভরা জোয়ারে তৃতীয় শ্রেণীর, চতুর্থ শ্রেণীর বা পঞ্চম শ্রেণীর হারিকেন উপকূল এবং স্থলভূমিকে আক্রমণ করে। উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞানী ও আমলারা উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াও বিবেক এবং সততার সঙ্গে কাজ করেন, তাঁরা ৩-৪ দিন আগে থেকেই জনসাধারণকে সতর্ক করে দেন নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেবার জন্য। এই সতর্কতাতে প্রাণহানি হয়তো কম হয় সম্পত্তিহানির সমূহ আশঙ্কা থেকেই যায়। আর বিশাল পরিমাণে প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হলে দেশবাসী, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদরা সোচ্চার হয়ে ওঠেন দোষীর খোঁজে। আমলা থেকে প্রযুক্তিবিদ কেউ রেহাই পান না। স্মরণে থাকতে পারে ২০০৪-এর সুনামি হয়েছিল দুর্ভাগ্যবশত ২৬ ডিসেম্বর ভোর ছ'টা নাগাদ। ভারত মহাসাগরের দিয়েগো গার্সিয়াতে সেন্সর থেকে সময় মতো তা জানা গেলেও ২৫ ডিসেম্বর উৎসবরাত্রি কাটাবার পর কাকে বা কোথায় খবর পাঠাতে হবে তাই ঠিক করতেই নাকি বেশ খানিকটা সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যেই ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগে সেই সুনামি মহাদেশ এবং উপমহাদেশগুলির উপর আছড়ে পড়ে।

সাত

তোমার নীলাভ ভ্রূবিলাস ভঙ্গিমায়, সময় দাগে নি কোনো শীর্ণবলিরেখা।
প্রথম যুগের উষাকাল হতে তাই তুমি, উদ্দাম তরঙ্গ নিয়ে নাচ একা।
(বায়রন— অনুবাদ লেখক)

কোন তারকা লক্ষ্য করি কূল-কিনারা পরিহরি
কোন দিকে যে ভাসাই তরী অকূল কালো নীরে।
—রবীন্দ্রনাথ

প্রথম পরিচ্ছেদের উপস্থাপনায় সংকেত করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে বায়ু ও বায়ুতাড়িত তরঙ্গের সম্পর্ক, সমুদ্রতট ও তদুপরি তরঙ্গভঙ্গের লীলাবিলাস নিয়ে— তা সবের মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যায় সিন্ধুতরঙ্গ, সমুদ্রের প্রতি, দেবতার গ্রাস, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ কবিতাগুলিতে। উপসংহারে সমুদ্রবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কথা সংক্ষেপে বলে নিয়ে এই বিষয় ও রচনাটির উপর যবনিকা টানতে চাই। সংগত কারণেই অনেক জায়গায় ইংরেজি পরিভাষার আশ্রয় নিচ্ছি।

ক) পোর্ট ও ম্যারিন প্রযুক্তি

১) পোর্ট প্ল্যানিং, শিপিং টেকনলোজি ও ইকনমিক্স—বাল্ক ও লিকুইড ন্যাচার্যাল গ্যাস ক্যারিয়ার, অয়েল সুপার ট্যাঙ্কার, কন্টেইনার শিপ প্রভৃতির নির্দিষ্ট তরঙ্গোচ্চতা ও বায়ুবেগের মধ্যে লোডিং, আনলোডিং করার ব্যবস্থা এবং ততখানি জায়গার সংস্থান করা: ট্রানসফার টেকনলোজি, বার্থিং, মুরিং ডলফিনের ব্যবস্থা; প্রয়োজনীয় ওয়েরহাউস নির্মাণ, কম্পিউটারাইজড্ কারগো ইনভেনট্রি, এনভায়রনমেন্টাল কন্ট্রোল, বিভিন্ন ডিজাইনের ইকনমিক্স, পোর্ট মডেলিং, সাইট সিলেকশন করা।

২) পোর্ট ন্যাভিগেশন ও হাইড্রলিক্স— সমুদ্র থেকে হারবারের প্রবেশ পথ নির্মাণ, ভবিষ্যৎ বৃহত্তর পোতের সংস্থান রাখা, চ্যানেল মার্কিং বুয় ডিপ্লয়, সর্বোচ্চ ড্র্যাফট্, লবণজলের ঘনত্ব, লবণাক্ততা, কারেন্ট, স্কোয়াট, পিচিং ও বোলিং, ট্রিম নির্ণয়; টার্নিং বেসিন ডিজাইন, নানা দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের থেকে জাহাজ ও পোতাশ্রয়কে নিরাপদে রাখা; কিউইং থিয়োরি দ্বারা ব্যর্থ অ্যাভেলেবিলিটি, ট্র্যাফিক অ্যানালিসিস, শিপ টার্ন অ্যারাউড টাইম প্রগনোসিস করা।

খ) নিয়ারশোর ও অফশোর স্ট্রাকচারস— লেভি, সি ওয়াল, ব্রেকওয়াটার প্রভৃতির কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অয়েল রিগ ড্রিলিং ও প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন করায় জিওফিসিক্যাল এক্সপ্লোরেশন, স্ট্রাকচারাল, ওশেন এঞ্জিনিয়ারিং কাজে লাগে। হারিকেন, সুনামিতে এই-সব স্ট্রাকচারগুলির সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাই খুব অভিজ্ঞ প্রফেশনালরাই এই কাজগুলিতে তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত হন।

গ) ফিউয়েল অয়েল ও ন্যাচার্যাল গ্যাস ড্রিলিং— সমুদ্রগর্ভে ৫০,০০০ ফুট ও তদূর্ধ্ব গভীরতায় জ্বালানি তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ড্রিলিং করতে জিওলজি ও অফশোর স্ট্রাকচারস ডিজাইনের সব প্রযুক্তিই প্রয়োজনে লাগে।

ঘ) কোস্ট্যাল ব্যাথিমেট্রি ও জিয়োমরফোলোজি— বালুকাময় তটের ক্রমাগত অবক্ষয় ও পুনরুজ্জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখা; ঐতিহাসিক কোনো কোনো পোর্ট ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ পার্শ্ববর্তী ভূপ্রকৃতি এই পোতাশ্রয়গুলিকে রক্ষা করতে পারে নি: আবার কিছু কিছু টিকে গেছে কারণ অবক্ষয় ও পুনরুজ্জীবন সমানতালে থেকে ভারসাম্য বজায় রেখেছে। তট সংরক্ষণ, কন্টিনেন্টাল শেলফ্ ও কন্টিনেন্টাল স্লোপের উপর বায়ুতাড়িত তরঙ্গের গতিপ্রকৃতির গবেষণা মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঙ) সমুদ্রবিজ্ঞান— ওশেনোগ্রাফি

১) উইন্ড মোশন— লগারিদমিক ল, পাওয়ার ল, উইন্ড গাস্ট, টর্নেডো, বিয়ার্ড মেথড, গামবেল ও ওয়ইবুল ডিস্ট্রিবিউশন।

২) ওয়েভ মোশন, হাইড্রোডাইনামিক সমীকরণমালা— স্টোক্স, এয়ারি ওয়েভ্স, ক্নয়ডাল, সলিটারি থিয়োরি ওয়েভ্স, মরিসন, ইকুয়েশন, নাগাই থিয়োরি।

৩) উইন্ড ওয়েভ, সোয়েল, সিচ্, স্টর্ম সার্জ ও সুনামি— আগে আলোচনা করা হয়েছে। সি শর্ট পিরিয়ড ওয়েভকে, আর লং পিরিয়ড ওয়েভকে বলে সোয়েল; হারবার অসিলেশনকে বলে সিচ্।

৪) আইস, কারেন্ট— বিভিন্ন শ্রেণীর তুষারস্তূপ, ভাসমান তুষারস্তূপ, ভৌগোলিক বিতরণ।

৫) স্ট্র্যাটিফিকেশন, টারবুলেন্স, মিক্সিং ডিফিউসন— সুপরিচিত সামুদ্রিক স্রোতরাজি, উষ্ণতা ও লবণাক্ততার বন্টন, উষ্ণ ও শীতল জলভাগ অঞ্চলের সমুদ্র, বায়ুতাড়িত স্রোতরাজি, থার্মোহ্যালাইন সঞ্চালন, স্তরবিন্যাস।

৬) টাইড্যাল হাইড্রলিক্স— অ্যাস্ট্রনমিক্যাল টাইড্স্, টাইড্যাল কম্পোনেন্টস, কোরিওলিস ফোর্স, টাইড্যাল ইন্লেটস, টাইড্যাল প্রিজম্, মর্ফোলোজি, লিট্রোরাল ড্রিফ্ট, স্যান্ড বাইপাসিং, ডিজাইন।

চ) ওশেন ফাউন্ডেশন— পাইল ফাউন্ডেশন-ক্লে, স্যান্ড, রক; অ্যানকার্‌ড্ বাল্কহেড-ডিজাইন বেসিস, ডেপ্থ্ অফ্ এমবেড্‌মেন্ট; সিটপাইল ডিজাইন।

ছ) ওশেন ট্রান্সফার সিস্টেম্স্— ট্রান্সপোর্টেশন, ট্রান্সফার; জেনার‍্যাল কার্গো, বাল্ক, অয়েল ট্যাঙ্কার, ডীপড্র্যাফ্ট্ ভেসেল্স্, কন্টেইনার শিপ্স, প্যালেট সিস্টেম, রোল-অন, রোল-অফ কার্গো; হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্টের মধ্যে ফর্ক লিফ্ট, লিফ্ট ট্রাক, ক্রেন, সাইড লোডার, টার্মিন্যাল ট্রেইলার, স্ট্র্যাড্‌ল্ ক্যারিয়ার ইত্যাদি।

জ) ড্রেজিং টেকনলোজি— মেকানিক্যাল, হাইড্রলিক, পাইপলাইন, হপ্পার ও রক ড্রেজিং; ডিস্‌পোজাল প্রব্লেমস; ড্রেজিং ইকনমিক্স।

ঝ) ম্যারিনা ও ফিশ পোর্ট— হার্বার সুযোগসুবিধাদি; সাইজ, জিওমেট্রি ও লে আউট; ল্যান্ডিং ও ফিউয়েলিং প্লেস; কোস্টাল, নিয়ার ডিসট্যান্স ও ইন্টারন্যাশন্যাল ওশেন ফিশারি হার্বার। স্মল ক্র্যাফ্ট্ হার্বার; ফ্লোটিং বার্থ, কনক্রিট ও উডেন ফ্লোটস্ ইয়ট্‌গুলিকে বার্থ করার জন্য।

আংশিক গ্রন্থতালিকা :

হ্যান্ডবুক অফ ওশেন এঞ্জিনিয়ারিং— ম্যাক গ্র হিল্
শোর প্রোটেকশন ম্যানুঅ্যাল ১ ও ২— ইউ এস আর্মি কোর অফ এঞ্জিনিয়ার্স্
উইন্ড ওয়েভ্স— ব্লেয়ার কিন্‌স্‌ম্যান, ডোভার ফিনিক্স পাবলিশিং
পোর্ট এঞ্জিনিয়ারিং— পার ব্রুয়ান, গাল্ফ্ পাবলিশিং
ডিজাইন, কনস্ট্রাকশন পোর্ট, ম্যারিন স্ট্রাকচার্স্— এ ডি কুইন, ম্যাক গ্র হিল্
টপিকস্ ইন ওশেন এঞ্জিনিয়ারিং— চারল্স্ ব্রেটস্নাইডার, গাল্ফ্ পাবলিশিং
ওশেনোগ্র্যাফিক এঞ্জিনিয়ারিং— রবার্ট উইগেল, প্রেন্টিস হল
এসচুয়ারি অ্যান্ড কোস্টলাইন হাইড্রোডাইনামিক্স— আর্থার ইপ্পেন, ম্যাক গ্র হিল্

সতীনাথ ভাদুড়ী

সমরেশ মজুমদার

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) বাংলা সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট প্রতিভা। প্রথম রচিত উপন্যাসের মধ্য দিয়ে হৃদয়গ্রাহ্য-মমতাময় অথচ বুদ্ধিদৃপ্ত এতদৃশ কালজয়িতার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাঁর রচনারীতি ঐতিহ্যানুসারী, কিন্তু সর্বত্রই একটি পৃথকসত্তা তাঁকে অভিনবত্ব দান করেছে। তাঁর শিল্পস্বরূপের উৎস-সন্ধানে বেরিয়ে পড়লে লক্ষ করা যায় বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকারের পাশাপাশি বিরাজমান পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিবিড়-নিপুণ পঠন-পাঠনের মেলবন্ধন, যা একান্ত স্বকীয়, অভূতপূর্ব, অনন্য। সাহিত্য-শিল্পে তিনি ছিলেন বিশ্বনাগরিক, তাই তাঁর মনোজগত পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল প্রাচ্য-প্রতীচ্যের গভীর সামঞ্জস্যে। সতীনাথ লেখনী ধারণ করেছিলেন একটু বেশি বয়সে এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন ষাট বছরের আগেই, অপিচ মিতবাক মানুষটি সৃষ্টি করেছেন পরিমিত, সংযত হয়ে। স্বভাবতই তাঁর রচনা সংখ্যা সীমিত— প্রকাশিত চোদ্দোটি গ্রন্থের মধ্যে সাতটি উপন্যাস, বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উনষাটটি ছোটো গল্প, একটি ভ্রমণ-কাহিনী, নটি রম্যরচনা, একটি নাটক এবং চারটি কবিতা। রাজনীতি তথা জনজীবনের অঙ্গীভূত সমাজ-অভিজ্ঞতা দিয়ে সন্নিহিত মানুষের একজনে পরিণত হওয়া, তাদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার বনে যাওয়া, সমাজের তথাকথিত অচ্ছুৎ-অংশের সঙ্গে নিবিড়তা, তাদের হয়ে তাদের জীবনের না-বলা-কথা তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পৌঁছে তাঁর সাহিত্য-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্যের মূলে নিহিত। নিশ্চিত তিনি রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন, গান্ধীজীর সত্যাদর্শ তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল, তদানীন্তন কংগ্রেসের কর্মসূচি নিয়েই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু এক ধরনের নির্লিপ্তি তাঁকে অন্য পাঁচজন রাজনীতি-কর্মীর সঙ্গে পার্থক্যে স্থিত করেছিল। এ কারণে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেন, পরে কিছুকাল অন্যত্র দলভুক্ত হয়ে নির্লিপ্ততাকে সঙ্গী করে সাহিত্য-রচনাকেই মনপ্রাণে গ্রহণ করেন। কর্মবীর জীবনরসিক সতীনাথ সাহিত্যশিল্প— রন্ধনশিল্প— বাগানচর্চাকে একীভূত করে অনন্যতার নজির রেখেছেন। নিশ্চিতভাবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর উপহৃত রচনার সংখ্যা ন্যূন, কিন্তু এই স্বল্প রচনাসূত্রে তিনি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে পুরোগামীদের একজন নির্দ্বিধায় তা স্বীকার করে নিতে হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'র সৌষ্ঠববিহীন অঙ্গসজ্জার ও প্রকাশকের অবহেলার মধ্যে গ্রন্থটি সমালোচনাসূত্রে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের জহুরী শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত যে গভীরতা ও চিরন্তনতা দেখেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন, যে কোনো সাহিত্যের যে কোনো লেখকের প্রথম রচনা সম্পর্কে তা অত্যন্ত শ্লাঘনীয়, 'লেখকের আর-কোনো লেখা পড়ি নি, তাঁর নামও শুনি নি। কিন্তু এ বই একেবারে ওস্তাদ লিখিয়ের লেখা। প্রথম চেষ্টার জড়তার চিহ্ন কোথাও নেই। শক্তির ছাপ সর্বত্র। নবীনত্বে ঝলমল করছে।' বাংলা সাহিত্যের এই আগন্তুক রচনাকারের চিরস্থায়িত্বের এই সংবর্ধনা স্মরণীয়, বরণীয়।

সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্যের বিষয় নির্বাচন ও পটভূমি অন্বেষণের সঙ্গে তাঁর রচনারীতি ও সাহিত্যরচনার উদ্দেশ্য নিহিত। একদিকে জীবন ও মানুষের অন্তরানুসন্ধান অন্যদিকে এক বিশিষ্টভূমির ভাগ্যবিধাতার ভূমিকার পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের রাজনীতিসূত্রে অগণন মানুষের জীবনবিন্যাসকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে বিহারের জনজীবনের লোকজীবনের অন্তর্ভুক্ত সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ-ব্রাত্যদের একান্ত নিজস্ব রূপারোপ, রয়েছে নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে বহমান জীবনের স্রোতোধারা বর্ণন। এই অর্থে বাংলা সাহিত্যের অপরাপর লেখকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। যে অর্থে হার্ডি, দোদে, ডিকেন্স্, ফকনার, হেমিংওয়ে, স্টেইনবেক,

জয়েস কিংবা তারাশঙ্কর আঞ্চলিক উপন্যাসকার সেই অর্থেই ওয়েসেক্স-প্রভাঁস-লন্ডন-স্যাংচুয়ারি-কিউবার জালিকজীবন-লঙ্ ভ্যালি-ডাবলিনার রাঢ়-এর সঙ্গে একই পঙ্ক্তিতে বসতে সমর্থ বিহারের পূর্ণিয়ার একছত্র অধিপতি সতীনাথ। তবু কী পার্থক্য নেই? আছে— আছে এই অর্থে যে বিশিষ্ট এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটি অঞ্চল এবং তার অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস-অবিশ্বাস, শুভাশুভবোধ, জীবনধারণের রীতি-প্রকরণ একটি পৃথক অস্তিত্বে লেখককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার উদ্‌বোধক নিশ্চিতরূপে শৈলজানন্দ, কিন্তু এই উদ্‌বোধকের ভূমিকা ছাড়া অন্য কোনো অর্থে তিনি উচ্চারণযোগ্য নন, এর ভার নিজ স্কন্ধে বহন করেছেন তারাশঙ্কর। অঞ্চলটির প্রতি একান্তপর হয়ে তার মাটি ও মানুষের নিকট সম্পর্কে বিজড়িত হয়ে তথাকথিত অন্ত্যজ ও লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী জনগোষ্ঠীকে তুলে ধরেছেন পরম মমতায় এদেরই একজন হয়ে। তদ্রূপ সতীনাথ সূক্ষ্মরুচিবোধে বিজড়িত হয়ে দেশ-বিদেশের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের সঙ্গে নিরন্তর সম্পর্ক রেখেও বিহারের অবজ্ঞাত-অন্ত্যজ মানুষের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে পায়ে হেঁটে দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে জীবনযাপন করে, ইঁট মাথায় রেখে রাত্রিযাপন করে কালো কড়াইয়ের খাদ্য ভাগাভাগি করে 'ভাদুড়ীজী'-তে পরিণত হয়েছিলেন। এর সঙ্গে জীবনের কিছু সময়ের রাজনীতিকর্ম খুব সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তারাশঙ্কর ও সতীনাথ উভয়েই যতখানি না রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত তারও চেয়ে বেশি সমাজ-সংস্কার, সমাজব্রতীর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। তারাশঙ্কর বীরভূমে জন্মগ্রহণ করেছেন, বর্ধিত হয়েছেন, এখানকার সর্বশ্রেণীর মানুষের একজন হয়ে উঠেছেন, সতীনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি, সতীনাথ ও পূর্ণিয়া অনেকক্ষেত্রেই সমার্থক হয়ে উঠেছেন, যেমনটি রাঢ়ের ভাষ্যকারের প্রেক্ষিতে তারাশঙ্করকে স্মরণ না করে উপায় নেই। তাৎমা-কোয়েরী ধাঙড় থেকে অন্যান্য অন্ত্যজ মানুষেরা যেমন সতীনাথের সাহিত্য ভর করে উঠে এসেছে, এমনিভাবে বেদে-সাপুড়ে-সাঁওতাল-বীরবংশীরা ঘিরে আছে তারাশঙ্করের সমগ্র রচনায়। তারাশঙ্কর কন্টেনেন্টালি সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক না হয়ে উপরি-উক্ত শ্রেষ্ঠ লেখকদের সঙ্গে একই সঙ্গে উচ্চার্য নাম, সতীনাথ বিশ্বসাহিত্যে গভীর অনুধ্যানে রত থেকেছেন, যা ইতস্তত নানান বক্তব্যে প্রকাশ করেছেন, 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী'র পরতে পরতে উঠে এসেছে সে জ্ঞানের ভাণ্ডার। যদিচ তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, 'লিখতে তার ভালো লাগে না। তবু সে হয়ে পড়েছিল একজন লেখক দশচক্রে পড়ে'— ভাগ্যিস 'দশচক্রে' পড়েছিলেন, না হলে এক দুর্লভ অমূল্য সাহিত্যের অভাবে বাংলা সাহিত্য দীন হয়ে পড়ত, 'জাগরী' কিংবা 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' থেকে 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী' পেরিয়ে অসংখ্য নানা স্বাদের গল্পমালা থেকে বঞ্চিত হতে হত, পূর্ণিয়া বাংলা সাহিত্যে যে চিরন্তনকালীন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে স্বপ্রকাশ তার অবলুপ্তি বাংলা সাহিত্যের ভূ-বিস্তৃতির অভাব ঘটিয়ে তুলত।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' (১৯৪৫) নিশ্চিতরূপে একটি উৎকৃষ্ট রাজনৈতিক উপন্যাস, ভারতবর্ষের এক সংকটকালের বিশিষ্ট দলিল এই উপন্যাসটি, একটি মতাদর্শে শামিল হয়ে রাজনৈতিক মহা কোলাহলে আত্মনিবেদন করেছিলেন লেখক সত্য কথা, কিন্তু দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন সর্বত্র, যদিচ গান্ধীজীর প্রতি, অহিংস সত্যাদর্শের প্রতি অনুরাগটুকু গোপন করেন নি। আবার এ কথাও সত্য যে কংগ্রেসীয় প্রাচীন পন্থী-প্রগতিবিরোধী কার্যধারা উদারমনস্ক সতীনাথের সম্পূর্ণত গ্রাহ্য হবার নয়, ভেতরে ভেতরে তিনি 'রায়-ইস্ট'— এ তো দিবালোকের মতো সত্য, নইলে তিনি কী করে লেখেন, '...সোস্যালিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লকের ছেলেরা কম্যুনিস্ট ও কিষাণসভার ছেলে দুইটি, সকলেরই পড়ার উৎসাহ দেখি, আর অবাক হইয়া আমাদের পন্থার কর্মীদের সহিত তুলনা করি'— এখানেই তাঁর রাজনৈতিক সততার মূল নিহিত আছে। এ কথা ভেবেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দাদামশাই) সক্রিয় কর্মী হিসেবে সতীনাথের কংগ্রেসে যোগদান বিষয়ে বিস্মিত হয়ে টিকাপট্টির আশ্রমে যাওয়া প্রসঙ্গে ডায়ারিতে লিখেছেন, 'কে কাল বললে— সতু টিকাপট্টি গিয়েছে। Law practice ছেড়ে দিলে। কথাটি বিশ্বাস হয় নি। ...ওরূপ intellect-এর ছেলে, চাকরি কি Court attend করতে উৎসাহ পায় না। তারা বরাবর বড়ো aspiration

পোষণ করে। সাধারণে যা করে তাতে মন বসে না। কিন্তু Congress circle-এই বা তার মন তুষ্ট থাকবে কি করে? সে হল একটি ক্ষুরধার intellect-এর ছেলে, সত্যপ্রিয়, বিদ্যাপ্রিয়, sincere, কিন্তু ও circle-এ প্রায়ই মূর্খ, মিথ্যাভাষীর সঙ্গ জুটবে। মনের মতো দোসর বা বন্ধু পাবে না।' এ কারণে অনায়াসেই তিনি স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পরই কংগ্রেস ত্যাগ করেন, গান্ধীজীর মতো তিনি মনে করতেন কংগ্রেসের কাজ ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন, এর পর এ কংগ্রেসের অস্তিত্ব অপ্রয়োজনীয়। কারণ যাই হোক ১৯৪২-এর অব্যবহিত পূর্বে এবং '৪২-এর আন্দোলন পর্বের মধ্যে যথার্থ স্বদেশের বন্ধনমোচন বিপুল-বৃহৎ জনমানসের একজন হয়ে সর্বশ্রেণীর মানুষের বৃহত্তর মুক্তিপ্রার্থী সতীনাথ যেন আত্মানুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কারাবরণ করেন, হাজারীবাগ জেলে স্থানান্তরিত হবার সময় ভারতের এক রাষ্ট্রিক পরিবারের টানাপোড়েনের ইতিবৃত্ত রচনায় প্রবৃত্ত হন। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই 'জাগরী'র বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন বাবা-মা-নীলু-বিলু— এ চরিত্র চতুষ্টয়ের সমবায়ে যে অপক্ষপাত অভিনব রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনা করেছেন, এর অভিনবত্ব পাঠককে বিস্মিত ও পুলকিত করে। দলমতনির্বিশেষে পাঠককুল এ রচনায় এ কারণেই অভিভূত হয়েছেন। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাসের অভাব নেই, কিন্তু 'জাগরী'র রচনা ও রীতিপ্রকরণ পৃথক অস্তিত্বে দণ্ডায়মান বিধায় এর উপযুক্ততা অতুলনীয়। এক রাষ্ট্রিক-পরিবারের কাহিনী বয়নে সমসাময়িক রাজনৈতিক আবর্ত, গান্ধীজী, কংগ্রেস ও সোস্যালিস্ট ইত্যাদিকে মধ্য পথে রেখে মানবিক দুঃখ-সুখের আবর্তমান ইতিবৃত্ত রচনায় তাঁর নিষ্ঠা ও সত্যতা ঈর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আপার ডিভিশনে বাবা, তাঁর স্মৃতিচারণা, 'সংসারের প্রতি স্ত্রী-পুত্রদের প্রতি তাঁর কর্তব্য ও আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও ব্যষ্টিমনের নিকট-পরিচয় ধরা পড়েছে, আওরাত কিতায় যার ভূমিকা নিঃসন্দেহে উপন্যাসের হৃদয় প্রসারণের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়'— এর সঙ্গে দুই ভায়ের মতাদর্শগত প্রভেদ ইত্যাদি মিলে মিশে 'জাগরী'র বৈশিষ্ট্য ও বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের অনবদ্যতার কোনো দ্বিতীয় উদাহরণ নেই।

'জাগরী'র আত্মকথনের সুর, চেতনাপ্রবাহরীতি অন্যতর খাতে প্রবাহিত হয়েছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর দু'চরণে, যদিচ তৃতীয় খণ্ড লেখার ইচ্ছে ছিল লেখকের, কিন্তু তা হয়ে ওঠে নি। সতীনাথের সংকল্পে তৃতীয় চরণের নামকরণও ছিল, 'উত্তর ঢোঁড়াই চরিত'। এ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ না হলেও দুটি খণ্ডে ধৃত ভারতবর্ষের চিরন্তন চলমানতার ছবি যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে, বাংলা উপন্যাসে তা তুলনারহিত। 'ভারতবর্ষের মধ্যে এই উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য লেখক পূর্বে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এইভাবে : রামচরিতমানসই সবচেয়ে জনপ্রিয় বই। রামচরিত্র মানস-সরোবরের ন্যায় বিশাল। এর ভিতর রামকথারূপ হাঁস ঘুরে বেড়ায়'। ঢোঁড়াইয়ের চরিত্রসৃজনের মধ্য দিয়ে সেই বিশালতাকে দেখাতে চেয়েছেন লেখক, বিহারের লোকজীবনের বিস্মৃতির অবয়বে কাহিনী ও চরিত্রকে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, বলাবাহুল্য সফলতাও এসেছে। 'তাৎমাটুলি, জিরানিয়া, বিসকান্ধা, গঞ্জের বাজার, ঢোঁড়াই, রামপিয়ারী, পিথো সাঁওতাল, বলন্টিয়ার, তিলকুমাঝি, মাস্টার একই জিনিষ চায়। তারা সকলে একই চিঠি দিয়েছে মহাত্মাজীকে। সরকার, হাকিম, পুলিশ, জমিদার, সার্কিল মানিজর, গিধর কোয়েরী, বাবুসাহেব, ইনসান আলি, বোধ হয় কিরিস্তান সামুয়র, সব তাদের বিরুদ্ধে। জাতের মিল নেই তবু কত কাছে এসে গিয়েছে তারা'— ঢোঁড়াইয়ের উত্তরণের প্রসঙ্গে এ কথাগুলি অত্যন্ত প্রযোজ্য। ঢোঁড়াই কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়, সতীনাথ ঢোঁড়াইকে দেখেছেন, কিন্তু উপন্যাসে লেখকের উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ার রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "গূঢ় অর্থে ঢোঁড়াই একালের নায়ক। রামায়ণের রামচন্দ্র যদি-বা ঢোঁড়াই-কল্পনাকে প্রভাবিত করেও থাকে সে শুধু কতকগুলি মোটা দাগের ক্ষেত্রে, সাধারণ লোকমানসে যে রাম-স্মৃতি সদাজাগ্রত সে রাম 'জটিল প্রশ্নের সরল সমাধানে সক্ষম', অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো সময় রুখে দাঁড়াবার সাহস রাখে, 'একটা গোটা জাতির ভাবাদর্শের প্রতিনিধি', সতীনাথ তেমনি চেয়েছিলেন ঢোঁড়াইকে এমনভাবে রূপান্বিত করতে যাতে 'সে সারা দেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে'। বস্তুত এ ক্ষেত্রে সতীনাথের নির্বাচন নির্ভুল। তাৎমাটুলির যে-স্তর থেকে এ নায়ক সংগৃহীত

সেখানকার সামাজিক বাস্তবতা কোনো সুনির্দিষ্ট নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক প্যাটার্নে ধৃত নয়। সুতরাং সে রিয়ালিটি পরিবর্তনের কোনো বড়ো দায় তাকে গ্রহণ করতে হয় নি"। সে কারণে রামচন্দ্র-সুসদৃশ নায়কের শিরোপা তাঁর জোটে নি, আধুনিক কালের নায়কের সেটুকু না হলেও বৃহত্তর পটভূমিকায় সম-সময়ের নায়ক হওয়ার পথে তেমন কোনো বাধা না থাকারই কথা। বঞ্চিত হয়েই শিশু বয়স থেকে সে বেড়ে উঠেছে তার বাবার মৃত্যুর পর যা বুধনী শিশু ঢোঁড়াইকে গোঁসাইয়ের থানে বৌকা বাওয়ার কাছে সমর্পণ করে দিয়ে যায়, বাবুলালকে বিবাহও করে, কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের জন্যে পিছু ফিরতে নারাজ ছিল। এখানে সে একটু একটু করে বেড়ে ওঠে, বৌকা বাওয়ার প্রত্যাশা পূরণ সে করে নি, তার থানের উত্তরাধিকারী হয় নি, কিন্তু নিজ ভাগ্যকে নিজের মতো করে গড়ে তোলার দায়িত্ব সে নিজ স্কন্ধেই বহন করে। সে যে পাক্কিতে মাটি ফেলার কাজ নিয়েছে, যা তাৎমাসুলভ নয়, এতেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই। বরঞ্চ তাৎমাদের মধ্যে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করে।

'ঢোঁড়াই চরিতমানস'কে লেখক সাতটি কাণ্ডে বিভাজন করেছেন, সেগুলি যথাক্রমে আদিকাণ্ড, বাল্যকাণ্ড, পঞ্চায়েত কাণ্ড, রামিয়া কাণ্ড, সাগিয়া কাণ্ড, লঙ্কা কাণ্ড এবং হতাশা কাণ্ড— শেষ খণ্ডে রামায়ণের অস্তিত্ববাদে এ সময় পৌঁছনো দুরূহতার সংকেতবাহী। তথাপি তাৎমা-ধাঙড়-কোয়েরী সমাজের মধ্যে ঢোঁড়াইয়ের উত্থান-পতনের উপলবন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়ে অবাঞ্ছিত একটি শিশুকে মানবধর্মের কল্যাণকর্মে উন্নীত করেছেন— এর মধ্যে নিশ্চিত নিহিত অস্তিবাদী মনন ও তার ক্রিয়াকলাপ। লেখক ঢোঁড়াইকে তাৎমাদের প্রথাসিদ্ধ ধানকাটা-ঘরামির কাজের বেষ্টনী ছাড়িয়ে পাক্কির মাটি ফেলা কাজে নিযুক্ত করেন, এ-সব ধাঙড়দের কাজ বলে তাৎমারা মনে করে না, তাই ঢোঁড়াইয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তারা বৌকা বাওয়ার থান পুড়িয়ে দিলেন, বাওয়ার ক্ষতির বিপরীত দিকে ঢোঁড়াই এক-ধরনের বিদ্রোহীর শিরোপা পায়। এ-সব ঘটনার প্রেক্ষিতে ঢোঁড়াই ফুলঝনিয়ার নাগপাশ কাটিয়ে ধাঙড়টুলিতে পশ্চিমের মেয়ে রামিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ করে, এর পর দুটি ঘটনা ঢোঁড়াইয়ের জীবনবৃত্তান্তের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়, বাওয়ার 'থান' থেকে বেরিয়ে এসে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ও রামিয়ার তলে তলে খিরিস্তান সাহেবের সঙ্গে মাখামাখিতে রামিয়াকে ঢোঁড়াইয়ের প্রহার এবং রামিয়া ঢোঁড়াইয়ের আশ্রয় ছেড়ে রবিয়াদের কাছে চলে যাওয়া ও ঢোঁড়াইয়ের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েতে নালিশ করা।

উপন্যাসের প্রথম চরণেই বিহারের নিম্নবর্গের মানুষের কাছে গান্ধীজীর বার্তা পৌঁছে যাওয়ার ইতিবৃত্তে ঢোঁড়াইকে বিজড়িত করেছেন, এখান থেকে সতীনাথের উদ্দেশ্য সাধনের দিকে এগিয়েছে। 'গানহী মহারাজ, পুরোনো গানহী বাওয়া হঠাৎ কবে থেকে মহাত্মাজী হয়ে গিয়েছেন' আর তাঁর শিষ্যের দল মরণাধারের পুলের কাছের নাবাল জমিতে নিমক তৈরির জন্যে বেছেছে— লবণ আন্দোলনে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনার ক্ষেত্র প্রস্তুত। এর মধ্যে বেড়ে উঠছে ঢোঁড়াই, তার মধ্য দিয়ে তার স্রষ্টা দেখাতে চান অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের নবজাগরণ। রামিয়া কাণ্ডের পর নিশ্চিতরূপে ধাক্কা আসে ঢোঁড়াইয়ের জীবনে। এ আস্তানাও সে ছেড়ে যায়, পেছনে পড়ে থাকে মা বৌকা বাওয়া, রামিয়া, শুরু হয় কংগ্রেস কর্মী হিসেবে নতুন পথে তার এগিয়ে চলা। সতীনাথ চেয়েছেন আধুনিককালের মহাকাব্য উচ্চবর্ণের না হয়ে হরিজনকেন্দ্রিক হয়ে উঠুক, এটাই সময়োপযোগী বলে তাঁর মনে হয়েছে, হরিজন জীবনের মহাকাব্য গড়ে উঠবে যাদের পায়ে পায়ে আত্মানুসন্ধানের তাগিদে নব-রামায়ণ রচনার উদ্দেশ্যে লেখকের চলার পথে। এ কারণে ঢোঁড়াইয়ের মতো একজন অবজ্ঞাত মানুষের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছেন। লেখক অনুভব করেছেন শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে ছোটো আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না। এ কারণে নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন, উত্তর-পূর্ব বিহারের লৌকিক জীবনের একটি নাতিবৃহৎ 'সাগা' হল ঢোঁড়াই চরিতমানস। লেখকও জানিয়েছেন, 'এ যুগে শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষদের মধ্যে। এখানেই হ'ল ঢোঁড়াই-রামের আবির্ভাব আমার মনে।'

সতীনাথ ভাদুড়ীর লিখিত ছ'টি উপন্যাসের মধ্যে 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াই' চরিতমানসে'র যে হাঁকডাক অপরাপর উপন্যাসগুলি সে পরিমাণে কম আলোচিত হলেও এদের গুরুত্ব অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। সতীনাথের উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য তাঁর অভিজ্ঞতার চলমান জীবন, তাতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বেশ উজ্জ্বল, 'লেখকদের লেখক' এই শিরোপার অধিকারী সতীনাথ 'অচিন রাগিণী' ও 'দিগভ্রান্তে' একটু অন্য নিরিখে জীবন ও জগতকে দেখতে চেয়েছেন, খানিক রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে, তবু 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসে কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের টানাপোড়েনে একসময়ের রাজনৈতিক অক্লান্ত কর্মী লেখকের নিশ্চিত সন্ধান মেলে। শিল্প মালিকদের মুনাফার লোভে শোষণের চিত্রটি এখানে অম্লান, তবু উপন্যাসে নামকরণ ও বিষয়বস্তু নির্মাণে উপমাবিধৃত সংকেত খুব স্পষ্ট। লেখক শিউচরণের মনোজগতের চিত্র উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে স্পষ্টতই জানিয়েছেন, 'চিতার আলোতে মনে হচ্ছে যে একটা ফাইলের পাতার পর পাতা খুলে যাচ্ছে। চোখের সামনে ফুটে উঠছে এক একটি দলিল। জীবনের ছক কি আগে থেকে কাটা থাকে? চিত্রগুপ্তের মহাফেজখানায় কি বাঁচবার দাবির ফাইল রাখা থাকে সকলেরই?' তাই কি আগে থাকতে চোখ পড়েছিল অভিমন্যু ও শিউচরণের পরিণতি অথবা যে নামে উপন্যাসটি প্রথমে লিখতে শুরু করেছিলেন লেখক সেই মিনাকুমারীর দুঃখময় পরিণাম কিংবা বলীরামপুর জুট মিলের শ্রমিকদের অশুভ পরিণাম— সমালোচক এর মধ্যে এক রকম ট্র্যাজিক পরিণতি লক্ষ করেছেন, এর নিহিতার্থ অস্বীকার করার জো নেই। স্বাধীনতা-পরবর্তী জুটমিলের মালিক-মজুর ইউনিয়ন, মিল-ম্যানেজার ম্যাকনিল, অ্যাসিস্টেন্ট-ম্যানেজার জয়নারায়ণ, কর্মনিষ্ঠ শিউচরণ, অভিমন্যু হিসাবরক্ষিণী মিনাকুমারী ও রুক্মিণী ইত্যাকার মানুষের মিছিল— এর সঙ্গে মিশে গেছে চিত্রগুপ্তের ফাইলে ছকে দেওয়া শোকাবহ ব্যর্থ প্রেমের ইতিবৃত্ত। এ-সব মিলিয়ে জীবন্ত ও উজ্জ্বল এই উপন্যাসটি। অপরদিকে 'অচিন রাগিণী' এক টানটান ভালোবাসার গল্প, যে কোনো আলোচক এ কথাটি আগেই সেরে রাখতে চান, কাহিনী অংশে পিলে-তুলসী ও নতুন দিদিমার মধ্যকার হার্দ্য সম্পর্ক উপন্যাসের সারাৎসার। যদিও এর মধ্যে মিশে আছে ঠিকেদারবাবু, গাঙ্গুলিমশাই, দাজু পরিবার, পাতরঙ্গী প্রভৃতি চরিত্র। পিলে মা'র বদলে পিসীকে পেয়ে তৃপ্ত কি না কিংবা তুলসী ফার্স্ট আর পিলে সেকেন্ড ইত্যাদির মধ্যে এক ধরনের জট পেকে গেছে অবশ্যই। কিন্তু সব ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন নতুন দিদিমা— ঠিকেদারবাবুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, বিধবা, কিন্তু কী করে ভুলে থাকা সম্ভব পাতরঙ্গী নামের নাট্টিনকে। কিন্তু টানটান ভালোবাসা আপ্লুত করে তোলে কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তু— এখানে লেখক খুঁজে পান সার্থকতা।

'সংকট' উপন্যাসে একজাতীয় অভিনবত্ব, আঙ্গিককে ঘিরেই অবশ্য অবস্থান করছে। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গল্প সতীনাথ লিখেছিলেন, কিন্তু সবগুলি মিলিয়ে সংযোগসূত্রে 'সংকট' লেখা হয় নি, কিন্তু এদের একেবারে বাতিল করাও হয় নি। 'সংকট' নামকরণের মধ্যেই লেখকের উদ্দেশ্য নিহিত। বিশ্বাসজীর অভিজ্ঞতা, আত্মানুসন্ধান 'সংকটে'র মুখ্য উদ্দেশ্যের সন্নিহিত, বিশ্বাসজী ভেবেছেন 'এই আমাদের ঝলক লাগার মুহূর্তগুলোতে কী যে হয় টের পাই না'। রেণুর কাহিনী, রেণুর মা'র চিঠি নিয়ে আসা রঘুয়া, সেই সঙ্গে বিজড়িত হয়ে যায় মুনিয়া, মুনিয়ার মা, অঘোরী বাবা— চলে আসে গুজরাতির মা— এভাবে নানান ছক উপন্যাসে বিধৃত, আসলে সব মিলিয়ে সেই আত্মানুসন্ধানের কাহিনীই 'সংকট' উপন্যাস। সতীনাথের শেষ উপন্যাস 'দিগ্‌ভ্রান্ত', যা পূর্বে লেখা 'দিগ্‌ভ্রান্ত' গল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। এতে সুবোধ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী অতসীবালার মধ্যযৌবন থেকে বার্ধক্যের পথে যে সমস্ত ঘটনা সম্ভাবিত হয়েছে তাতে দিক্‌ভ্রান্ত হওয়ার উপাখ্যান উপন্যাসটি, কন্যা মণি ও পুত্র সুশীল— এ ছকে এসে জোটে হরিদাস, অতসীবালার ভাই, এখান থেকে কাহিনী উদভ্রান্তির অভিমুখী হয়। হরিদাস, দেওঘর, জুটে যায় কৃষ্ণদাস বাবাজী— একসময় সেখান থেকে বিতাড়িত হরিদাস কোথাও স্থান না পেয়ে যজ্ঞীডুমুরের ডালে ফাঁসি দিয়ে মরে— যা হয়ে ওঠে উদ্‌ভ্রান্তির চরম অবস্থা।

সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্পমালা বিচিত্র স্বাদবিশিষ্ট, বাংলা গল্প-সাহিত্য সেগুলির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। মুখ্যত একজন শিল্পীর এক বিশেষ ধরনের প্রবণতা থাকে সৃষ্টিসূত্রে, সেই কেন্দ্রভূমি অক্ষুণ্ণ রেখেও কটু-কথায়-তিক্ত মধুর সহাস্যস্ফুরিত বিচিত্রতা লেখককে একমুখিনতা থেকে বিচিত্র পথের সন্ধান এনে দেয়— 'জাগরী' 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'র স্রষ্টা গল্প রচনার ক্ষেত্রে দুটি মুখ্য বিষয় আঞ্চলিকতা-রাজনীতিকে সঙ্গী করে বিভিন্ন স্বাদ গন্ধে সমৃদ্ধ করেছেন। জীবনদরদী-জীবনরসিক-বাগানিয়া-রন্ধনবিশারদ যে অগণন মানুষের উদ্ভাসিত মিছিলে দীর্ঘকাল পথ হেঁটেছেন সেখানে জীবন থেকে অমিয়-গরল দুইই উঠে এসেছে, তাই যিনি 'গণনায়কে'-র স্রষ্টা, তিনি 'বৈয়াকরণ'-ও লিখেছেন— আসলে জীবনকে দেখেছেন প্রতিটি অনুপুঙ্খে— তাই তাঁর দেখা ও উপলব্ধ জগৎ এসে ভিড় করেছে গল্পমালায়। যে ধরনের গল্পই তিনি রচনা করুন না কেন, সর্বত্র মানবিক উপলব্ধি, মমতাময় সহৃদয়তা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার সমসময়ে 'গণনায়ক' রচিত হয়েছে, স্বভাবতই নবলব্ধ স্বাধীনতার সময় ক্লেদ-মলিনতা উঠে এসেছে, ভ্রাতৃরক্তে রাঙানোর কাল সাম্প্রদায়িকতার কলুষ, কালোবাজারি ও মুনাফার লোভে রোমশ কালো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, যে সংগ্রামের একসময় তিনি সঙ্গী হয়েছিলেন, আদর্শবান লেখক মহাত্মাজীর নিষ্কলুষ ভাবমূর্তির সমীপবর্তী হয়েছিলেন, সেই স্বপ্নসাধ যে কীভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে সহৃদয়-মমতাময় লেখকের পক্ষে তা অসহনীয় হয়েছিল বলেই সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস-নামক অমূর্ত ধারণার সঙ্গে। আসলে রাজনীতি অপেক্ষা সমাজসেবীর ভূমিকাতেই তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সমাজ-পরিবর্তনের কোনো তকমা গায়ে এঁটে নয়, মানুষের মাঝখানে বাঁচতে চেয়েছেন, বিশেষত বঞ্চিত-শোষিত মানুষের দুঃখ ভাগ করে নিতে চেয়েছেন। 'গণনায়কে'র পাশাপাশি 'বন্যা' গল্পটি স্মরণ রাখলে লেখকের গল্পরচনার মূল সূত্রটি লক্ষ করা যায়। লেখকের উপন্যাসের মতোই গল্প গ্রন্থের সংখ্যা ছয়, যথাক্রমে 'গণনায়ক', 'অপরিচিতা', 'চকাচকী', 'পত্রলেখার বাবা', 'জলভ্রমি', 'অলোকদৃষ্টি'। মনস্তাত্ত্বিক কৌতুক-আশ্রিত-ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ গল্পও তাঁর লেখনী থেকে সঞ্জাত, 'পত্রলেখার বাবা' গল্পটির কৌতুককর পরিণতির পাশে 'করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ' গল্পের স্যাটায়ার এবং এর পাশে 'মহিলা' ইন চার্জ' অত্যন্ত স্বাদু ও হৃদয়গ্রাহী। 'বৈয়াকরণ' গল্পের তুরন্তলাল মিশ্র ও মৌলবী সাহেবের মধ্যকার ব্যাকরণগত শুদ্ধ-অশুদ্ধ বোধের পাশাপাশি মালবিকা নামের ছাত্রীটির সরস কৌতুক ব্যাকরণবিদ্‌কেই ফিরিয়ে দিচ্ছে— এর সঙ্গে 'ওরা কি চায়' এই বহুবচনাত্মক উদাহরণ পণ্ডিতমশায়কে বিচলিত করে তুলেছে, এই গাম্ভীর্যের পাশে স্নিগ্ধ-হাস্য পরম উপভোগ্য করে তুলেছে গল্পটিকে। অপরদিকে মনস্তাত্ত্বিক গল্প-সৃজনে সতীনাথের দক্ষতা উল্লেখযোগ্য, বিশেষত 'জলভূমি'-র মতো একটি গল্প বাংলা গল্প-সাহিত্যে চিরকালীনত্বের দায়ভার নিয়ে সমুপস্থিত হয়েছিল। মনোজগতের গভীরতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে 'তলানির স্বাদ', 'দিগ্‌ভ্রান্ত', 'দাম্পত্য সীমান্তে', 'ঈর্ষা' প্রভৃতির গল্পের মধ্য দিয়ে। 'আন্টা বাংলা'-র মতো গল্প যে কোনো দেশের সাহিত্যের পক্ষেই মূল্যবান সংযোজন— গল্পটি সমাজসমস্যামূলকতার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বোটরার মৃত্যুলগ্নটি অবিস্মরণীয়— বিরসার প্রসঙ্গে মহাশ্বেতার উপন্যাসের অনুষঙ্গ মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। সতীনাথের গল্পের উৎকর্ষের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে একটি কথা মনে পড়া খুবই সংগত— বিচিত্রধারার গল্প তাঁর সীমিত সংখ্যক আছে, কিন্তু সর্বত্র মানবতার রসে গল্পগুলি চিরন্তনতার মহিমা নিয়ে দণ্ডায়মান, বিবেকবান ও নিপুণ পর্যবেক্ষণসম্পন্ন লেখকের কাছে মানুষের সত্য-স্বরূপই অন্বিষ্ট। লেখক তা থেকে পাঠককে কখনো বঞ্চিত করেন নি।

বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট ভ্রমণ সাহিত্যের অভাব নেই, এই বিস্তৃত পরিসরে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' থেকে অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে'-র বিচিত্র পথ পরিক্রমার মধ্যে অনাবিল হৃদয়ধর্মের সহজ ও অন্তরঙ্গ ছবি সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার পাশে বুদ্ধিদৃপ্ত ও বিদ্যাবত্তার প্রকাশ ঘটেছে অন্নদাশঙ্করের রচনায়, দ্বিতীয় ভ্রমণ-কাহিনীটির অনুষঙ্গে সতীনাথের 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী'-র কথা অনুক্ষণ মনে আসে। 'দশচক্রে' লেখক হয়ে পড়েছিলেন এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের প্রসঙ্গ মনে না পড়লেও চলে। একসময়ের মেধাবী ছাত্রটি ফরাসি সাহিত্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পাঠকে পরিণত

হয়েছেন, বাবার আদেশানুসারে Law practise শুরু করেই অনীহা প্রকাশ করছেন, মক্কেল পাকড়ানোর চেয়ে Bar Library-র প্রতি তাঁর আনুগত্য বেশি দেখা যাচ্ছিল, এর পর ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে টিকাপট্টির আশ্রম, লবণ-আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়া, কংগ্রেসীর চক্র থেকে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সম্পর্কচ্যুত হয়ে রন্ধন-বাগান-পঠন-পাঠনে একান্তপর হয়ে অভিজ্ঞতার ফসলকে সাহিত্যের আঙিনায় তুলে ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভ্রমণের নেশা তাঁর চিরকালের, একসময় অজস্র সাধারণ মানুষের সঙ্গে পায়ে পায়ে হেঁটেছেন স্বদেশভূমিতে, ফরাসি সাহিত্য-সংস্কৃতি তাঁর রক্তে নিষিক্ত, এবার পাড়ি সেখানে, কিন্তু 'রায়-ইস্ট' সতীনাথ রাশিয়া যাবার অনুমতি পান নি— এ শুধু 'সতীনাথের ক্ষতি নয়, সমগ্র বাঙালি জাতি তথা বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি। অবশ্য তিনি জ্ঞাত আছেন রাশিয়ার বাইরে রুশকে জানতে হলে হাতিয়ার হল ফ্রান্স। শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার তো আর এমনি বলেন নি, এ গ্রন্থের 'চরিত্র' হচ্ছে— 'A Study in West European Culture অথবা সত্যিকারের Passage to France'। বক্ষ্যমান গ্রন্থে মন খুলে অনর্গল বাক্য বিনিময়ে ব্যস্ত থাকতে পেরেছেন। ফ্রান্সে এসে ফরাসি দেশের প্রতিটি অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তৎপর হয়েছেন লেখক। এখানে তাঁর মনের মিল, সংস্কৃতি বিনিময়ের মিল, সাহিত্যবোধের মিল খুঁজে পেয়েছেন। ফরাসিদের পুস্তকপ্রীতি, রুচিবোধ, সভ্যতা ও ফ্যাশন থেকে শুরু করে সামগ্রিক পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন গ্রন্থটির পাতায় পাতায়। লেখকের লেখা 'প্যারিস ও লন্ডন', 'ম্যাকারোনির স্মৃতি', 'পড়ুয়ার নোট থেকে' যেন সমান্তরাল রেখায় চলেছে 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী' তাঁর ফরাসি জ্ঞানের পরিচয় বহন করে তাঁর ফরাসি ভাষা-সাহিত্যের সংগ্রহ, যা তাঁর মৃত্যুর পর চন্দননগরের দ্য ইনস্টিটিউটে প্রদত্ত হয়েছে, পুস্তক সংখ্যা একশো পনেরো। এই পঠন-পাঠন তো বিফলে যাবার নয়, যদিচ তাঁর গল্প-উপন্যাসে এ-সবগুলি ভার হয়ে চেপে বসে নি। বরঞ্চ তাঁর অপরাপর রচনা এবং ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাঁর সরস মনের পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই রসবোধের সঙ্গে ফরাসি জীবনচর্যার মিল অনেকখানি। 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী'-র ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু এখানে সতীনাথ থেমে যান নি, একজন লেখক কখনো তাঁর চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনানিচয় সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারেন না। সে কারণে এ গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় অ্যানি নাম্নী মেডের সঙ্গে লেখকের সূক্ষ্ম হৃদয়ধর্মের সম্পর্কটি। স্নেহ দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে, জীবনের সঙ্গে জীবন সংযুক্ত করে নিবিড় মমতায় ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে অ্যানি-অধ্যায় চিত্রিত করেছেন। ফরাসিদের স্বাস্থ্যজ্ঞানহীনতার পরিচয় কিন্তু স্বচ্ছন্দে লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক, লক্ষ করেছেন বিক্রেত্রী মহিলাটি কাউন্টারে যে হাতে খাবার বিক্রি করছেন সেই হাতেই তার সোহাগের কুকুরটিকে আদর করছেন— ফরাসিরা যে দেবী ও বারাঙ্গনার নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেন— এ কথা লিখতেও ভোলেন নি। তবু তিনি জানেন এদের মাথা বৈদান্তিক, অন্তর বৈষ্ণবীয়। এ জাতের মানবধর্মের উদারতাও লেখকের দৃষ্টির বাইরে চলে যায় নি। সব মিলিয়ে এ যাত্রাপথ তাঁর মনোকর্মের খুব কাছাকাছি। সতীনাথ য়ুরোপ দেখতে এসেছেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য ফ্রান্স। তাঁর মনে সকল সময় জেগে উঠছে ফরাসিদের লিবার্টি-ইকোয়ালিটি-ফ্রেটারনিটির দিকদর্শন। এ-সব মিলিয়ে অনবদ্য গ্রন্থনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে 'সত্যি ভ্রমণ-কাহিনী'।

বাংলা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর অবদান-বিষয়ক একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করে এই প্রতীতিতে পৌঁছনো গেল যে সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ধারায় সমান দক্ষতা নিয়ে লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন। এক অপরিচিত লেখক প্রথম উপন্যাসের মধ্য দিয়ে একটি সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকারী হয়েছেন এমন উদাহরণ খুবই বিরল। বাংলার সীমানার বাইরের যে ক'জন সাহিত্যিক অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে পেরেছেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর অগ্রগণ্যতা স্বীকার্য। শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-বনফুলের মতো না হলেও কিছু সময় ভাগলপুরের সঙ্গে বিজড়িত ছিলেন, অন্যদিকে দ্বারভাঙায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মুঙ্গেরে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সতীনাথ ভাদুড়ী পূর্ণিয়ায় অবস্থান করে বাংলা সাহিত্যকে উর্বরতা দান করেছেন। প্রসঙ্গত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের সম্পর্কে তথ্য পেশ করেছেন তাঁর 'চলচ্চিত্র প্রবেশিকা' শীর্ষক গল্পে, 'আমার জীবনে একটা বৈচিত্র্য

আছে; আমি জন্মেছি উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর শহরে, বড়ো হয়েছি বেহারের মুঙ্গের শহরে, লেখাপড়া করেছি কলকাতায়, কাজ করেছি বোম্বেতে এবং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছি পুণাতে। নিখিল-ভারতীয় বাঙালি যদি কেউ থাকে সে আমি।' সতীনাথ ভাদুড়ী পারতপক্ষে পূর্ণিয়ার মাটি পরিত্যাগ করতে চাইতেন না, বিশেষ করে ভাট্টাবাজার— এখানে তাঁর জন্ম, কর্মক্ষেত্র একে ঘিরেই এবং এখানে পড়েছে তার শেষ নিঃশ্বাস। পূর্ণিয়াকে 'ভাদুড়ীনগর' বলে নামাঙ্কিত করতে যে কেউ কেউ উৎসাহী ছিলেন তার মূলে পূর্ণিয়া ও সতীনাথ অভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, আইনের মারপ্যাঁচে না পড়ে দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমাজসেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, রাজনীতির মধ্যে থেকেও পঙ্ক থেকে পঙ্কজ হয়ে উঠেছিলেন, গভীর পঠন-পাঠন এবং সমাজ-অভিজ্ঞতার বিপুলতায় সর্বজনপ্রিয় মানুষটি দেখা জগৎ ও বিদ্যাবত্তার সংমিশ্রণে বেশি বয়সে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, আসা-দেখা-জয় করা নয়, ভেতরে ভেতরে সাহিত্যসৃষ্টির যে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রথম রচনায়, প্রথম রবীন্দ্র-পুরস্কারটি তা থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, বরাবর সতীনাথ গ্রন্থকীট ছিলেন, ভারতবর্ষের এক ক্রান্তিকালে গান্ধীজীর সত্যাদর্শের অনুপ্রেরণায় রাজনীতির ভেতর দিয়ে সমাজসেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন— সেই সূত্রে সাধারণ মানুষের সামীপ্য লাভ করেন, বিশেষত অন্ত্যজ মানুষের নৈকট্যে আসেন, তাদের নিয়েই দীর্ঘ পথ চলেছেন, জেনেছেন সত্যিকারের ভারতবর্ষের রূপ। এই দেখা-জানা এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে কারাবাসের কালে ধরে রাখতে চেয়েছেন লেখনীর সহায়তায়। সহজাত সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁর ছিল, তাই অনায়াস পটুতায় একটি রাষ্ট্রিক পরিবারের চিত্র এঁকেছেন কারাবাসের অবকাশে। লক্ষণীয় পুস্তক তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল, যাঁরা কারাবাসের সময় তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁরা এ-সব লক্ষ করেছেন। কারাবাসকালে অনেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন, যাঁরা স্বদেশী ক্রিয়াকর্মে কারাবরণ করতে বাধ্য হন, কিন্তু সৃষ্টিশীল লেখকসত্তা সমকালের জীবন ও জগতকে কেন্দ্র করে সতীনাথ যা লিখলেন তা তথ্যের পুঞ্জী নয়, রাজনৈতিক দলিলও নয়, আত্মকথনের উৎস থেকে এক বিরল সাহিত্যকীর্তি স্থাপন করলেন। খুলে গেল তাঁর জীবনের অন্যতম দিক, শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়, সঙ্গী ও ভাবশিষ্য ফণীশ্বরনাথ রেণু যাকে আত্মকথা বলে ভেবেছিলেন বস্তুত তা এক অনবদ্য সাহিত্য-সৃজন। কারাগারের বাইরে এসে তাঁর অন্যান্য সৃষ্টিশীল কর্মের সঙ্গে নতুন করে যোজিত হল নবীন অধ্যায়, অভিজ্ঞতা ও সৃজন প্রতিভার যুগলবন্দীতে একের পর এক উপন্যাস-গল্প এবং নিরন্তর পড়াশুনো ও চিন্তনের সূত্রে রম্যতার সহযোগে প্রবন্ধাকারে আত্মোপলব্ধি ইত্যাদি রচিত হতে থাকল। সীমিত কিন্তু পরিচ্ছন্ন চিন্তার সঙ্গে তা সম্পৃক্ত হয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে, বহুপঠিত লেখক না হলেও শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে তিনি 'লেখকের লেখক' শিরোপা নিয়ে সমুপস্থিত— এও দুর্লভ প্রাপ্তি, এতেই তিনি বঙ্গসাহিত্যে চিরভাস্বর।

পাঠের প্রভেদ ছিন্নপত্রাবলী ও ছিন্নপত্র

রেবা দাস

ছিন্নপত্রাবলীর পত্রসংখ্যা ২৫২। ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ইন্দিরা দেবীকে লিখিত। এই পত্রগুলির মধ্যে ১৪৫টি পত্র রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত ও সংকলিত এবং ছিন্নপত্র গ্রন্থের অন্তর্গত। ছিন্নপত্রের নানা স্থানে মূলপাঠ বর্জিত, পাঠ পরিবর্তিত ও সংশোধিত, কখনো-বা পুনর্লিখিত। ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলীর মধ্যে পাঠের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রভেদ এখানে নির্দেশিত।

ছিন্নপত্রাবলী, বিশ্বভারতী ১৪১১ আষাঢ়
পত্রসংখ্যা—১
ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী ১৪০৯ ভাদ্র
পত্রসংখ্যা—৯

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৯, ছত্র ৪, 'বেলি' স্থলে ছিন্নপত্রে 'বে—'।

পৃ. ৯, ছত্র ১০, 'আমরা [মাখন-সুদ্ধ] ছটা মনিষ্যি' স্থলে 'আমরা ছটি মনিষ্যি।'

পৃ. ৯, ছত্র ১৩-১৭, 'অর্থাৎ আমার মতো ডাগর...বেড়ানো উচিত ছিল।' বর্জিত।

পৃ. ১০, ছত্র ৫, 'নদিদি' স্থলে 'ন—'।

পৃ. ১০, ছত্র ৫-৭, 'আমি বিবিধ-বিচিত্র-মূর্তি... একটা ছবি আঁকতে।' বর্জিত।

পৃ. ১০, ছত্র ৯, 'দেখেই কেমন ঢাকাই বলে মনে হয়' বর্জিত।

পৃ. ১০, ছত্র ১২, 'দার্জিলিং' স্থলে 'দার্জিলিঙে'।

পৃ. ১০, ছত্র ১৫, 'সরলার' স্থলে 'স—র'।

পৃ. ১০, ছত্র ১১৫, 'exclamations' বর্জিত।

পৃ. ১০, ছত্র ২০, 'রবিমামা' স্থলে 'র—' এবং 'সরলা' স্থলে 'স—'।

পৃ. ১০, ছত্র ২১, 'রবিমামা' স্থলে 'র—'।

পৃ. ১০, ছত্র ২০-২১, 'কিন্তু তার জন্যে রবিমামা কিছুমাত্র দুঃখিত নয়' বর্জিত।

পৃ. ১০, ছত্র ২১-২৩, 'বেলি ঘুমোতে লাগল, দেখা দিতে লাগল।' বর্জিত।

পৃ. ১০, ছত্র ২৩, 'নদিদির' বর্জিত।

পৃ. ১০, ছত্র ২৪, 'বড়দিদির' বর্জিত।

পৃ. ১০, ছত্র ৩০—পৃ. ১১, ছত্র ৪, 'ততক্ষণে নদিদিরা ডুলিতে চ'ড়ে...মানুষের মতো নয়।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৩
ছিন্নপত্র—১১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৩, ছত্র ২৫, 'বেলি' স্থলে 'বে—'।

পৃ. ১৪, ছত্র ৩২, 'তা বোধ হয় জানিস—' বর্জিত।

পৃ. ১৪, ছত্র ৩৪, 'হস্ত' স্থলে 'যন্ত্রহস্ত'।

পৃ. ১৪, ছত্র ১৮-২০, 'এবং মনে হতে...যেমনি বাড়িটা দেখলুম' বর্জিত।

পৃ. ১৪, ছত্র ২০-২১, 'অমনি একটা ঘা পড়ল—বুকের ভিতর' স্থলে 'অমনি বুকের ভিতরে'।

পৃ. ১৫, ছত্র ৯, 'দাঁড়ালে' স্থলে 'দাঁড়াল'। এবং 'বেলি' স্থলে 'বে—'।

পৃ. ১৫, ছত্র ৯—পৃ. ১৬, ছত্র ৬, 'আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্...ছেদন করে দেয়' বর্জিত।

পৃ. ১৫, ছত্র ৯, 'বেলি ঘুমোতে লাগল', স্থলে—'বে—ঘুমোতে লাগল। গাড়িতে ওঠা গেল।'

পৃ. ১৬, ছত্র 'বেলিটা' স্থলে 'বে—'।

পৃ. ১৬, ছত্র ৯-১২ 'Anna Karenina, পড়তে গেলুম,...বেশিক্ষণ পোষায় না।' বর্জিত।

পৃ. ১৬, ছত্র ২০, 'প্রায় তোদের কথা মনে করছিলুম' বর্জিত।

পৃ. ১৬, ছত্র ২১, 'তোদের সময়' স্থলে 'আর সবার সময়'।

পৃ. ১৬, ছত্র ২২, 'তোদের' স্থলে 'তাদের'।

পৃ. ১৬, ছত্র ২২-২৩, 'তার অস্তিত্বই তোরা টের পাচ্ছিস নে—' স্থলে 'তার অস্তিত্বই তারা টের পাচ্ছে না—'।

পৃ. ১৬, ছত্র ২৫, 'যথাসময়ে গাড়ি হাওড়ায় গিয়ে পৌঁছল।' স্থলে 'যথা সময়ে হাওড়ায় গাড়ি গিয়ে পৌঁছল।'।

পৃ. ১৬, ছত্র ২৬, 'যোগিনী' স্থলে 'যো—' এবং 'সত্য' স্থলে 'স—'।

পৃ. ১৭, ছত্র ২ 'বেলাকে' স্থলে 'বে—কে'।

পৃ. ১৭, ছত্র ২, 'স্বয়ম্প্রভা' স্থলে 'স্ব এণ্ড্‌'।

পৃ. ১৭, ছত্র ৩-১৪, 'এ সমস্ত তুই...প্রভেদ দেখি নে।...' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৪
ছিন্নপত্র—১০

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২০, ছত্র ৪-১১, 'সুতরাং এত বড়ো...মৌলবী লয়ে সাথে!' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৬
ছিন্নপত্র—১২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৩, ছত্র ২৫, 'একবারে' স্থলে 'একেবারে'।

পৃ. ২৩, ছত্র ২৬, 'বসালে' স্থলে 'বসালেন'।

পৃ. ২৩, ছত্র ২৮-২৯, 'সাহেবের সঙ্গে বিস্তর আপ্যায়িত করা গেল; বললুম,' স্থলে 'সাহেবকে বললুম,'।

পৃ. ২৩, ছত্র ২৯—পৃ. ২৪, ছত্র ২ পর্যন্ত, 'সে বললে', স্থলে 'তিনি বললেন',।

পৃ. ২৪, ছত্র ৩-৬, '(আমি মনে মনে... করে নিশ্বেস ফেলে' বর্জিত।

পৃ. ২৪, ছত্র ৮, 'ভারী একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত,' বর্জিত।

পৃ. ২৪, ছত্র ৯-১০, 'কী যেন নেই,...যাচ্ছে না ইত্যাদি।' স্থলে 'কী যেন কী, ইত্যাদি'।

পৃ. ২৪, ছত্র ১৫-১৬, 'ঐ রকম আর-একটা...লেখবার নেই। যাই হোক' বর্জিত।

পৃ. ২৪, ছত্র ১৮-২১, 'সাহেব, এ বর্ষায়...আমার আশ্রয়ে এসো।' বর্জিত।

পৃ. ২৪, ছত্র ২৫, 'কতকগুলো...বাক্স' স্থলে 'কতকগুলো প্যাক বাক্স'।

পৃ. ২৪, ছত্র ২৭-২৮, 'কতকগুলো কাঁচের...গ্লাসের পারা', বর্জিত।

পৃ. ২৪, ছত্র ২৮, 'কাঁচ রাশি' স্থলে 'কাঁচ'।

পৃ. ২৪, ছত্র ২৯, 'ফিলটার' স্থলে 'অকর্মণ্য ফিলটার'।

পৃ. ২৪, ছত্র ৩০, 'অনেকগুলো ভাঙা এবং আস্ত প্লেট' বর্জিত।

পৃ. ২৫, ছত্র ২, 'প্লেট' স্থলে 'বাসন'।

পৃ. ২৫, ছত্র ৮-১০, 'ডান্ডা এবং চাল—...এবং গোটাকতক পেরেক' বর্জিত।

পৃ. ২৫, ছত্র ৮, 'ভাঙা' সংযোজিত।

পৃ. ২৫, ছত্র ২৯—পৃ. ৩০, ছত্র ৪, 'সাহেব বললে, 'কাল সকালেই...স্থায়ী হতে হবে।'... বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৮
ছিন্নপত্র—১৩

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৭, ছত্র ১৮, 'আমি এই যে...' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১০
ছিন্নপত্র—১৪

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৯, ছত্র ১০-১১, 'কেবল কাটা ধানের অবশিষ্ট হলদে বিছিলিতে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১২
ছিন্নপত্র—১৭

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩২, ছত্র ৪-১৫, 'আমি যখন তোকে...বসার বিষম ল্যাঠা।' বর্জিত।

পৃ. ৩৩, ছত্র ১৪-১৭, 'সমজদার লোক যদি...গাম্ভীর্য এবং বিজ্ঞতা।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৪
ছিন্নপত্র—১৯

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩৬, ছত্র ১৩, 'সন্ধেবেলায়' স্থলে 'সন্ধ্যাবেলায়'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৬
ছিন্নপত্র—২০

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩৮, ছত্র ১০, 'কতকটা gipsyদের মতো।' বর্জিত।

পৃ. ৪০, ছত্র ৮-১৮, 'আমার দরবারে ও দেখেছি...অবসর থাকে না।' বর্জিত।

পৃ. ৪০, ছত্র ১৯, 'যা হোক্' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৭
ছিন্নপত্র—২১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৪১, ছত্র ২৫-২৬, 'সে খুব গম্ভীরভাবে চিন্তা করে স্বীকার করলে, 'হুজুর, তা হতে পারে।' স্থলে 'তিনি খুব গম্ভীরভাবে চিন্তা করে স্বীকার করলেন, 'তা হতে পারে'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৮
ছিন্নপত্র—২২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৪২, ছত্র ৩, 'মৌলবী এবং আমলাগুলো গিয়ে' বর্জিত।

পৃ. ৪২, ছত্র ১২, 'স্বপ্নময়ভাব' স্থলে 'স্বপ্নাবিষ্টভাব'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৯
ছিন্নপত্র—২৩

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৪৩, ছত্র ৬, 'যাচ্চে না' স্থলে 'যাচ্ছে না'।

পৃ. ৪৩ ছত্র ২৪, 'বেড়াচ্চে' স্থলে 'বেড়াচ্ছে—'

পৃ. ৪৩, ছত্র ২৭, 'বেড়াচ্চি' স্থলে 'বেড়াচ্ছি—'।

পৃ. ৪৪, ছত্র ৩-৫, 'চলছিল', স্থলে 'বলছিলুম'।

পৃ. ৪৪, ছত্র ৩-৫, 'সেই রূপকথার সুখদুঃখ নিয়ে কখনো হাসছিলুম কখনো কাঁদছিলুম.' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—২১
ছিন্নপত্র—২৫

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৪৫, ছত্র ১০, 'তোদের' বর্জিত।

পৃ. ৪৫, ছত্র ২০, 'রাজাজ্ঞায়' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—২২
ছিন্নপত্র—২৬

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৪৬, ছত্র ২৭-২৮, 'অবিশ্যি, তোদের ওখানেও যে জ্যোৎস্না রাত্রি হয় না তা বলা আমার অভিপ্রায় নয়' স্থলে 'অবশ্য, যে ঠিকানায় এ চিঠি গিয়ে পৌছবে সেখানেও যে জ্যোৎস্নারাত্রি হয় না তা বলা আমার অভিপ্রায় নয়—'।

পৃ. ৪৬, ছত্র ২৮ 'তোদের' বর্জিত।

পৃ. ৪৬, ছত্র ৩০ 'তোদের' স্থলে 'সেখানে'।

পৃ. ৪৭, ছত্র ২-৩, 'তোদের হার্মনি এবং ...গান-বাজনার আড্ডা আছে' বর্জিত।

পৃ. ৪৭, ছত্র ১৭-১৮, 'এক প্রকার 'বিরাগ-ভরা...এই তো আমার সন্ধে।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—২৩
ছিন্নপত্র—২৭

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৪৭, ছত্র ২৫, 'বব্' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—২৫
ছিন্নপত্র—২৯

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৫১, ছত্র ১৭, 'রাত্তিরে' স্থলে 'রাত্রে'।

পৃ. ৫২, ছত্র ১৯-২০, 'তারপরে—এখানকার সাজাদপুরের ইংরিজি স্কুলের মাস্টারেরা হুজুরের দর্শনাভিলাষী হয়ে এসে উপস্থিত।' স্থলে 'তারপরে এখানকার স্কুলের মাস্টারেরা দর্শনাভিলাষী হয়ে এসে উপস্থিত।'।

ছিন্নপত্রাবলী—২৬
ছিন্নপত্র—৩০

ছিন্নপত্রাবলী—পৃ. ৫৪, ছত্র ২৫-২৬, 'ভয়ঙ্কর সত্যি' স্থলে 'ভয়ঙ্কর সত্য'।

পৃ. ৫৪, ছত্র ২৬-২৭, 'আশঙ্কা এবং শোকই জগতের ভিতরকার সত্য।' বর্জিত।

পৃ. ৫৪, ছত্র ২৭-২৮, 'কিছুই থাকে না, সেটা এমনি সত্য যে স্মরণও থাকে না, শোকও থাকে না'। বর্জিত।

পৃ. ৫৪, ছত্র ২৯, 'ওঠে যে' স্থলে 'ওঠে।'।

পৃ. ৫৪, ছত্র ৩০, 'একেবারে জগতের অন্তর বাহির থেকে লোপ।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—২৭
ছিন্নপত্র—৩১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৫৫, ছত্র ১১, 'ব্যাগটি' স্থলে 'ব্যাগটা'।

পৃ. ৫৫, ছত্র ১৬-১৮, 'এই সমস্ত অবস্থা এবং আমার একান্ত নিরীহ স্বভাব স্মরণ করে তোরা কথঞ্চিৎ হাস্য সম্বরণ করবার চেষ্টা করিস।' বর্জিত।

পৃ. ৫৫, ছত্র ১৮, 'তোদের' বর্জিত।

পৃ. ৫৫, ছত্র ২৩, 'একটা, স্থলে 'একটি'।
পৃ. ৫৬, ছত্র ২, 'পেন্ট্‌লুন প'রে' বর্জিত।
পৃ. ৫৬, ছত্র ৭, 'এবং প্রাতঃকৃত্যে প্রবৃত্ত' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—২৮
ছিন্নপত্র—৩২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৫৬, ছত্র ২৩, 'আমাদের উকিল হরিবল্লভবাবু' স্থলে '——বাবু'।
পৃ. ৫৭, ছত্র ৭—৮, 'তুই কতকটা অনুমান করতে পারবি।' স্থলে 'সে অনুমান করা শক্ত হবে না।'।

ছিন্নপত্রাবলী—২৯
ছিন্নপত্র—৩৩

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৫৮, ছত্র ৩-৪, 'সবশুদ্ধ অনেকটা একটা ইংরিজি stream-এর মতো।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৩০
ছিন্নপত্র—৩৪

ছিন্নপত্রাবলী—পৃ. ৬১, ছত্র ৪, 'নারকোল' স্থলে 'নারকেল'।
পৃ. ৬১, ছত্র ১১, 'নারকোল' স্থলে 'নারকেল'।

ছিন্নপত্রাবলী—৩১
ছিন্নপত্র—৩৫

ছিন্নপত্রাবলী—পৃ. ৬১, ছত্র ২৪, 'নারকোল' স্থলে 'নারকেল'।
পৃ. ৬১, ২৭, 'নারকোল' স্থলে 'নারকেল'।

ছিন্নপত্রাবলী—৩২
ছিন্নপত্র—৩৬

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৬২, ছত্র ১৬, 'বব্' বর্জিত।
পৃ. ৬২, ছত্র ২৩, 'নারকোল' স্থলে 'নারকেল'।
পৃ. ৬২, ছত্র ২৪, 'নারকোলের' স্থলে 'নারকেল'।
পৃ. ৬৩, ছত্র ৭, 'বাবামশায়ের সঙ্গে' বর্জিত।
পৃ. ৬৩, ছত্র ১৯, 'এবং যিশুখৃস্টের মতো মরা' বর্জিত।
পৃ. ৬৩, ছত্র ২৬, 'এবং যদি অদৃষ্টে থাকে তো' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৩৩
ছিন্নপত্র—৩৭

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৬৪, ছত্র ২৭, 'ছোটোবউ' বর্জিত।
পৃ. ৬৪, ছত্র ২৮, 'নিম্নলোকে নির্বাসিত করে দেন' স্থলে 'নিম্নলোকে নির্বাসিত করে দেওয়া হয়েছে'।
পৃ. ৬৪, ছত্র ২৮-৩১, 'তারপরে কিছুতেই আর...গৃহবিপ্লব এসে উপস্থিত।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৩৫
ছিন্নপত্র—৩৯

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৬৭, ছত্র ৩-৪, 'আর তোরা ছিলি আর-এক পারে স্থলে 'আর-সকলে ছিল আর-এক পারে'।
পৃ. ৬৭, ছত্র ৫-৮, 'সেখান থেকে একটি...অগাধ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করত!' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৩৭
ছিন্নপত্র—৪০

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৬৮, ছত্র ৬, 'এঞ্জিনিয়ার' স্থলে 'এ—'।
পৃ. ৬৮, ছত্র ৭-১১, 'জানিস্ তো বব্, ...চালাবার চেষ্টায় আছি।' বর্জিত।
পৃ. ৬৮, ছত্র ১১, 'মেম আবার চা খায়' স্থলে 'মেম চা খায়'।
পৃ. ৬৮, ছত্র ৩০—পৃ. ৬৯, ছত্র ৬ 'মেমটা আবার আজ...মরে যাব বব্।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৩৮
ছিন্নপত্র—৪১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৬৯, ছত্র ১৪, 'সন্ধে' স্থলে 'সন্ধ্যা'।
পৃ. ৬৯, ছত্র ২৪, 'এঞ্জিনিয়ার' বর্জিত।
পৃ. ৬৯, ছত্র ২৫, 'বই দুটো' স্থলে 'সেই দুটো'।
পৃ. ৭০, ছত্র ২, 'বব্' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৩৯
ছিন্নপত্র—৪২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৭০, ছত্র ১৭, 'ইতস্ততঃ' স্থলে 'ইতস্তত'।

ছিন্নপত্রাবলী—৪১
ছিন্নপত্র—৪৩

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৭২, ছত্র ৩২, 'তোর' বর্জিত।
পৃ. ৭৩, ছত্র ২৯, 'শোভনীয়' স্থলে 'শোভন'।

ছিন্নপত্রাবলী—৪২
ছিন্নপত্র—৪৪

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৭৪, ছত্র ১৩, 'তোর' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৪৩
ছিন্নপত্র—৪৫

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৭৫, ছত্র ৩০—পৃ. ৭৬, ছত্র ২, 'আমার বিবেচনায়, যদি...জায়গা নেই—তার' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৪৭
ছিন্নপত্র—৪৬

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৮০, ছত্র ২৫, '(চন্দ্রনাথ বাবুর ভাষায়—'বিরাট')' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৪৮
ছিন্নপত্র—৪৭

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৮১, ছত্র ১৯—পৃ. ৮২, ছত্র ২০, 'এখানকার যত চাকর-বাকর...—বেলিটা ওদের দল-ছাড়া' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৫০
ছিন্নপত্র—৪৮

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৮৪, ছত্র ১৬, 'তোকে' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৫১
ছিন্নপত্র—৪৯

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৮৬, ছত্র ২৪-২৮, 'কাল বিকেলে ...অনিদ্রায় যাপন করেছিলুম বর্জিত।
পৃ. ৮৭, ছত্র ১৩, 'তোর' বর্জিত।
পৃ. ৮৭, ছত্র ১৪, 'তোর' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৫২
ছিন্নপত্র—৫০

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৮৮, ছত্র ১১, 'এখনো' স্থলে 'এখনও'।
পৃ. ৮৮, ছত্র ১৬, 'সিদ্ধ হচ্ছে না!' স্থলে 'সিদ্ধ হচ্ছে না?'।
পৃ. ৮৮, ছত্র ২৫-২৯, 'কোনো কোনো প্রাণীতত্ত্ববিৎ ...ডাক ছাড়াচ্ছে কেন?' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৫৪
ছিন্নপত্র—৫১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৮৯, ছত্র ২৪, 'ইচ্ছা করে', সংযোজিত।
পৃ. ৮৯, ছত্র ২৯, 'খিটিমিটি নেই।' স্থলে 'খিটিমিটি না ঘটে।'।
পৃ. ৮৯, ছত্র ৩১, 'বাধিয়ে দিতুম,' স্থলে 'বইয়ে দিতুম'।
পৃ. ৮৯, ছত্র ৯-১৪, 'এমনি আমি স্বভাবতঃ অসভ্য...অভাব হবে না।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৫৫
ছিন্নপত্র—৫২

ছিন্নপত্রাবলী—পৃ. ৯২, ছত্র ২৭-২৯, 'কী আমি ভদ্রলোক সেজে শহরের বড়ো রাস্তায় আনাগোনা করছি!' স্থলে 'আমি ভদ্রলোক সেজে শহরের বড়ো রাস্তায় আনাগোনা করছি,।'
পৃ. ৯২, ছত্র ৩০, 'আন্তরিক' স্থলে 'অন্তরে'।
পৃ. ৯৩, ছত্র ২, 'কিন্তু আমি কী এ সমস্ত কবিত্ব করছি—' স্থলে 'কিন্তু, আমি কী এ-সমস্ত বকছি—'।
পৃ. ৯৩, ছত্র ৯-১০, '—ভয় পাস নে,' স্থলে 'ভয় নেই,'।

ছিন্নপত্রাবলী—৫৮
ছিন্নপত্র—৫৫

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৯৬, ছত্র ১৫-১৬, '—কী একটা হেটেরোজিনিয়াস স্তূপ হয়!' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৫৯
ছিন্নপত্র—৫৬

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৯৭, ছত্র ১৩-২৮, 'খাজনা আদায়ে মন...এমন অত্যাবশ্যক পড়েছে!' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৬০
ছিন্নপত্র—৫৭

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৯৮, ছত্র ৫, 'এমনতর' স্থলে 'এমনতরো'।

ছিন্নপত্রাবলী—৬১
ছিন্নপত্র—৫৮

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৯৮, ছত্র ২২, 'তোর' বর্জিত।
পৃ. ৯৮, ছত্র ২২, 'অভির' স্থলে 'অ—র'।
পৃ. ৯৯, ছত্র ১৩-২১, 'যা হোক, মোদ্দা কথাটা...ব'লেই সুখ আছে।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৬২
ছিন্নপত্র—৫৯

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৯৯, ছত্র ২৯-৩০, 'তোকে চিঠিতে লিখেছিলেম কাল 7 p.m.'এর সময়' স্থলে 'কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম, আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময়'।
পৃ. ৯৯, ছত্র ৩১, 'টেনে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি,' স্থলে 'টেনে, বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি'।
পৃ. ১০০, ছত্র ১৪—পৃ. ১০১, ছত্র ১৪, 'তাই জন্যে খুব...আমাদের লাভ আছে।' বর্জিত।
পৃ. ১০১, ছত্র ২২, 'ইংরাজ গর্বিণীর ঔদ্ধত্যের চেয়ে এ ঢের ভালো।' বর্জিত।
পৃ. ১০১, ছত্র ২৬-২৮, 'কিন্তু অজেয় গলায়...হয়ে উঠল না।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৬৪
ছিন্নপত্র—৬০

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১০৩, ছত্র ১৪, 'রাত্তিরে' স্থলে 'রাত্রে'।
পৃ. ১০৩, ছত্র ১৭-১৮, 'আমি সে তাম্বুর...সমস্ত শুনতে পাচ্ছি।' বর্জিত।
পৃ. ১০৩, ছত্র ১৮, 'গাইয়েটা' স্থলে 'গাইয়ে'।
পৃ. ১০৩, ছত্র ২৬-৩০, 'বাইরে থেকে তার...আড়াল করে রাখতে।' বর্জিত।
পৃ. ১০৪, ছত্র ৩-৪, 'যা হোক, স্বপ্নের এই প্রথমাংশটুকু বেশ লাগল।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৬৭
ছিন্নপত্র—৬১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১০৬, ছত্র ৫-৬, 'কী করে যে...সেজন্যে দুঃখিত নই।' বর্জিত।
পৃ. ১০৬, ছত্র ২৩-২৪, 'তপ্‌সি এবং আর-একজন মাঝি রশি দাঁতে কামড়ে ধরে সাঁৎরে ডাঙ্গায় গিয়ে টানতে লাগল।' স্থলে 'তপ্‌সি এবং আর-একজন মাল্লা রসি দাঁতে কামড়ে সাঁৎরে ডাঙায় উঠে টানতে লাগল।'।
পৃ. ১০৬, ছত্র ২৪, 'ডাঙায়' স্থলে 'সেখানে'।
পৃ. ১০৬, ছত্র ২৫-২৭, 'কিন্তু কারও কোনো...বেশিক্ষণ টিঁকত না।' বর্জিত।
পৃ. ১০৭, ছত্র ২-১৫, 'আমি যখন অন্য...প্রাণটা কিরকম হত!' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৬৮
ছিন্নপত্র—৬২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১০৭, ছত্র ২৪-২৬, 'আজকাল নদীর আর...বাকি আছে মাত্র।' বর্জিত।
পৃ. ১০৮, ছত্র ১২-১৬, '...এ সময় না...আছে তা নয়।' বর্জিত।
পৃ. ১০৮, ছত্র ১৯, 'এ রকম' স্থলে 'তা এরকম'।

ছিন্নপত্রাবলী—৬৯
ছিন্নপত্র—৬৩

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১০৯, ছত্র ৫, 'উপরে' স্থলে 'উপর'।
পৃ. ১০৯, ছত্র ১২-১৩, 'স্বর্গে মর্তে একটা বৃহৎ গভীর অসীম প্রেমাভিনয়।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৭০
ছিন্নপত্র—৬৪

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১১০, ছত্র ২৯, 'সেই জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয় না।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৭১
ছিন্নপত্র—৬৫

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১১১, ছত্র ৫-৮, 'তুই কি এখন... মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিস?' স্থলে 'ভাবছিলুম এতক্ষণে রেলগাড়ি না জানি কোথায় গিয়ে পৌঁছল।'

পৃ. ১১১, ছত্র ১০, 'তোদের নাগপুর লাইনেও বোধ হয় সেই রকম হওয়ার সম্ভব।' বর্জিত।

পৃ. ১১১, ছত্র ১৯, 'জানিস?' স্থলে 'বলব?'।

পৃ. ১১১, ছত্র ২৫, 'জানিস?' স্থলে 'বলব?'।

পৃ. ১১১, ছত্র ২৯, 'রেখেছিল' স্থলে 'গিয়েছিল'।

পৃ. ১১১, ছত্র ৩১, 'জন্যে' বর্জিত।

পৃ. ১১২, ছত্র ২, '—আবার যখন ফিরে আসবে' স্থলে 'আবার যদি ফিরে আসে'।

পৃ. ১১২, ছত্র ৩-৮, 'আজ সকালবেলায় উঠে...নিয়ে কথাবার্তা কচ্ছি।' স্থলে 'কিন্তু ফিরে আসা আর ঘটবে না।'।

ছিন্নপত্রাবলী—৭৩
ছিন্নপত্র—৬৬

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১১৩, ছত্র ২০, 'মহারাজার' স্থলে 'ম—র'।

পৃ. ১১৩, ছত্র ২১, 'গিয়েছিলুম' স্থলে 'গেলুম'।

পৃ. ১১৩, ছত্র ২৩, 'সে কী সুন্দর সে আমি কিছু [বলতে] পারি নে—' বর্জিত।

পৃ. ১১৪, ছত্র ৪-৬, 'কেননা, জগতের যে,...করছে তাই শব্দ।' বর্জিত।

পৃ. ১১৪, ছত্র ৮, 'খানিকটা' বর্জিত।

পৃ. ১১৪, ছত্র ১০, 'তোকে' বর্জিত।

পৃ. ১১৪, ছত্র ১১-১২, 'আমি নিত্য নূতন...প্রকাশ করতে পারি!' স্থলে 'নিত্য নূতন করে অনুভব করা যায়, কিন্তু নিত্য নূতন করে প্রকাশ করি কী করে।'।

ছিন্নপত্রাবলী—৭৪
ছিন্নপত্র—৬৭

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১১৫, ছত্র ৪, 'তোকে' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৭৭
ছিন্নপত্র—৬৮

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১১৭, ছত্র ২২—পৃ. ১১৮, ছত্র ১৩, 'একে তো ভারতবর্ষীয়...এরা বড়োলোক হবে।' বর্জিত।

পৃ. ১১৮, ছত্র ১৭, 'তাদের মতো অবিকল পেখম নাড়তে শিখলেই কি হবে?' বর্জিত।

পৃ. ১১৯, ছত্র ৫-৬, 'ইচ্ছা করে মানুষের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান দ্বন্দ্বপ্রতিদ্বন্দ্ব চলে।' বর্জিত।

পৃ. ১১৯, ছত্র ৮-১১, 'আমাদের দেশে যার...এই মানুষের অভাবে।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৭৮
ছিন্নপত্র—৬৯

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১১৯, ছত্র ২৯, 'আঘাত করতে থাকে।' স্থলে 'আঘাত করে।'

পৃ. ১১৯, ছত্র ৩০, 'চার দিকে চেয়ে' স্থলে 'চারিদিকে চেয়ে।'

পৃ. ১২০, ছত্র ২-৩, 'ভাবগুলিকে খুব মনের-মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রকাশ করতে পারে।' স্থলে 'ভাবগুলিকে মনের মতো করে প্রকাশ করতে পারে।'।

পৃ. ১২০, ছত্র ৩-৪, 'এতদূর পর্যন্ত তার...করতে পারছে না।' বর্জিত।

পৃ. ১২০, ছত্র ৪, 'একেবারে' বর্জিত।

পৃ. ১২০, ছত্র ৫-৬, 'সমস্তদিন কারও সঙ্গে...সে সুখে থাকে।' বর্জিত।

পৃ. ১২০, ছত্র ৭-১১, 'নইলে যেন তার...অনেকখানি জায়গা চায়।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৭৯
ছিন্নপত্র—৭০

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১২০, ছত্র ১৮-২০, 'খোঁড়ার পা খানায়...পরিচয় পাওয়া গেল।' বর্জিত।

পৃ. ১২০, ছত্র ২০, 'কলেজের প্রিন্সিপাল' বর্জিত।

পৃ. ১২০, ছত্র ২২, 'র-অক্ষরবিহীন জ্যাবড়ানো উচ্চারণ—সবসুদ্ধ জড়িয়ে' বর্জিত।

পৃ. ১২০, ছত্র ২৩, 'সে আমাদের দেশের লোকের উপর বড্ড লেগেছিল' বর্জিত।

পৃ. ১২০, ছত্র ২৪, 'জানিস বোধ হয়' বর্জিত।

পৃ. ১২০, ছত্র ২৬, 'বো...বাবুর' স্থলে 'ব—বাবুর'।

পৃ. ১২০, ছত্র ২৮—পৃ. ১২১, ছত্র ৩, 'আমার যে কী রকম...ভেবে দেখ্ দেখি [বব্], বর্জিত।

পৃ. ১২১, ছত্র ৪—পৃ. ১২২, ছত্র ১৮, 'আর কেন! সিম্প্যাথি চুলোয় যাক্ গে,...এপাশ ওপাশ। ছটফট করেছি।' বর্জিত।

পৃ. ১২২, ছত্র ১৮, 'যখন ড্রয়িংরুমের' স্থলে 'খাবার টেবিল থেকে যখন ড্রয়িংরুমের।'

পৃ. ১২২, ছত্র ২৬-২৮, 'কী সুগভীর মিথ্যে!...তোরা তো এই ভারতবর্ষের।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৮০

ছিন্নপত্র—৭২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১২৩, ছত্র ৫-১২, 'তারপরে তাঁর অন্যান্য...আমার বোধ হয় না।' বর্জিত।

পৃ. ১২৩, ছত্র ১৩-১৪, 'তাঁর কবিতাগুলো যে খুব খারাপ তা নয়' স্থলে 'তাঁর কবিতা যে খারাপ তা নয়'।

পৃ. ১২৩, ছত্র ১৮-২১, 'আমি যদি এঁকে...চুপ করে থাকাই ভালো।' বর্জিত।

পৃ. ১২৩, ছত্র ২২, 'করে' বর্জিত।

পৃ. ১২৩, ছত্র ২২, 'তাদের অধিকাংশই' স্থলে 'তারা অনেকেই'।

পৃ. ১২৩, ছত্র ২৫, 'দেখানো' স্থলে 'দেখিয়ে দেওয়া'।

পৃ. ১২৩, ছত্র ২৯, 'সেইটুকু' স্থলে 'সেটুকু'।

পৃ. ১২৩, ছত্র ৩০—পৃ. ১২৪, ছত্র ১২, 'কামিনী সেনের কবিতা...আর কী হবে?' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৮১

ছিন্নপত্র—৭১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১২৪, ছত্র ২১, '[বব]কে' বর্জিত।

পৃ. ১২৫, ছত্র ৫-৭, 'কিন্তু সে ক'টা...ইতিহাসটুকু লিখে দিই।' বর্জিত।

পৃ. ১২৫, ছত্র ১১-১৩, 'এখানকার নদীগুলো বর্ষা...আর-একটার নাম কাঠযুড়ি।' বর্জিত।

পৃ. ১২৫, ছত্র ৮, 'বিহারীবাবু' স্থলে 'বি—বাবু'।

পৃ. ১২৫, ছত্র ২৩, 'বিরহিণীর আর-একটি উপমা যেন দেখা যায়।' স্থলে 'বিরহিণীর যেন আর-একটি উপমা পাওয়া গেল।'।

পৃ. ১২৫, ছত্র ২৪-২৫, 'এমনি যত্ন করে রাখা হয়েছে যে কোথাও চিহ্ন পড়তে পায় না।' বর্জিত।

পৃ. ১২৫, ছত্র ২৫, 'পথটা উঁচু' স্থলে 'পথ উচ্চে'।

পৃ. ১২৫, ছত্র ২৭-২৯, 'ঘন দীর্ঘ তরু-শ্রেণীর...মাঠ নেবে গেছে।' বর্জিত।

পৃ. ১২৫, ছত্র ৩০—পৃ. ১২৬, ছত্র ৮, 'আমাদের বাংলাদেশের মতো...জল ঝিক্ ঝিক্ করছে।' বর্জিত।

পৃ. ১২৬, ছত্র ৮, 'তীরে বালির উপর অনেকগুলো' স্থলে 'কোথাও বা স্বল্পজলা নদীর তীরে'।

পৃ. ১২৬, ছত্র ১১, 'এবং' বর্জিত।

পৃ. ১২৬, ছত্র ১৩—পৃ. ১২৭ ছত্র ৫, 'আমরা বিকেলে সর্দাইপুরের...উপবাসে মারা যায়।...' বর্জিত।

পৃ. ১২৭, ছত্র ৬-৮, 'পুরীর যত কাছাকাছি হচ্ছি পথের দুই ধারের গাছপালা ততই কমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মন্দির আসছে এবং পান্থশালা ও বড়ো বড়ো পুষ্করিণী খুব ঘন ঘন পাওয়া যাচ্ছে। সন্ন্যাসী ভিক্ষুক এবং যাত্রীও ঢের দেখা দিচ্ছে।' স্থলে 'যত পুরীর নিকটবর্তী হচ্ছি তত পথের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা গোরুর গাড়ি সারি সারি চলেছে। রাস্তার ধারে, গাছের তলায়, পুকুরের পাড়ে লোক শুয়ে আছে, রাঁধছে, জটলা করে রয়েছে।'।

পৃ. ১২৭, ছত্র ৯-১৩, 'এক-এক জন ভিক্ষুক...বেশি গাছপালা নেই।' বর্জিত।

পৃ. ১২৭, ছত্র ১৩, 'দীর্ঘ বিলের মতো আছে', স্থলে 'মস্ত বিলের মতো—'।

পৃ. ১২৭, ছত্র ১৮—পৃ. ১২৮, ছত্র ৫, 'তীরে দুটি-চারটি...ভগ্নাবশেষ দেখতে যাচ্ছি।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৮০

ছিন্নপত্র—৭২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১২৩, ছত্র ৫—১৩, 'তারপরে তাঁর অন্যান্য...আমার বোধ হয় না' বর্জিত।

পৃ. ১২৩, ছত্র ১৩-১৪, 'তাঁর কবিতাগুলো যে খুব খারাপ তা নয়' স্থলে 'তাঁর কবিতা যে খারাপ তা নয়'।
পৃ. ১২৩, ছত্র ১৮-২১, 'আমি যদি এঁকে বলতুম...চুপ করে থাকাই ভালো' বর্জিত।
পৃ. ১২৩, ছত্র ২২, 'করে' বর্জিত।
পৃ. ১২৩, ছত্র ২২-২৩, 'তাদের অধিকাংশই সংগীতে ফেল' স্থলে 'তারা অনেকেই সংগীতে ফেল'।
পৃ. ১২৩, ছত্র ২৫, 'দেখানো' স্থলে 'দেখিয়ে দেওয়া'।
পৃ. ১২৩, ছত্র ২৯, 'সেইটুকু' স্থলে 'সেটুকু'।
পৃ. ১২৩, ছত্র ৩০—পৃ. ১২৪, ছত্র ১২, 'কামিনী সেনের কবিতা...আর কী হবে?' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৮৫
ছিন্নপত্র—৭৩

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৩৩, ছত্র ৫, 'আমরা এখনো বোটেই আছি।' ছিন্নপত্রে বর্জিত।
পৃ. ১৩৩, ছত্র ৫-৬, 'একটি বড়ো জলিবোটের উপর ছাত তৈরি করে এই বোটটি হয়েছে—' বর্জিত।
পৃ. ১৩৩, ছত্র ১০-১৪, 'তোকে বলা বাহুল্য,...কল্পনা করা শক্ত নয়।' বর্জিত।
পৃ. ১৩৩, ছত্র ১৫, 'আমি' বর্জিত।
পৃ. ১৩৩, ছত্র ১৭-২১, 'সকল রকম ঘা...তোকে লিখে যাচ্ছি।' বর্জিত।
পৃ. ১৩৩, ৩১, 'বিহারীবাবুর' স্থলে 'বি—বাবুর'।

ছিন্নপত্রাবলী—৮৬
ছিন্নপত্র—৭৪

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৩৫, ছত্র ১৯, 'একেই বলে 'হেরফের'।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৮৭
ছিন্নপত্র—৭৫

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৩৫, ছত্র ২৬—পৃ. ১৩৭, ছত্র ১৩, 'পুরীর ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে...আনন্দ প্রকাশ করলুম।' বর্জিত।
পৃ. ১৩৭, ছত্র ১৩-১৪, 'তার পরে গান শুনলুম, গান শোনালুম' স্থলে 'তার পরে সাহেবের গান শুনলুম, সাহেবকে গান শোনালুম।'।
পৃ. ১৩৭, ছত্র ২৮—পৃ. ১৩৮, ছত্র ২ 'শুভ্র হস্তের করস্পন্দন ও ... তলে তলে নষ্ট করে ফেলে।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৮৮
ছিন্নপত্র—৭৬

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৩৮, ছত্র ২১—পৃ. ১৩৯, ছত্র ৪, 'সুরি বেচারা একজামিন...বাঁধ তুলে দেয়।' বর্জিত।
পৃ. ১৩৯, ছত্র ৬, 'সুরি' স্থলে 'সু—'।
পৃ. ১৩৯, ছত্র ১০, 'কিন্তু সুর কিছুই...' স্থলে 'কিন্তু সু—কিছুই...'।
পৃ. ১৩৯, ছত্র ১৫, 'সুরির' স্থলে 'সু—র'।
পৃ. ১৩৯, ছত্র ১৫, 'সুরির' স্থলে 'সু—র'।
পৃ. ১৩৯, ছত্র ২১, 'সুরি—সাহেব' স্থলে 'সু—'।
পৃ. ১৩৯, ছত্র ২৩-২৮, 'আমি প্রায়ই মাঝে-মাঝে...আমি নিশ্চয় জানি।' বর্জিত।
পৃ. ১৩৯, ছত্র ৩০—পৃ. ১৪০, ছত্র ২১, 'কিন্তু সংসার পুরুষমাত্রেরই... প্রধান লক্ষণ— অকৃতজ্ঞতা।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৯১
ছিন্নপত্র—৭৭

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৪২, ছত্র ২২, 'তোদের' বর্জিত।
পৃ. ১৪২, ছত্র ২৬, 'সে কি কিছুতেই বোঝানো যায়!' স্থলে 'সে কি কিছুতেই বোঝা যায়?'।

ছিন্নপত্রাবলী—৯২
ছিন্নপত্র—৭৮

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৪৩, ছত্র ১৭, 'রাত্তির' স্থলে 'রাত্রি'।

ছিন্নপত্রাবলী—৯৪
ছিন্নপত্র—৮০

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৪৬, ছত্র ৯, 'জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে' স্থলে 'জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে'।
পৃ. ১৪৬, ছত্র ১২-২৫, 'রবিবর্মার ছবি দেখতে...সে কি সামান্য ব্যাপার!' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৯৫
ছিন্নপত্র—৮১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৪৭, ছত্র ১৩-১৪, 'তোদের সেই অভ্রভেদী পর্বতশৃঙ্গে বসে তোরা তা ঠিকটি কল্পনা করতে পারবি নে' স্থলে 'সিমলার সেই অভ্রভেদী পর্বতশৃঙ্গে বসে তা ঠিকটি কল্পনা করা শক্ত হবে।'।

পৃ. ১৪৮, ছত্র ৩, 'পশ্চিমে মেঘ হলে বৃষ্টি হবেই এই তো প্রবাদে কয়।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৯৬
ছিন্নপত্র—৮২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৪৯, ছত্র ৬-১০, 'তারা সত্যি সত্যি আমাদের...খানিকটা বোঝা যায়।' বর্জিত।

পৃ. ১৪৯, ছত্র ১৩-১৪, 'এদের চাষার ভাষা, এদের স্নেহের সম্বোধন এমন মিষ্টি লাগে!' বর্জিত।

পৃ. ১৪৯, ছত্র ২৩-২৪, '—কিন্তু বিধাতার পৃথিবীতে সে রকমটি হওয়া উচিত ছিল না।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৯৭
ছিন্নপত্র—৮৩

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৫০, ছত্র ৫, 'তোর কাছ থেকে' বর্জিত।

পৃ. ১৫০, ছত্র ১২, 'যে কয়টি' স্থলে 'যে-ক'টি'।

পৃ. ১৫০, ছত্র ১৩, 'ক'টি' স্থলে 'কয়টি'।

পৃ. ১৫০, ছত্র ২৮-৩০, 'যাই হোক, গাউনটা...অতএব তাকে ধন্যবাদ।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৯৮
ছিন্নপত্র—৮৪

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৫১, ছত্র ৫, 'আমি বিকেলে, বেলা সাড়ে ছ'টার পর' স্থলে—'আমি বিকেলবেলা সাড়ে ছটার পর'।

পৃ. ১৫১, ছত্র ৯, 'শৈ—' স্থলে 'শ—'।

পৃ. ১৫২, ছত্র ৩—৪, 'কিন্তু তাই বলে কি সত্যিই এই জলিবোট-শায়ী বিমুগ্ধ যুবক রামমোহন রায়ের চেয়ে বড়লোক?' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—৯৯
ছিন্নপত্র—৮৫

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৫২, ছত্র ১১, 'ডায়ারিটা তো' স্থলে 'ডায়ারিটাতে।'।

পৃ. ১৫২, ছত্র ১৫-১৬, 'ইচ্ছে পূর্বক খুব শক্ত একটা ছন্দ বানিয়ে তারই মধ্যে খুব শক্ত একটা ভাব ব্যক্ত করবার প্রয়াস করি' স্থলে 'ইচ্ছাপূর্বক খুব শক্ত একটা ভাব ব্যক্ত করবার প্রয়াস করি'।

পৃ. ১৫২, ছত্র ১৭, 'মিল থাকা চাই' স্থলে 'মিল থাকা দরকার মনে করি'।

পৃ. ১৫২, ছত্র ১৮, 'এর কি আবশ্যক ছিল—' স্থলে 'এর কী আবশ্যকতা ছিল!'।

পৃ. ১৫২, ছত্র ২১, 'লো[কেনে]র' স্থলে লোকেনের'।

পৃ. ১৫২, ছত্র ২৮, 'কর্তব্যের শেষ নেই, মনের সন্তোষ নেই ;' বর্জিত।

পৃ. ১৫৩, ছত্র ৩, 'অগাধ প্রশান্তির মধ্যে' স্থলে 'অগাধ শান্তির মধ্যে'।

ছিন্নপত্রাবলী—১০১
ছিন্নপত্র—৮৬

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৫৪, ছত্র ২৮, 'একলা থাকবার সময় যে চিঠিপত্র' স্থলে 'একলা থাকবার সময়-যে. বন্ধুবান্ধবদের চিঠিপত্র'।

পৃ. ১৫৪, ছত্র ২৯, 'চিঠির' বর্জিত।

পৃ. ১৫৫, ছত্র ২, 'ইনিয়ে-বিনিয়ে' বর্জিত।

পৃ. ১৫৫, ছত্র ৩, 'কল্পনার' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১০৪
ছিন্নপত্র—৮৯

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৫৮ ছত্র ১২, 'নতুন' বর্জিত।

পৃ. ১৫৮, ছত্র ১৫-১৮, '—[তবে] কেবল আমার...সময় পাওয়া যায় নি।' বর্জিত।

পৃ. ১৫৯, ছত্র ৩-৪, 'মাঝি জিজ্ঞাসা করলে, 'চরের কাছারি-ঘাটে রাখব কি?' স্থলে 'মাঝি জিজ্ঞাসা করলে, বোট চরের কাছারিঘাটে রাখব কি?'।

ছিন্নপত্রাবলী—১০৫
ছিন্নপত্র—৯০

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৬০ ছত্র ২১, 'কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হচ্ছে না' স্থলে 'কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য ঘটাচ্ছে না'।

পৃ. ১৬০, ছত্র ২২, 'সোনাটার' স্থলে 'সংগীতের'।

পৃ. ১৬০, ছত্র ২২-২৩, 'কতকটা সোপ্যাঁর ধাঁচায়, কিন্তু' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১০৬
ছিন্নপত্র—৯১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৬১, ছত্র ৫-৬, 'আমার গানগুলো পেয়েছিস।...মজলিসি বৈঠকি নয়।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১০৭
ছিন্নপত্র—৯২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৬৩, ছত্র ৫, 'কী মুশকিলেই পড়েছি [বব]!' বর্জিত।

পৃ. ১৬৩, ছত্র ১১-১৮, 'আমার অবস্থাটা দ্রৌপদীর ...করে থাকে। অতএব' বর্জিত।

পৃ. ১৬৩, ছত্র ২১, 'তুই যে নীরব কবি-সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিস' স্থলে 'নীরব কবি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠেছে।'।

পৃ. ১৬৪, ছত্র ৮, 'সেটার মানে তুই জিজ্ঞাসা করেছিস।' বর্জিত।

পৃ. ১৬৫, ছত্র ২৩-২৮, 'বোধ হয় উড়িষ্যার...টের পাওয়া যায়।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১০৯
ছিন্নপত্র—৯৪

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৬৭, ছত্র ১০, 'এবারে' স্থলে 'এবার'।

ছিন্নপত্রাবলী—১১০
ছিন্নপত্র—৯৫

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৬৮, ছত্র ২০-২১, 'শ্রাবণ মাসের ডায়ারিটা...গ্রন্থবিশেষ লিখতে হয়।...' বর্জিত।

পৃ. ১৬৮, ছত্র ২৪, 'সমস্তটি যেন একটি অর্গ্যানিক হোল্।' বর্জিত।

পৃ. ১৬৯, ছত্র ২০, 'গড়ে তুলতে দেয় নি।' স্থলে 'গড়ে তোলে নি।'।

পৃ. ১৬৯, ছত্র ২০, 'তোকে' বর্জিত।

পৃ. ১৭০, ছত্র ২-৫, 'তারা এক-একটি ছিপছিপে...করবার যো নেই।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১১১
ছিন্নপত্র—৯৬

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৭০, ছত্র ১২, 'তোর কাছ থেকে' বর্জিত।

পৃ. ১৭০, ছত্র ১৪-১৬, 'আহা, এমন প্রজা...চোখে জল আসে।' বর্জিত।

পৃ. ১৭১, ছত্র ১৪-১৭, 'য়ুরোপের সভ্যতা ক্রমে...জীর্ণ করে ফেলছে।' বর্জিত।

পৃ. ১৭১, ছত্র ২১, 'যে ক'টি টুকরো পাঠিয়েছিস' স্থলে 'যে-কটি টুকরো এসেছে।'।

ছিন্নপত্রাবলী—১১৩
ছিন্নপত্র—৯৭

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৭৩, ছত্র ১১, '(awkwardness)' বর্জিত।

পৃ. ১৭৩, ছত্র ১২-১২, 'বেড়াল কুকুর ঘোড়ার চেয়ে যেন এদের প্রতি একটু বেশি মমতার সঞ্চার হয়।' বর্জিত।

পৃ. ১৭৩, ছত্র ১৪-১৬, 'আমি এক-একবার ভাবছিলুম...মনের ভাবের মতো।' বর্জিত।

পৃ. ১৭৩, ছত্র ২১-২২, 'এবং কী একটা অপরিসীম বেদনা রুদ্ধ ঝড়ের মতো ঐ লোকটার ভিতরে ঘূর্ণ্যমান হত।' স্থলে 'এবং কী একটা বেদনাময় অশান্ত ক্লিষ্ট প্রতিভা রুদ্ধ ঝড়ের মতো ঐ লোকটার ভিতরে ঘূর্ণ্যমান হত!'।

পৃ. ১৭৩, ছত্র ২৩—পৃ. ১৭৪, ছত্র ৪ পর্যন্ত, 'ব...কে দেখলেও আমার...আভাস পাওয়া যায়।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১১৪
ছিন্নপত্র—৯৮

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৭৪, ছত্র ১৫-১৬, 'তোরা যথানিয়মে আহারাদি করে হিসেবপত্র দেখে এতক্ষণ বোধহয় রুদ্ধদ্বার শয়নালয়ে নিদ্রা দিতে গেছিস' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১১৭
ছিন্নপত্র—১০০

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৭৬, ছত্র ২৪, 'ব[লু]' স্থলে 'ব—'।
পৃ. ১৭৭, ছত্র ৩, 'বলুর' স্থলে 'ব—র'।
পৃ. ১৭৭, ছত্র ৪, '[বব]।' বর্জিত।
পৃ. ১৭৭, ছত্র ২২, 'ভেবে দেখ্ দেখি [বব]' স্থলে 'ভেবে দেখো দেখি'।
পৃ. ১৭৭, ছত্র ২৮, '[বব]' বর্জিত।
পৃ. ১৭৮, ছত্র ২, 'লো[কেনে]র ওখেন' স্থলে 'লোকেনের ওখান'।
পৃ. ১৭৮, ছত্র ১৪, 'ব[লু]র' স্থলে 'ব—র'।
পৃ. ১৭৮, ছত্র ১৫-১৯, 'সব-সুদ্ধ ব[লু]র এ লেখাটা... বিরক্ত হয়ে ওঠে।' বর্জিত।
পৃ. ১৭৮, ছত্র ২০, 'ব[লু]কে' স্থলে 'ব—কে'।
পৃ. ১৭৮, ছত্র ২৪, 'সেই touch of nature makes the whole world Kin!' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১১৮
ছিন্নপত্র—১০১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৭৯, ছত্র ১০, 'ঠিক তোদের কারও একজনের মতো মনে হয়,' বর্জিত।
পৃ. ১৭৯, ছত্র ৩১, 'তোকে আর' বর্জিত।
পৃ. ১৮০, ছত্র ২, 'বল্ দেখি—' বর্জিত।
পৃ. ১৮০, ছত্র ২-৩, 'এখন বোধ হয় তুই বিছানার মধ্যে অগাধ নিদ্রায় আচ্ছন্ন।' বর্জিত।
পৃ. ১৮০, ছত্র ৩-৪, 'যখন চিঠিটা পাবি, তখন দিনের বেলাকার প্রখর আলোকে খুবই সজাগ, সচঞ্চল, নানান কাজে ব্যস্ত—' স্থলে 'যখন চিঠিটা পৌঁছবে তখন দিনের বেলাকার প্রখর আলোকে জগৎটা খুবই সজাগ চঞ্চল, নানা কাজে ব্যস্ত;'।
পৃ. ১৮০, ছত্র ১০-১১, 'আমার এ চিঠি পড়ে বেশ বুঝতে পারবি এটা অর্ধরাত্রির চিঠি।...' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১১৯
ছিন্নপত্র—১০২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৮০, ছত্র ২৫, 'সে বোধ হয় তুই জানিস।' বর্জিত।
পৃ. ১৮১, ছত্র ১৫, 'নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি—' স্থলে 'নিশ্চিন্ত আছি।'
পৃ. ১৮১, ছত্র ১৮, 'এ-সব উৎপত্তি কোন্‌খানে?' স্থলে 'এ-সবের উৎপত্তি কোন্‌খানে?'।
পৃ. ১৮১, ছত্র ২৫-২৬, 'আমার স্কন্ধে এই ভয়ঙ্কর রহস্য-ভারটা যোজনা করে দেবার কী আবশ্যক ছিল!' স্থলে 'আমার স্কন্ধে এই ভয়ংকর রহস্য যোজনা করে দেবার কী প্রয়োজন ছিল?'।
পৃ. ১৮২, ছত্র ৯, 'না, তা'ও কি ঠিক জানি?' স্থলে—'...না, তাও কি ঠিক জানি!' পৃ. ১৮২, ছত্র ৯-১০, 'আমি সিম্প্যাথেটিক গ্র্যান্ড্ পিয়ানো কি কটেজ পিয়ানো সে সম্বন্ধেও ভ্রম হয়' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১২০
ছিন্নপত্র—১০৩

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৮২, ছত্র ২৮-২৯, 'আমি তো তোকে অনেকবার বলেছি' স্থলে, 'আমিও অনেকবার বলেছি।'
পৃ. ১৮৪, ছত্র ৮-২৩, 'সুন্দররূপে জীবনধারণ করাটাকে...রক্তও শুষে খায়।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১২১
ছিন্নপত্র—১০৪

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৮৫, ছত্র ২৯—পৃ. ১৮৬, ছত্র ৮, 'কেবল তোর চিঠি...ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।' বর্জিত।
পৃ. ১৮৬, ছত্র ১২, 'স্বপ্নের মতো!' বর্জিত।
পৃ. ১৮৬, ছত্র ১২-১৩, 'সুন্দরকে কেন যে স্বপ্নের মতো বলে ঠিক জানি নে' স্থলে 'কোনো সুন্দর জিনিষকে 'স্বপ্নের মতো' কেন বলে ঠিক জানি নে,'।
পৃ. ১৮৬, ছত্র ২১-২৬, '...সত্য এবং সুন্দরকে মানুষ...থেকে বেঁচে গেলি।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১২২
ছিন্নপত্র—১০৫

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৮৭, ছত্র ৫, 'পাংশুবর্ণ মেঘে আকাশ' স্থলে 'পাংশুবর্ণ মেঘের ভারে আকাশ'।

পৃ. ১৮৮, ছত্র ৪-১৩, 'কিন্তু বাদলার সকালে...বেরতে ইচ্ছা করে না।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১২৩
ছিন্নপত্র—১০৬

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৮৮, ছত্র ২৩, 'আপনি' স্থলে 'আপনিই'।

পৃ. ১৮৯, ছত্র ২১, 'আমাদের গরম কাপড় ছিল না' স্থলে 'আমাদের গায়ে গরম কাপড় ছিল না,'।

পৃ. ১৮৯, ছত্র ২৩-২৪, '(সে সুরটা এখনও মনে আছে, তাকে মধুকানের সুর বলে)'। বর্জিত।

পৃ. ১৮৯, ছত্র ২৮—পৃ. ১৯০ ছত্র ৩, 'তারপরে ভাবলুম আমার হাতে কত ক্ষমতা আছে—আমি ইচ্ছা করলে গল্প লিখতে পারি, ইচ্ছা করলে আপনাকে বর্তমান থেকে অনেক দূর দেশে দূরকালে প্রত্যক্ষবৎ নিয়ে যেতে পারি, আমি কোনো বাস্তবিক সামগ্রী না নিয়েও আপনাকে অনেকটা সুখী করতে পারি।' স্থলে 'তারপরে আমি ভাবলুম, এই তো আমি কোনো উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে এবং বর্তমানকে দূর কালের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে নিজেকে নিজে সুখী করতে পারি।'।

পৃ. ১৯০, ছত্র ৩, 'মনে পড়ল' স্থলে 'মনে হল'।

পৃ. ১৯০, ছত্র ৪, 'টাকায় টাকা আসে', তেমনি সুখে সুখ আনে' স্থলে 'টাকায় টাকা আনে, তেমনি সুখও সুখ আনে।'।

পৃ. ১৯০, ছত্র ৪-৫, 'আমরা সুখের সময় মনে করি' স্থলে 'সুখের সময়েই আমরা মনে করি।'।

পৃ. ১৯০, ছত্র ৬, 'দুঃখের সময় দেখি' স্থলে—'দুঃখের সময়ে দেখতে পাই'।

পৃ. ১৯০, ছত্র ৬-৭, 'কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায় না' বর্জিত।

পৃ. ১৯০, ছত্র ৮, 'সুখের জিনিষ' স্থলে 'সুখের আভাস'।

পৃ. ১৯০, ছত্র ৮, 'ভিতরে' স্থলে 'ভিতর'।

পৃ. ১৯০, ছত্র ১০, 'এক-সঙ্গে' স্থলে 'একসঙ্গেই'।

পৃ. ১৯০, ছত্র ১১-১২, 'আমার ক্ষমতার অন্ত নেই, আমি আমার রচনায় কল্পনায় আনন্দে পৃথিবী প্লাবিত করে দিতে পারি।' বর্জিত।

পৃ. ১৯০, ছত্র ১৩,—'ভিতর' স্থলে 'উপর'।

পৃ. ১৯০, ছত্র ১৪, 'স্বর্গ' স্থলে 'স্বর্গটি'।

পৃ. ১৯০, ছত্র ১৮, 'সমাধা' স্থলে 'সম্পন্ন'।

পৃ. ১৯০, ছত্র ২৫, 'তোর' বর্জিত।

পৃ. ১৯০, ছত্র ২৫, 'অবগত হওয়া গেল' স্থলে 'অবগত হওয়া গেল যে,'।

পৃ. ১৯১, ছত্র ২-৩, 'তার মোটা মোটা ফুলো হাতটা গায়ের উপর এমনি মিষ্টি লাগে!' স্থলে 'সেই কথাটা মনে পড়ছে।'।

ছিন্নপত্রাবলী—১২৫
ছিন্নপত্র—১০৭

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৯৩, ছত্র ২৭—পৃ. ১৯৪, ছত্র ১২, 'আমি মনে করেছিলুম...মাঝামাঝি হলেই মুশকিল।' বর্জিত।

পৃ. ১৯৪, ছত্র ১৩, 'work-shop-এর' স্থলে 'কারখানাঘরের'।

পৃ. ১৯৪, ছত্র ১৪-১৫, 'বন্ধু যখন আসেন' স্থলে 'কেউ যখন বাইরে থেকে আসেন'।

পৃ. ১৯৪, ছত্র ১৯-২৬, 'আমি ঠিক কিরকম ভাবে...সেগুলি নিয়ে মহাবিপদ।' বর্জিত।

পৃ. ১৯৪, ছত্র ২৮, 'আমার নির্জন জীবনের পক্ষে ভারী আঘাতজনক' স্থলে 'নির্জনজীবনের পক্ষে আঘাতজনক।'।

পৃ. ১৯৪, ছত্র ২৮, 'তার কারণ,' স্থলে 'কেননা,'।

পৃ. ১৯৪, ছত্র ২৯-৩০, 'বিচ্ছিন্ন অংশসমগ্র হয়ে জেগে ওঠে' স্থলে 'বাহির হয়ে আসে;'।

পৃ. ১৯৪, ছত্র ৩০—পৃ. ১৯৫, ছত্র ৩, 'সে অনেকটা নিজের মতো, সুতরাং সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত হয়—সে অবস্থায় সে লোকসঙ্গে অনুপযোগী হয়ে ওঠে এবং তার সমস্ত প্রকৃতি একটা ঐক্য লাভ করাতে, যা-কিছু সেই ঐক্য ভেঙে দেয় তাই তাকে আঘাত করে।...' স্থলে 'সুতরাং সেই

সময়ে মানুষ বড়ো বেশি নিজেরই মতো, অর্থাৎ কিছু সৃষ্টিছাড়া গোছের হয়—সে অবস্থায় সে লোকসংঘের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।'।

পৃ. ১৯৫, ছত্র ৪, 'মস্ত' বর্জিত।

পৃ. ১৯৫, ছত্র ৫-৮, '...আমার মনটিকে তার সমস্ত স্থান ছেড়ে দিতে রাজি আছে—সঙ্গীর মতো নিয়ত সঙ্গ দান করে, অনন্ত স্থান অধিকার করে থাকে অথচ আমার এক তিল জায়গা জোড়ে না।' স্থলে 'মানুষের মনকে সে আপনার সমস্ত জায়গাটি ছেড়ে দিতে রাজি হয়; সে নিয়ত সঙ্গ দান করে, তবু সঙ্গ আদায় করে না; সে অনন্ত আকাশ অধিকার করে থাকে, তবু সে আমার এক তিল জায়গা জোড়ে না—'।

পৃ. ১৯৫, ছত্র ৯, 'মীরার মতো' স্থলে 'শিশু-কন্যাটির মতো'।

পৃ. ১৯৫, ছত্র ১১-১২, 'বেশপরিবর্তনের আশ্চর্য সুবন্দোবস্ত আছে, আমার উপরে তার কোনো ভার নেই,' স্থলে 'বেশ পরিবর্তনের বন্দোবস্ত-ভার আমার উপর কিছুমাত্র নেই,'।

পৃ. ১৯৫, ছত্র ১২, 'প্রকাণ্ড' স্থলে 'বিরাট'।

পৃ. ১৯৫, ছত্র ১২, 'পরিপুষ্ট' বর্জিত।

পৃ. ১৯৫, ছত্র ১৩-১৪, 'ভাষা পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্য লোকালয়েই অত্যন্ত উপাদেয়।' স্থলে 'ভাষায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ, বুদ্ধিমান, বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ লোকালয়ের পক্ষেই উপাদেয়।'।

পৃ. ১৯৫, ছত্র ১৪-১৬, 'এ-সব অসামাজিক কথা...মনে হবে না।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১২৮
ছিন্নপত্র—১০৮

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ১৯৮, ছত্র ১১-২৪, 'আমি এখন পথে।...প্রবেশ করা গেল' বর্জিত।

পৃ. ১৯৮, ছত্র ২৫, 'সন্ধেবেলায়' স্থলে 'সন্ধ্যাবেলায়'।

পৃ. ১৯৮, ছত্র ২৯, 'খুব' বর্জিত।

পৃ. ১৯৯, ছত্র ৪, 'অপূর্বভাবের আবেগ' স্থলে 'অপূর্ব আবেগ'।

পৃ. ১৯৯, ছত্র ১২-১৩, 'বোধহয়' বর্জিত।

পৃ. ১৯৯, ছত্র ১৫, 'পাওয়া যায়' স্থলে 'পাওয়া যাচ্ছে।'।

পৃ. ১৯৯, ছত্র ১৬, 'তখন' বর্জিত।

পৃ. ১৯৯, ছত্র ১৬, 'সেই' স্থলে 'এই'।

পৃ. ১৯৯, ছত্র ১৭, 'সঙ্গে মিলিয়ে যায়' স্থলে 'মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে;'।

পৃ. ১৯৯, ছত্র ১৭-১৮, 'খুব একটা বৃহৎ বিস্তৃত বিষাদপূর্ণ রহস্যময় আদি-অন্তশূন্য প্রশ্নোত্তরহীন নিরুদ্দেশ' স্থলে 'খুব একটা বিস্তৃত আদি-অন্ত-শূন্য প্রশ্নোত্তরহীন'।

পৃ. ১৯৯, ছত্র ১৯, 'করতে থাকে' স্থলে 'করছে।'।

পৃ. ১৯৯, ছত্র ১৯-২০, 'কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার...বোঝাতে পারব না।' বর্জিত।

পৃ. ১৯৯, ছত্র ২২, 'আমাদের' বর্জিত।

পৃ. ১৯৯, ছত্র ২২, 'প্রবেশ করে' স্থলে 'পথ পায়'।

পৃ. ১৯৯, ছত্র ২২, 'হতে থাকে' স্থলে 'শোনা যায়'।

পৃ. ১৯৯, ছত্র ২৩-২৫, 'সেইজন্যে দেখেছি আমার...প্রকাশ পেয়ে থাকবে।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১২৯
ছিন্নপত্র—১০৯

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২০০, ছত্র ৫, 'The Jew ব'লে একটা Polish নভেল পড়ে দিন কাটাতে হল।' ছিন্নপত্রে বর্জিত।

পৃ. ২০০, ছত্র ৫, 'সে' স্থলে 'এ'।

পৃ. ২০০, ছত্র ৮, 'ওটা ঠিক কর্তব্যবোধ নয়' বর্জিত।

পৃ. ২০০, ছত্র ৮, 'লো[কেন]' স্থলে 'লোকেন'।

পৃ. ২০০, ছত্র ১০, 'বা অল্প' বর্জিত।

পৃ. ২০০, ছত্র ১৩, 'নিজে' স্থলে 'নিয়ে'।

পৃ. ২০০, ছত্র ১৩, 'বিরুদ্ধেও' স্থলে 'প্রতিকূলেও'।

পৃ. ২০০, ছত্র ১৬—পৃ. ২০১, ছত্র ২০ 'লেখবার বাসনা ছিল...করে না, ভেঙে দেয়।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৩০
ছিন্নপত্র—১১০

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২০১, ছত্র ২৭-২৯, 'যারা আমাদের কাছাকাছির...ইচ্ছে করে না—কিন্তু' বর্জিত।

পৃ. ২০১, ছত্র ৬, 'বৎসর' স্থলে 'বছর'।

পৃ. ২০২, ছত্র ২-৪, 'সেই দশ বৎসরের কত সুদীর্ঘ অংশ তাকে জানি নে—বোধ হয় আজীবন সম্পর্কের জমা খরচ হিসাব করলে খুব একটা বড়ো রকম অঙ্ক হাতে থাকে না।' স্থলে—'তাকে দশটা বছরের কত সুদীর্ঘ অংশই জানি নে; বোধ করি আজীবন সম্পর্কের জমাখরচও হিসাব করলেও তেমন বড়ো অঙ্ক হাতে থাকে না।'।

পৃ. ২০২, ছত্র ৪-৫, 'এই তো কেবল চোখের জানা, তারপরে মনের জানার তো কথাই নেই।' বর্জিত।

পৃ. ২০২, ছত্র ৫, 'এবং' বর্জিত।

পৃ. ২০২, ছত্র ৭, 'হতে হবে' স্থলে 'হতেই হবে'।

পৃ. ২০২, ছত্র ৭, 'এবং' বর্জিত।

পৃ. ২০২, ছত্র ৯-১০, 'এরকম করে ভেবে দেখলে' স্থলে 'এরকম ভেবে দেখলে'।

পৃ. ২০২, ছত্র ১০, 'হয়তো' বর্জিত।

পৃ. ২০২, ছত্র ১০-১১, 'মনে হয়, 'তবে আর কেন—' বর্জিত।

পৃ. ২০২, ছত্র ১১, 'উল্টো' স্থলে 'উল্টোই'।

পৃ. ২০২, ছত্র ১২-১৩, 'বেশি করে পেতে ইচ্ছে করে। এক-এক সময় মনে হয়,' বর্জিত।

পৃ. ২০২, ছত্র ১৩, 'গুটিকতক সচেতন' স্থলে 'কয়েকজন'।

পৃ. ২০২, ছত্র ১৩-১৪, 'মধ্যে মাথা তুলে' বর্জিত।

পৃ. ২০২, ছত্র ১৪, 'উঠেছি এবং কাছাকাছি এসে ঠেকেছি' স্থলে 'এক জায়গায় এসে ঠেকেছি।'।

পৃ. ২০২, ছত্র ১৪-১৫, 'এ একটা আকস্মিক সংযোগ' বর্জিত।

পৃ. ২০২, ছত্র ১৫, 'এই সংযোগটুকুর মধ্যে' স্থলে 'এই অপূর্ব সংযোগটুকুর মধ্যে'।

পৃ. ২০২, ছত্র ১৬, 'অনন্তকালের মধ্যে' স্থলে 'শত যুগে'।

পৃ. ২০২, ছত্র ১৫—১৮, 'বসন্ত রায়ের কবিতায় এক জায়গায় একটা লাইন আছে—
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।' স্থলে...
'তাই কবি বসন্ত রায় লিখছেন—
নিমিষে শতেক যুক
হারাই হেন বাসি।'।

পৃ. ২০২, ছত্র ১৯, 'যুগের' স্থলে 'যুগেরই'।

পৃ. ২০২, ছত্র ২০-২১, 'সেই জন্যে নিমেষগুলোকে দুর্‌মুল্য...নতুন বলে ঠেকে!' বর্জিত।

পৃ. ২০২, ছত্র ২৪, 'হঠাৎ তোদের দিকে চেয়ে আমার মনে হল', স্থলে 'হঠাৎ এক সময়ে সকলের দিকে চেয়ে আমার মনে হল',

পৃ. ২০২, ছত্র ২৪-২৭, 'এই-যে তুই দুপুরবেলায়...করে বসে আছেন' বর্জিত।

পৃ. ২০২, ছত্র ২৯, 'যেটুকু সৌন্দর্য আছে এবং আনন্দ আছে তার আর সীমা নেই,' স্থলে 'যেটুকু সৌন্দর্য ও আনন্দ আছে'।

পৃ. ২০২, ছত্র ২৯-৩০, 'এই-যে মেঘলা আকাশের আলোটুকু আসছে এ এক অসাধারণ লাভ।' স্থলে 'এই-যে খোলা জানলা দিয়ে মেঘলা আকাশের আলোটুকু আসছে, এ একটা অসাধারণ লাভ।'।

পৃ. ২০২, ছত্র ৩০, 'প্রতিদিনের' স্থলে 'প্রাত্যহিক'।

পৃ. ২০৩, ছত্র ২-৩, 'হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে এক-এক সময়ে কেন যে একটুখানি ছিঁড়ে যায় জানি নে,' স্থলে 'একদিন কেন যে একটুখানি ছিঁড়ে যায় জানি নে;'।

পৃ. ২০৩, ছত্র ৫-১৪, 'তখন তোরা যে তোরা...। 'সকল-তাতেই বাড়াবাড়ি'।' বর্জিত।

পৃ. ২০৩, ছত্র ১৪, 'অনেকগুলো' স্থলে 'চারিদিকের অনেকগুলো'।

পৃ. ২০৩, ছত্র ১৫, 'দিয়ে যায়' স্থলে 'দেয়,'

পৃ. ২০৩, ছত্র ১৫, 'অনেকগুলো' স্থলে 'অতিশয়'।

পৃ. ২০৩, ছত্র ১৬-১৭, 'মনকে সম্পূর্ণ আবৃত করতে পারে না—' স্থলে 'মনে তেমন করে এঁটে ধরে না—'।

পৃ. ২০৩, ছত্র ১৭, 'আমার কাছে পুরাতন প্রতিদিন নূতন করে ঠেকে।' স্থলে 'পুরাতনকে বারবার নূতনের মতোই দেখি;'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৩৯

ছিন্নপত্র—১১১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২১১, ছত্র ১১, 'চলছে এবং চতুর্দিক ম্লান হয়ে আছে।' বর্জিত।

পৃ. ২১১, ছত্র ১৮, 'জ্যোতিপ্রতিমা' স্থলে 'জ্যোতিঃপ্রতিমা'।

পৃ. ২১২, ছত্র ৩-৪, 'মাটির আসল রঙটি কেবল এই মাঝখানে প্রবাহিত ঘোলা নদীর জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে' স্থলে 'মাটির রঙটি কেবল এই ঘোলা নদীর জলের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে।'।

পৃ. ২১২, ছত্র ৫, 'নদী বিষম ঘোলা' বর্জিত।

পৃ. ২১২, ছত্র ৬, 'মধ্যে' স্থলে 'মধ্যেই'।

পৃ. ২১২, ছত্র ৮-৯, 'মহা লাঠালাঠি বেধে যাচ্ছে।' স্থলে 'লাঠালাঠি, কাটাকাটি।'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৪০
ছিন্নপত্র—১১২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২১২, ছত্র ১৬-১৭, 'আজ সমস্ত দিন...দিতে হয় নি।' বর্জিত।

পৃ. ২১২, ছত্র ২০-২৩, 'যদি কোনো একটা...উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে।' বর্জিত।

পৃ. ২১২, ছত্র ২৩, 'দিনের পর দিন কথা না কয়ে কাটছে' স্থলে 'দিনের পর দিন যখন একটি কথা না কয়ে কাটে'।

পৃ. ২১২, ছত্র ২৩-২৫, 'এমন অভিজ্ঞতা তোদের...আশ্চর্য বেড়ে ওঠে—' বর্জিত।

পৃ. ২১২, ছত্র ২৬-২৮, 'কেবল যদি কিছুক্ষণের...আমাদের কানে আসে;' বর্জিত।

পৃ. ২১৩, ছত্র ৪-৫, 'আমার এই পদ্মার...অনেক দিনের পরিচিতি।' বর্জিত।

পৃ. ২১৩, ছত্র ৬, 'আমার' বর্জিত।

পৃ. ২১৩, ছত্র ৯-১২, 'আমার জন্যে একটি শান্তি...ঘরের মতো বোধ হত।' বর্জিত।

পৃ. ২১৩, ছত্র ১৩১৪, 'সেই একটি অন্তরঙ্গ...করতে পারবে না।' বর্জিত।

পৃ. ২১৩, ছত্র ১৫, 'গোপন' স্থলে 'গুপ্ত'।

পৃ. ২১৩, ছত্র ১৮, 'পদচিহ্ন-দ্বারা' স্থলে 'পদচিহ্নের দ্বারা'।

পৃ. ২১৩, ছত্র ১৯-২৭, 'আমাদের দুটো জীবন...বলতে চায় না।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৪১
ছিন্নপত্র—১১৩

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২১৪, ছত্র ৮-১০, 'আজকাল প্রায়ই দেখতে পাই ছোটো ছোটো মৃত পাখি স্রোতে ভেসে আসছে—তাদের মৃত্যুর ইতিহাস বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।' স্থলে—'আজ দেখতে পেলুম ছোটো একটি মৃত পাখি স্রোতে ভেসে আসছে —ওর মৃত্যুর ইতিহাস বেশ বোঝা যাচ্ছে।'।

পৃ. ২১৪, ছত্র ৯-১০, 'ধারের আমবাগানের' স্থলে 'ধারে বাগানের'।

পৃ. ২১৪, ছত্র ১০, 'তাদের' স্থলে 'ওর'।

পৃ. ২১৪, ছত্র ১০, 'তারা সন্ধের সময়' স্থলে 'সন্ধ্যার সময়'।

পৃ. ২১৪, ছত্র ১১, 'পরস্পরের' স্থলে' 'সঙ্গীদের'।

পৃ. ২১৪, ছত্র ১৪, 'পাখিগুলি' স্থলে 'পাখি'।

পৃ. ২১৪, ছত্র ১৫, 'আর জাগতে' স্থলে 'আর তাকে জাগাতে'।

পৃ. ২১৪, ছত্র ১৩-১৪, 'গাছ তার সমস্ত ব্যাকুল প্রসারিত শিকড়গুলো নিয়ে জলে পড়ে গেছে,' বর্জিত।

পৃ. ২১৪, ছত্র ১৫-১৭, 'এই ভাসমান মৃত...তার মূল্য যৎসামান্য।' বর্জিত।

পৃ. ২১৪, ছত্র ১৭-১৮ 'আমি দেখেছি' বর্জিত।

পৃ. ২১৪, ছত্র ১৮-২০, 'পশুপক্ষী জীবজন্তু আমার ভারী নিকটবর্তী হয়ে আসে—আপনাকে তাদের চেয়ে খুব বেশি স্বতন্ত্র কিম্বা উঁচুদরের মনে হয় না।' বর্জিত।

পৃ. ২১৪, ছত্র ২১-২৩, 'এই পাখিগুলি যে অবহেলায়...মনে হয় না।' বর্জিত।

পৃ. ২১৪, ছত্র ২৩-২৪, 'এত জটিল এবং মনুষ্যকীর্তি এত জাজ্বল্যমান যে, মানুষ সেখানে' বর্জিত।

পৃ. ২১৪, ছত্র ২৪-২৫, 'সে সেখানে' স্থলে 'সেখানে সে'।

পৃ. ২১৪, ছত্র ২৭, 'জন্মক্রমে' বর্জিত।

পৃ. ২১৪, ছত্র ২৮, 'হওয়া' স্থলে 'হওয়াটাকে'।

পৃ. ২১৪, ছত্র ২৮-২৯, 'কীটপতঙ্গ পর্যন্ত প্রাণী মাত্রেরই একটা সমশ্রেণিতা আছে, সেটা তারা খুব অনুভব করে—' বর্জিত।

পৃ. ২১৪, ছত্র ৩০, 'জন্যে' স্থলে 'জন্য'।
পৃ. ২১৪, ছত্র ৩১, 'উদার' স্থলে 'বিশ্ব'।
পৃ. ২১৪, ছত্র ৩১, 'মাঝখানে এলে তার' বর্জিত।
পৃ., ২১৫, ছত্র ২, 'আমার সেই ভারতবর্ষীয় স্বভাবটি জাগ্রত হয়ে ওঠে' স্থলে 'সেই আমার ভারতবর্ষীয় স্বভাব জেগে ওঠে।'।
পৃ. ২১৫, ছত্র ৩-৪, 'আমি জীবজন্তুর সুখদুঃখের...কথা মনে পড়ে।' বর্জিত।
পৃ. ২১৫, ছত্র ৭-১১, 'সেই জন্যে প্রতিবারেই...প্রকৃতি কে জানে?' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৪২
ছিন্নপত্র—১১৪

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২১৫, ছত্র ২৫, 'দেশের নাড়ীর' স্থলে 'নদীর নাড়ীর'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৪৪
ছিন্নপত্র—১১৫

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২১৭, ছত্র ২৮—পৃ. ২১৮, ছত্র ৮, 'যদিও আমার এমন...একটা প্রবল ইচ্ছা' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ৯, 'কিন্তু' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ১০, 'করাই' স্থলে 'করে তোলাই'।
পৃ. ২১৮, ছত্র ১০, 'একমাত্র' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ১০-১১, 'এটা একেবারে আমার প্রকৃতি সিদ্ধ' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ১১, 'চঞ্চল' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ১৩-১৬, 'আমার ভিতর দিয়ে...থাকতে ভেবে রাখি' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ১৬-১৮, 'তার মধ্যেও আমার আয়ত্তের বহির্‌ভূত আর-একটি পদার্থ এসে নিজের স্বভাব-মত কাজ করে এবং সমস্ত জিনিষটাকে মোটের উপরে আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়।' স্থলে 'নিজের কাজের মাঝখানে নিজের আয়ত্তের বহির্‌ভূত আর-একটি পদার্থ এসে তারই স্বভাবমত কাজ করে।'।
পৃ. ২১৮, ছত্র ১৮, 'মুগ্ধভাবে' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ১৯, 'আমার' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ২০, 'আমার' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ২১, 'এবং' স্থলে 'ও'।
পৃ. ২১৮, ছত্র ২১-২৫, 'প্রকৃতির মধ্যে এসে...একটা উপাদান আছে।' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ২৫, 'মীরাটাকে' স্থলে 'নিজের শিশুকন্যাকে'।
পৃ. ২১৮, ছত্র ২৫, 'আমার' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ২৬-২৭, 'তার মধ্যে আমি...মীরা থাকে না' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ২৭, 'সমস্ত' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ২৮, 'অঙ্গ' স্থলে 'অন্তর্বর্তী'।
পৃ. ২১৮, ছত্র ২৮, 'আমার' স্থলে 'এবং'
পৃ. ২১৮, ছত্র ২৮, 'একটা' বর্জিত।
পৃ. ২১৮, ছত্র ২৯, 'সব স্নেহ সব ভালোবাসাই' স্থলে 'প্রীতি মাত্রই'।
পৃ. ২১৯, ছত্র ২, 'বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব—' স্থলে 'বিশ্বের অন্তরতম একটি শক্তির সজাগ আবির্ভাব,'।
পৃ. ২১৯, ছত্র ৪-৭, 'যে জগৎব্যাপী আকর্ষণ—শক্তিতে সমস্ত ভ্রাম্যমান বিশ্বজগৎ একসূত্রে বাঁধা, সেই আকর্ষণেই আপেল ফল গাছ থেকে মাটিতে এসে পড়ে। বাহ্য জগতে যেমন এই আকর্ষণ, মনোজগতে সেই রকম একটা বিশ্বব্যাপী আনন্দের আকর্ষণ আছে—' স্থলে—'বিশ্বজগতে সর্বব্যাপী আকর্ষণশক্তি যেমন, ছোটো বড়ো সর্বত্রই তার যেমন কাজ, অন্তরজগতে সেইরকম একটা বিশ্বব্যাপী আনন্দের আকর্ষণ আছে।'
পৃ. ২১৯, ছত্র ১১, 'আনন্দ কেন পাই' স্থলে 'কেন আনন্দ পাই'।
পৃ. ২১৯, ছত্র ১১-১২, '(সে আনন্দ যতই ক্ষুদ্র যতই চঞ্চল হোক)—' বর্জিত।
পৃ. ২১৯, ছত্র ১৩-১৪, 'আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, ...বোঝাবার যো নেই।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৪৫
ছিন্নপত্র—১১৬

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২১৯, ছত্র ২১-২৬, 'তার পরে বোটে ফিরে এসে...প্রসারিত দেখতে পাই' বর্জিত।
পৃ. ২১৯, ছত্র ২৬, 'হয়েছে' বর্জিত।

পৃ. ২১৯, ছত্র ২৭, 'অধিকাংশই সবুজ ঘাস,' বর্জিত।
পৃ. ২১৯, ছত্র ২৭, 'পদচিহ্ন রচিত' বর্জিত।
পৃ. ২১৯, ছত্র ২৮, 'হয়ে' বর্জিত।
পৃ. ২১৯, ছত্র ২৯-৩০, 'জ্যোৎস্নায় সেই জীর্ণ কুটির এবং খড়ের স্তূপ ভারী সুন্দর ছবির মতো দেখতে হয়। স্থলে 'জ্যোৎস্নায় সমস্ত ছবির মতো দেখাচ্ছে।'।
পৃ. ২১৯, ছত্র ৩০, 'সন্ধেবেলাটি' স্থলে 'সন্ধ্যাবেলাটি'।
পৃ. ২২০, ছত্র ২-৩, 'এমন নির্জন নিস্তব্ধ, অথচ এমন পরিপূর্ণ হয়ে উদয় হয়,' বর্জিত।
পৃ. ২২০, ছত্র ৩, 'মানুষের মতো এমন' স্থলে 'এমন মানুষটির মতো'।
পৃ. ২২০, ছত্র ৭, 'আমি' স্থলে 'বাইরের আমি'।
পৃ. ২২০, ছত্র ৭, 'সেই' বর্জিত।
পৃ. ২২০, ছত্র ৯, 'দুজনের' বর্জিত।
পৃ. ২২০, ছত্র ১৬, 'কল্পনারও' স্থলে 'কল্পনাও'।
পৃ. ২২০, ছত্র ১৬, 'কোনো বাধা থাকে না, সেও' বর্জিত।
পৃ. ২২০, ছত্র ১৭, 'অনেকগুলি ছায়াময়ী মায়াসেবিকা পরিবৃত হয়ে' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৪৬
ছিন্নপত্র—১১৭

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২২০, ছত্র ২৭, 'এবং' স্থলে—'ও'।
পৃ. ২২০, ছত্র ২৮, 'অনেকটা সাহায্য লাভ হয়েছে' স্থলে 'অনেক সাহায্য হয়েছে।'
পৃ. ২২০, ছত্র ২৯—পৃ. ২২১, ছত্র ২, রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো...প্রশংসা করে গেছেন,'—বর্জিত।
পৃ. ২২১, ছত্র ২-৩, 'মনের কোনো সংশয় দূর হয় নি' স্থলে 'সংশয় দূর হয় না।'
পৃ. ২২১, ছত্র ৩, 'মতের' স্থলে 'মত'।
পৃ. ২২১, ছত্র ৪, 'কারণ, দুইয়ের চেয়ে এক সরল' বর্জিত।
পৃ. ২২১, ছত্র ৫, 'খুব সংগত এবং' বর্জিত।
পৃ. ২২১, ছত্র ৫-৬, 'কিন্তু অমন জটিল সমস্যা মানুষের বুদ্ধির পক্ষে আর কিছু নেই।' স্থলে 'কিন্তু অমন সমস্যা আর নেই।'।
পৃ. ২২১, ছত্র ৬, 'বেদান্ত গর্ড্যানগ্রন্থি' স্থলে সংযোজন —'বেদান্ত তারই একেবারে গর্ড্যান-গ্রন্থি'।
পৃ. ২২১, ছত্র ৬, 'দুইয়ে মিলিয়ে এক করে' বর্জিত।
পৃ. ২২১, ছত্র ৭, 'আর কিছু না হোক্', বর্জিত।
পৃ. ২২১, ছত্র ৭, 'সমস্যাটাকে আধখানা ছেঁটে দিয়েছে' স্থলে 'সমস্যাটাকে একেবারে আধখানা ছেঁটেই ফেলেছেন।'।
পৃ. ২২১, ছত্র ৮, 'আমরা কেউ নেই—' স্থলে 'আমরাও নেই,'।
পৃ. ২২১, ছত্র ৮, 'এক' বর্জিত।
পৃ. ২২১, ছত্র ৯, 'আশ্চর্যের বিষয় এই যে,' স্থলে 'আশ্চর্য এই,।
পৃ. ২২১, ছত্র ৯, 'মানুষ একথা মনে' স্থলে 'মানুষ মনে এ কথা।'
পৃ. ২২১, ছত্র ১০, 'কথাটা কানে শুনতে যতটা বেশি অদ্ভুত হয়' স্থলে 'কথাটা শুনতে যত অসংগত'।
পৃ. ২২১, ছত্র ১১, 'কিছু যে আছে এইটে প্রমাণ করাই ভারী শক্ত।' স্থলে—'কিছুই যে আছে সেইটে প্রমাণ করাই শক্ত।'।
পৃ. ২২১, ছত্র ১১-১৪, 'ঐ বৈদান্তিক মতটা...পরিগ্রহ করে বসবে।' বর্জিত।
পৃ. ২২১, ছত্র ২৪-২৬, 'সন্ধ্যাবেলায় জগৎকে যে পরিমাণে...যথার্থতঃ মুক্তিরই আনন্দ—অর্থাৎ' বর্জিত।
পৃ. ২২১, ছত্র ২৬, 'করার দরুন' স্থলে 'করাতে'।
পৃ. ২২১, ছত্র ২৭, 'আমার যে একটা দৃঢ়—বন্ধন থাকে' স্থলে 'যে একটা দৃঢ় বন্ধনজাল থাকে,'
পৃ. ২২১, ছত্র ২৭-২৮, 'ছায়াময় হয়ে আসাতে' স্থলে 'ছায়াময় ও সৌন্দর্যময় হয়ে আসাতে'।
পৃ. ২২১, ছত্র ২৮—পৃ. ২২২, ছত্র ২ 'যখন জগৎটাকে একেবারে সম্পূর্ণই অসৎ বলে অন্তরের মধ্যে দৃঢ় উপলব্ধি জন্মাবে তখন যে-একটি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করব সেই স্বাধীনতায় আমি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হব।' স্থলে 'যখন জগৎটাকে একেবারে নিছক মায়া বলেই নিশ্চয় জানব তখনই মুক্তির বাধা থাকবে না।'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৪৭
ছিন্নপত্র—১১৮

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২২২, ছত্র ১০-১২, 'আমাদের এখানে নদীর...সমান হয়ে এসেছে' বর্জিত।

পৃ. ২২২, ছত্র ১৩, 'যাচ্ছে' স্থলে 'যায়'।

পৃ. ২২২, ছত্র ১৪-১৭, 'আমার ডান দিকের...প্রচণ্ড ধাবমান গতি।' বর্জিত।

পৃ. ২২২, ছত্র ১৭, 'অনেক সময়' বর্জিত।

পৃ. ২২২, ছত্র ১৯-২০, 'মানুষ পশু এবং তরুলতার' স্থলে 'মানুষ পশুর'।

পৃ. ২২২, ছত্র ২০, 'খানিকটা গতি খানিকটা বিশ্রাম' স্থলে 'খানিকটা চলা খানিকটা না-চলা।'।

পৃ. ২২২, ছত্র ২০-২১, 'একটা অংশের গতি আর-একটা অংশের নিশ্চলতা' বর্জিত।

পৃ. ২২২, ছত্র ২৪, 'চলে' বর্জিত।

পৃ. ২২২, ছত্র ২৪, 'আমাদের মন স্বভাবতই সমগ্রতই চলছে' স্থলে 'আমাদের মনটার আগাগোড়াই চলেছে।'।

পৃ. ২২২, ছত্র ২৯, 'ভূমি' স্থলে 'স্থিরভূমি'।

পৃ. ২২২, ছত্র ৩০—পৃ. ২২৩, ছত্র ১-৪, 'স্রোতের মুখে বোট ছুটে চলেছে।' বর্জিত।

পৃ. ২২৩, ছত্র ৪-৫, 'এমন সুন্দর দেখতে হয়েছে সে আর কী বলব!' বর্জিত।

পৃ. ২২৩, ছত্র ৭, 'বর্ষাকালের' স্থলে 'বর্ষার'।

পৃ. ২২৩, ছত্র ৯, 'এই-সমস্ত সৌন্দর্য' স্থলে 'এই, প্রকৃতির সৌন্দর্য'।

পৃ. ২২৩, ছত্র ৯-১০, 'এর মধ্যে মানব-ইতিহাসের ...পূর্ণ হয়ে রয়েছে,' বর্জিত।

পৃ. ২২৩, ছত্র ১০, 'যেন' বর্জিত।

পৃ. ২২৩, ছত্র ১১-১২, 'এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণব-কবিদের সেই অনন্ত বৃন্দাবন রয়ে গেছে।' স্থলে 'এর মধ্যে অনন্ত বৃন্দাবন।'।

পৃ. ২২৩, ছত্র ১২-১৪, 'বৈষ্ণব কবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।' স্থলে 'বৈষ্ণবপদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।'।

পৃ. ২২৩, ছত্র ১৪-১৯, 'কিন্তু অধিকাংশ পাঠক...দৃষ্টিতে তা পড়ে না।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৪৯
ছিন্নপত্র—১১৯

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২২৪, ছত্র ২৫-২৬, 'চার দিক থেকে অবারিত ভাবে আলো এবং বাতাস আসতে থাকে—' স্থলে 'চারিদিক থেকে আলো বাতাস আসছে,'

পৃ. ২২৪, ছত্র ২৭, 'ডাল' স্থলে 'ডালপালা'।

পৃ. ২২৪, ছত্র ২৮, 'বেরোবা-মাত্র' স্থলে 'কেবলমাত্র'।

পৃ. ২২৪, ছত্র ২৮, 'রন্ধ্রগুলি' স্থলে 'রন্ধ্র'।

পৃ. ২২৫, ছত্র ৯, 'সুদীর্ঘ সুন্দর অবসর—' স্থলে 'সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর?'।

পৃ. ২২৫, ছত্র ৯-১০, 'সব-যুদ্ধ জড়িয়ে আমাকে ভারী উদাস এবং আকুল করে।' স্থলে 'সবসুদ্ধ আমাকে উদাস করে দেয়।'

পৃ. ২২৫, ছত্র ১৪, 'নগর' স্থলে 'নগরের'।

পৃ. ২২৫, ছত্র ১৫, 'রাজপথ' স্থলে 'বাজারের পথ'।

পৃ. ২২৫, ছত্র ২৯-৩০, 'সেটার ভিতরে বেশ সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পেরেছিলুম' বর্জিত।

পৃ. ২২৫, ছত্র ৩০—

পৃ. ২২৬, ছত্র ২, 'ছড়া'র একটা স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেখানে কোনো আইন কানুন নেই—মেঘরাজ্যের মতো।' স্থলে 'ছড়ার রাজ্যে আইন-কানুন নেই, মেঘরাজ্যের মতো।'।

পৃ. ২২৬, ছত্র ২-৬, 'যে রাজ্যে আইন-কানুনের প্রাবল্য বেশি সেই বৈষয়িক রাজ্য সর্বত্রই পিছনে পিছনে অনুসরণ করেন। লিখতে লিখতে হঠাৎ মাঝখানে আমলাদের একটা উপপ্লব উপস্থিত হল, আমার মেঘরাজ্য ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই-সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আহারের সময় এল।' স্থলে 'যে রাজ্যেই থাকি আইনকানুনের বৈষয়িক রাজ্যকে বাধা দেবার জো নেই; আমার লেখার মাঝখানে তারই একটা উপদ্রব উপস্থিত হল, আমার মেঘের ইমারত উড়িয়ে দিলে। এইসব ব্যাপারে আহারের সময় এসে পড়ল।'।

পৃ. ২২৬, ছত্র ৭, 'কিছু' স্থলে 'কিছুই'।

পৃ. ২২৬, ছত্র ৮, 'বাঙালিরা' স্থলে 'আমরা বাঙালিরা'।

পৃ. ২২৬, ছত্র ৮, 'প্রচুর পরিমাণে' স্থলে 'কষে'।

পৃ. ২২৬, ছত্র ৯-১০, '...করে ব'লেই মধ্যাহ্নের একটি নিবিড় ভাবসৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে না—স্থলে। '...করি বলেই মধ্যাহ্নটাকে হারাই।'।

পৃ. ২২৬, ছত্র ১১, 'করতে থাকে' স্থলে 'হতে থাকে'।

পৃ. ২২৬, ছত্র ১১-১২, 'তাতে ক'রেই দিব্যি' স্থলে 'তাতেই আমরা বেশ'।

পৃ. ২২৬, ছত্র ১২, 'ওঠে' স্থলে 'উঠি'।

পৃ. ২২৬, ছত্র ১২-১৩, 'কিন্তু বাংলাদেশের—বৈচিত্র্যবিহীন অসীম' স্থলে 'অথচ বাংলাদেশের বৈচিত্র্যহীন সুদূরপ্রসারিত'।

পৃ. ২২৬, ছত্র ১৩-১৪, 'বৃহৎভাবে নিস্তব্ধভাবে' স্থলে 'গভীর ভাবে বৃহৎভাবে।'

পৃ. ২২৬, ছত্র ১৪-১৭, 'আমাকে খুব ছেলেবেলা...কী রকম করে কাটত!' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৫২
ছিন্নপত্র—১২০

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৩০, ছত্র ২২-২৫, 'কাল সকাল থেকে...জলচর পাখির আড্ডা।' বর্জিত।

পৃ. ২৩০, ছত্র ৩০—পৃ. ২৩১, ছত্র ২, 'যে-সমস্ত খুব-কলকাতায় নিতান্ত অভ্যস্ত এবং প্রাণহীন বোধ হয়,' বর্জিত।

পৃ. ২৩১, ছত্র ২-৩, 'এখানে তার একটু আভাসমাত্র দিলেই,' স্থলে 'সুরের একটু আভাস লাগবামাত্র'।

পৃ. ২৩১, ছত্র ৩-৪, 'অমনি তার-সমস্তটা...সৌন্দর্য দেখা দেয়।' বর্জিত।

পৃ. ২৩১, ছত্র ৪, 'একটা' স্থলে 'একটি'।

পৃ. ২৩১, ছত্র ৫, 'গভীর' বর্জিত।

পৃ. ২৩১, ছত্র ৫, 'করে তোলে যে,' স্থলে 'করছে যে'।

পৃ. ২৩১, ছত্র ৬, 'রাগিণীকে' স্থলে 'সমস্ত রাগিণীকে'।

পৃ. ২৩১, ছত্র ৬, 'আকাশ এবং সমস্ত পৃথিবীর গান বলে মনে হতে থাকে।' স্থলে—'আকাশের সমস্ত পৃথিবীর নিজের গান বলে মনে হচ্ছে।'

পৃ. ২৩১, ছত্র ৭, 'মায়ামন্ত্রের মতো' স্থলে 'মায়ামন্ত্র'।

পৃ. ২৩১, ছত্র ৭, 'আমার সুরের সঙ্গে' স্থলে সংযোজন 'আমার এই গুন্-গুন্ গুঞ্জরিত সুরের সঙ্গে'।

পৃ. ২৩১, ছত্র ৮, 'আর' বর্জিত।

পৃ. ২৩১, ছত্র ৯-১০, 'রীতিমত বসে সেগুলোকে পুরো গানে বাঁধতে ইচ্ছা করছে না।' বর্জিত।

পৃ. ২৩১, ছত্র ১১, 'পান করতে করতে' স্থলে 'চোখ দিয়ে—চাখতে চাখতে'।

পৃ. ২৩১, ছত্র ১২, 'সরস শৈবালের নবীন কোমলতার' স্থলে 'শৈবালের সরস কোমলতার'।

পৃ. ২৩১, ছত্র ১২-১৩, 'চোখ দুটো স্নেহ-স্পর্শের মতো বুলোতে বুলোতে যতটুকু অনায়াস আলস্য-ভরে আপনিই মনে উদয় হয়' স্থলে 'মনটাকে বুলিয়ে চলতে চলতে যতটুকু অনায়াস আলস্য-ভরে আপনি মাথায় এসে পড়ে'।

পৃ. ২৩১, ছত্র ১৫, 'ভৈরবী রাগিণীতে' স্থলে 'রামকেলিতে'।

পৃ. ২৩১, ছত্র ১৫, 'ক্রমাগত' স্থলে 'বার বার'।

পৃ. ২৩১, ছত্র ১৬, 'এবং নমুনাস্বরূপে নিম্নে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।' স্থলে 'নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করে দিলুম—'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৫৩
ছিন্নপত্র—১২১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৩১, ছত্র ২৮-৩০, 'পদ্মার ওদিকে এখন...তার ঠিক নেই।' বর্জিত।

পৃ. ২৩২, ছত্র ৫, 'চারি পার্শ্বের সমস্ত প্রাঙ্গণ' স্থলে 'চার পাশের প্রাঙ্গণ'।

পৃ. ২৩২, ছত্র ৫-৭, 'কোথাও মাটির চিহ্ন..তার ঠিক নেই।' বর্জিত।

পৃ. ২৩২, ছত্র ৮, 'একটা পুকুরের' স্থলে 'কোনো জলাশয়ের'।

পৃ. ২৩২, ছত্র ৯, 'আর ধান নেই' বর্জিত।

পৃ. ২৩২, ছত্র ১০, 'রয়েছে,' স্থলে 'আছে'।

পৃ. ২৩২, ছত্র ১০, 'কালোবর্ণ' বর্জিত।

পৃ. ২৩২, ছত্র 'ভিতরে' স্থলে 'ভিতর'।

পৃ. ২৩২, ছত্র ১১-১৩, 'আবার যেতে যেতে...এঁকে বেঁকে চলে গেছে।' বর্জিত।

পৃ. ২৩২, ছত্র ১৪, 'সেইখানেই' বর্জিত।

পৃ. ২৩২, ছত্র ১৪-১৫, 'তোরা বোধ হয় কখনও দেখিস নি।' স্থলে 'আর-কোথাও দেখা যায় না।'

পৃ. ২৩২, ছত্র ১৫-১৭, 'বড়ো বড়ো গোল...—ডাঙাপথ একেবারেই নেই।' বর্জিত।

পৃ. ২৩২, ছত্র ১৭, 'ভিতরে' স্থলে 'ভিতর'।

পৃ. ২৩২, ছত্র ১৮, 'উপরে' স্থলে 'উপর'।

পৃ. ২৩২, ছত্র ১৯, 'দিনরাত্রি' স্থলে 'দিনরাত'।

পৃ. ২৩২, ছত্র ১৯-২০, 'তাদের খাবার যোগ্য ঘাস ক্রমেই দুর্লভ হয়ে দাঁড়াবে।' বর্জিত।

পৃ. ২৩২, ছত্র ২০-২১, 'সাপগুলো তাদের জল-মগ্ন গর্ত পরিত্যাগ করে কুঁড়েঘরের চালের মধ্যে এসে—' স্থলে 'রাজ্যের সাপ জলমগ্ন গর্ত ত্যাগ করে ঘরের চালে'।

পৃ. ২৩২, ছত্র ২১-২২, 'যত রাজ্যের' স্থলে 'সেখানকার যত'।

পৃ. ২৩২, ছত্র ২২-২৬, 'একে গ্রামের চতুর্দিক ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং অন্ধকার—তাতে আবার তারই মধ্যে জল প্রবেশ করে সমস্ত পাতা লতা গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর এবং মানবগৃহের আবর্জনা সমস্ত চার দিকে ভাসতে থাকে, পাট-পচা দুর্গন্ধ জলের রঙ নীল হয়ে ওঠে,' স্থলে 'যখন গ্রামের চারিদিকে জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা লতাগুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারি দিকে ভেসে বেড়ায়, পাট-পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত,'।

পৃ. ২৩২, ছত্র ২৮, 'পচা' বর্জিত।

পৃ. ২৩২, ছত্র ২৮, 'ভন্‌ভন্‌ করতে থাকে' স্থলে 'ভেসে বেড়ায়'।

পৃ. ২৩২, ছত্র ২৯-৩০, 'এ অঞ্চলের বর্ষার...যখন দেখতে পাই;' বর্জিত।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ২, 'একখানা' বর্জিত।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ৪, 'করছে' স্থলে 'করে যায়'।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ৪, 'কিছুতেই' স্থলে 'কোনোমতেই'।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ৫-৬, 'এত কষ্ট এত...এর উপরে প্রতি' বর্জিত।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ৬, 'জ্বর হচ্ছে' স্থলে 'জ্বরে ধরছে'।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ৭, 'ছেলেগুলো' স্থলে 'ছেলেরা'

পৃ. ২৩৩, ছত্র ৭, 'ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌' বর্জিত

পৃ. ২৩৩, ছত্র ৭, 'কিছুতেই তাদের' স্থলে সংযোজন 'কিছুতেই কেউ তাদের'।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ৮, 'একটা একটা করে মরে যাচ্ছে।' বর্জিত।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ৯, 'বর্বরতা' বর্জিত।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ৯, 'আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না।' স্থলে 'বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়!'।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ১০, 'ক্ষমতার' স্থলে 'শক্তির'।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ১০, 'পরাভূত হয়ে আছি—' স্থলে 'হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।'।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ১০, 'যখন' বর্জিত।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ১১, 'তাও সয়ে থাকি,' স্থলে 'তাও সই,'।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ১১-১২, 'এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে-সমস্ত দুঃসহ' স্থলে 'শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে সকল'।

পৃ. ২৩৩, ছত্র ১৩-১৫, 'এ রকম জাতের...এবং সুবিধেও নেই।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৫৪

ছিন্নপত্র—১২২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৩৩, ছত্র ২৩-৩১, 'আজ চতুর্দিক নির্মল...মায়ারাজ্যের মতো দেখাচ্ছে।' বর্জিত।

পৃ. ২৩৪, ছত্র ৩, 'কুহেলিকাময়' বর্জিত।

পৃ. ২৩৪, ছত্র ৪, 'সমস্ত' বর্জিত।

পৃ. ২৩৪, ছত্র ৬, 'মায়াময়ী মরীচিকা রাজ্যের' স্থলে 'ভাবরাজ্যের'।

পৃ. ২৩৪, ছত্র ৮, 'মিশ্রিত' বর্জিত।

পৃ. ২৩৪, ছত্র ৯, 'এবং আকাশ' স্থলে 'ও বাতাস'।

পৃ. ২৩৪, ছত্র ৯-১০, 'বোধ হয় আমার নামের সার্থকতার জন্য।' বর্জিত।

পৃ. ২৩৪, ছত্র ১১, 'সময়' স্থলে 'সময়ে'।

পৃ. ২৩৪, ছত্র ১২-১৮, 'আমার একটা কবিতায়...তৃপ্তি হয় নি।' বর্জিত।

পৃ. ২৩৪, ছত্র ১৯, 'বাংলাদেশের' স্থলে 'এ-দেশের'।

পৃ. ২৩৪, ছত্র ২৫, 'জায়গা আর নেই' স্থলে 'জায়গা আর কোথায় আছে!'।

পৃ. ২৩৪, ছত্র ২৫—

পৃ. ২৩৫, ছত্র ৮ 'আমি সেইজন্যে পর্বতের...আমার সমান বন্ধন।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৫৫
ছিন্নপত্র—১২৩

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৩৫, ছত্র ১৫-১৭, 'তুই যে লিখেছিস...নির্ভর করে। কিন্তু' বর্জিত।

পৃ. ২৩৫, ছত্র ২১-২২, 'করতে পারি' স্থলে 'করি'।

পৃ. ২৩৫, ছত্র ২২-২৩, 'আমাদের ক্ষণিক জীবন যে সুখ দুঃখ ভোগ করে আমাদের চিরজীবন তার থেকে সারাংশ গ্রহণ করে।' স্থলে 'আমাদের ক্ষণিক জীবনই সুখদুঃখ ভোগ করে; আমাদের চিরজীবন সেই সুখদুঃখ নেয় না, তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে।'।

পৃ. ২৩৫, ছত্র ২৩-২৫, 'তুই বোধ হয় জানিস...পোড়ালে আগুন হয়।' বর্জিত।

পৃ. ২৩৫, ছত্র ২৬, 'নতুন নতুন পাতা' স্থলে 'নূতন পাতা'।

পৃ. ২৩৬, ছত্র ২, 'পড়ছে' স্থলে 'পড়ে যাচ্ছে'।

পৃ. ২৩৬, ছত্র ৪-৫, 'আপনার অন্তরে ক্রমাগতই অলক্ষিত অচেতন-ভাবে সঞ্চয় করতে থাকে' স্থলে 'ক্রমাগতই গ্রহণ করছে।'।

পৃ. ২৩৬, ছত্র ৫-৬, 'যে গাছের পাতা...কার্বন সঞ্চয়ও সামান্য।' বর্জিত।

পৃ. ২৩৬, ছত্র ৬, 'অনুভব-শক্তি' বর্জিত।

পৃ. ২৩৬, ছত্র ৭, 'তার চির প্রাণের সঞ্চয়ও অতি অকিঞ্চিৎকর।' স্থলে 'তেমনি তারে চিরপ্রাণের সঞ্চয়ও অকিঞ্চিৎকর।'।

পৃ. ২৩৬, ছত্র ৭-৮, 'তাঁর ক্ষণিক জীবনটা সুখদুঃখের তাপ থেকে সংরক্ষিত হয়ে অনেকদিন স্থায়ী হয়' স্থলে 'সুখদুঃখের তাপ থেকে সংরক্ষিত হয়ে তাদের ক্ষণিক জীবনটা অনেকদিন স্থির থাকে,'।

পৃ. ২৩৬, ছত্র ৯-১১, 'অর্থাৎ প্রায় দেখা যায়...ঝরে যায় না।' বর্জিত।

পৃ. ২৩৬, ছত্র ১২, 'দেখে' স্থলে 'হঠাৎ'।

পৃ. ২৩৬, ছত্র ১২, 'এমন' স্থলে 'এমনি'।

পৃ. ২৩৬, ছত্র ১৩—পৃ. ২৩৭, ছত্র ৫, 'কিন্তু সংসারের সর্বত্রই...ধারণ করে আসে।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৫৭
ছিন্নপত্র—১২৪

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৩৮, ছত্র ৫, 'ভেবে দেখ্,' বর্জিত।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ৫, 'সেটা' স্থলে 'তখন'।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ৭, 'স্পর্শই' স্থলে 'আর স্পর্শ'।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ৮, 'আমরা সুখদুঃখের চেয়েও বড়ো,' স্থলে 'আমরা আমাদের সুখদুঃখের চেয়ে বড়ো,'।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ৮, 'নিত্য নৈমিত্তিক' স্থলে 'প্রতিদিনের'।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ১২-১৩, 'যেখানে দুঃখ দুঃখই...নিয়মের অতীত, স্বাধীন।' বর্জিত।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ১৫, 'দুঃখকে গলার হার করে নিয়ে প'রেই একটা উল্লাস পাই' স্থলে 'দুঃখকে গলার হার করে নিয়েই মনে উল্লাস জন্মায়।'।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ১৬, 'আমার ভিতরকার' স্থলে 'অন্তরের'।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ১৬-১৭, 'আমি চিরকাল সমস্ত সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে আনন্দে' স্থলে 'সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে চিরকাল আমি'।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ১৮, 'সংসার' স্থলে 'সংসারের জনতা'।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ১৮, 'লোকের সংসর্গ' বর্জিত।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ১৮, 'কথাবার্তা' বর্জিত।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ১৯, 'হয়ে বেড়ে উঠে আমাদের সেই অন্তরতম স্বাধীনতার ক্ষেত্র' স্থলে 'হয়ে উঠে সেই অন্তরতম স্বাধীনতার ক্ষেত্রটিকে'।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ২০, 'আবার' বর্জিত।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ২০-২৪, 'স্বার্থসুখ প্রবল হয়ে...দুর্গম এবং অজ্ঞাত। [বব],' বর্জিত।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ২৫, 'সৌন্দর্য', 'সেই নিগূঢ়' বর্জিত।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ২৬, 'দিয়ে ভিতরে বাইরে এক করে,' বর্জিত।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ২৬-২৭, 'তখন সংসারের ক্ষণিক মূর্তি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যায়।' বর্জিত।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ২৮, 'তুচ্ছ' বর্জিত।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ২৮-৩০, 'প্রতিদিনের সংসারের বাহ্য আকারটা আমার মনের ভিতরকার চিরানন্দ-রাগিণীর দ্বারা একটা চিরমহিমা লাভ করে।' স্থলে 'প্রাত্যহিক সংসারটা অন্তরের চিরানন্দ রাগিণীর দ্বারা চিরমহিমা লাভ করে।'।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ৩০, 'একটা বিনম্র আত্মবিস্মৃত' স্থলে 'একটি বিনম্র'।

পৃ. ২৩৮, ছত্র ৩১, 'দুঃখের দুঃখত্বটা' স্থলে 'দুঃখবেদনার দুঃখত্ব'।

পৃ. ২৩৯, ছত্র ২, 'কিন্তু সে আমার স্বার্থের সীমা' স্থলে 'কিন্তু সে যেন আমার নিজত্বের সংকীর্ণ সীমা'।

পৃ. ২৩৯, ছত্র ৩, 'হয়ে যায় যে' স্থলে 'হয় যে'।

পৃ. ২৩৯, ছত্র ৩-৫, 'যেমন সূর্যাস্তের আলোক...আনন্দ মিশ্রিত থাকে।' বর্জিত।

পৃ. ২৩৯, ছত্র ৭. 'এই' বর্জিত।

পৃ. ২৩৯, ছত্র ৮-২৬, 'কৃতকার্য হয়েছি কি না...কিছুতে পেতুম না।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৫৯
ছিন্নপত্র—১২৫

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৪১, ছত্র ৫, 'কাল সমস্ত বৃষ্টি বাদলা শেষ হয়ে গেছে। আজ সকালে সুন্দর রোদ্দুর উঠেছে।' বর্জিত।

পৃ ২৪১, ছত্র ৬, 'বাতাসের মধ্যে' স্থলে 'বাতাসে'।

পৃ. ২৪১, ছত্র ৭, 'দুর্গাপূজা আরম্ভ হবে,' স্থলে 'দুর্গোৎসব'।

পৃ. ২৪১, ছত্র ৮, 'হয়েছে' বর্জিত।

পৃ. ২৪১, ছত্র ৮, 'সমস্ত' বর্জিত।

পৃ. ২৪১, ছত্র ৮-৯, 'আনন্দের হিল্লোল' স্থলে 'আনন্দ'।

পৃ. ২৪১, ছত্র ৯, 'সামাজিক বিচ্ছেদ' স্থলে 'আমার ধর্মসংস্কারের বিচ্ছেদ'।

পৃ. ২৪১, ছত্র ১০, 'সকালে সু [রেশ] স [মাজপতির] র' স্থলে 'স—র'।

পৃ. ২৪১, ছত্র ১২, 'দুর্গার দশ-হাত তোলা' বর্জিত।

পৃ. ২৪১, ছত্র ১২-১৩, 'এবং আশে পাশে...চঞ্চল হয়ে উঠেছে।' বর্জিত।

পৃ. ২৪১, ছত্র ১৪, 'দিন কতকের মতো' স্থলে 'দিন কয়েকের জন্যে'।

পৃ. ২৪১, ছত্র ১৪, 'সবাই মিলে' বর্জিত।

পৃ. ২৪১, ছত্র ১৫, 'পুতুল-খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে' স্থলে 'খেলায় লেগে গেছে।'।

পৃ. ২৪১, ছত্র ১৫, 'ভালো করে' বর্জিত।

পৃ. ২৪১, ছত্র ১৬-১৭, 'সমস্ত উচ্চ অঙ্গের আনন্দ মাত্রই পুতুল-খেলা, অর্থাৎ তাতে কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই' স্থলে 'আনন্দের আয়োজন মাত্রই পুতুলখেলা, অর্থাৎ তাতে আনন্দ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই—'।

পৃ. ২৪১, ছত্র ১৭, 'বৃথা' বর্জিত।

পৃ. ২৪১, ছত্র ১৮, 'ক'রে' বর্জিত।

পৃ. ২৪১, ছত্র ১৮-১৯, 'একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস' বর্জিত।

পৃ. ২৪১, ছত্র ১৯, 'সে জিনিষটি কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়।' স্থলে 'তাকি কখনো নিষ্ফল হতে পারে?'।

পৃ. ২৪১. ছত্র ২০. 'কঠিন' বর্জিত।

পৃ. ২৪১, ছত্র ২০-২১, 'যাদের কাছে কবিতা সংগীত প্রভৃতি সমস্তই তুচ্ছ।' বর্জিত।

পৃ. ২৪১, ছত্র ২১-২২, 'তারাও এই উৎসব-উপলক্ষে একটা সর্বব্যাপী ভাবের দ্বারা বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যায়।' স্থলে 'এই উৎসবে তাদেরও মন একটা সর্বব্যাপী ভাবের টানে বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে মিলে যায়।'।

পৃ. ২৪১, ছত্র ২২-২৪, 'প্রতি বৎসরের এই ভাবের প্লাবনে নিশ্চয়ই মানুষকে অনেকটা পরিমাণে humanize করে দেয়; কিছুকালের জন্যে মনের এমন একটি অনুকূল আর্দ্র অবস্থা এনে দেয়' স্থলে 'এমনি করে প্রতি বৎসর কিছুকালের জন্যে মনের এমন একটি অনুকূল আর্দ্র অবস্থা আসে'।

পৃ. ২৪১, ছত্র ২৭, 'ভিতরে' স্থলে 'মধ্যে'।

পৃ. ২৪১, ছত্র ২৭, 'একটি আনন্দময় সৌন্দর্যকাব্য রচনা করে দেয়।' স্থলে 'আনন্দ কাব্য রচনা করে।'।

পৃ. ২৪১, ছত্র ২৭-২৮, 'আমার এবারকার 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটাতে কতকটা বলেছি যে,' বর্জিত।

পৃ. ২৪১, ছত্র ২৯—পৃ. ২৪২, ছত্র ৯, 'তারা একটা তুচ্ছ উপলক্ষ্য নিয়ে সেইটেকে নিজের মনের ভাবে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে—তারা সামান্য একটা কদাকার অসম্পূর্ণ পুতুলকে নিজের প্রাণ এবং নিজের সুখ-দুঃখে জীবন্ত করে তোলে। সে ক্ষমতাটা যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে তাকেই আমরা ভাবুক বলি। তার কাছে চতুর্দিক্‌বর্তী সমস্ত জিনিষ নিতান্ত কেবল জিনিষ নয়, কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর—তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সংগীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। সেই ভাবুকতা দেশের সমস্ত লোকের কাছে কখনোই আশা করা যায় না, কিন্তু এই রকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়। তখন, যেটাকে আমরা দূর থেকে শুষ্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি, সেইটে কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল-আকার ত্যাগ করে;' স্থলে 'তারা তুচ্ছ উপলক্ষকে নিয়ে নিজের মন দিয়ে ভরে তোলে, সামান্য কদাকার পুতুল নিয়ে তাকে নিজের ভাব দিয়ে সুন্দর ও প্রাণ দিয়ে সজীব করে তোলে। এই ক্ষমতাটা যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে সেই তো ভাবুক। তার কাছে চারিদিকের বস্তু কেবল বস্তু নয়, কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর—তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সংগীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। দেশের সমস্ত লোক ভাবুক হতেই পারে না, কিন্তু এই-রকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত অধিকাংশ লোকের মনকে অধিকার করে। তখন, যেটাকে দূরে থেকে সামান্য পুতুল বলে মনে হয়, কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে তার সে মূর্তি থাকে না।'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৬০
ছিন্নপত্র—১২৬

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৪২, ছত্র ৩০—পৃ. ২৪৩, ছত্র ১৪, 'আমিও জানি [বব] তোকে...বেশ বুঝতে পারি।' বর্জিত।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ১৪, 'সব চেয়ে' বর্জিত।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ১৪-১৫, 'কাউকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে' স্থলে 'কাউকে কেবল নিজের ইচ্ছা অনুসারে'।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ১৯, 'তা ক'জন লোক পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে?' স্থলে 'কজনই বা তা নিজে ধরতে বা পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে!'।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ২০-২১, 'কজনই বা তাকে...বিশ্বাস করি নে।' বর্জিত।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ২১, 'প্রকাশ হই' স্থলে 'প্রকাশিত হই'।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ২১, 'আমরা' বর্জিত।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ২২, 'করলেও প্রকাশ' স্থলে 'করলে প্রকাশিত'।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ২২, 'সঙ্গে থাকি' স্থলে 'কাছে থাকি'।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ২৩-২৫, 'তুই আমাকে অনেকদিন...হয় তা নয়।' বর্জিত।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ২৫, 'তোর' স্থলে 'কারো কারো'।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ২৫-২৬, 'এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে' বর্জিত।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ২৬-২৭, 'যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়।' স্থলে 'যে, অন্যেব ভিতরকার সত্যটিকে সে অত্যন্ত সহজেই টেনে নিতে পারে।'।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ২৭, 'তোর' স্থলে 'তার'।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ২৭-২৮, 'ভালো লেখা' স্থলে 'অন্তরের কথা'।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ২৮, 'তার চিঠিতেই দেখা দেয়' স্থলে 'তার চিঠিতে প্রকাশ পাচ্ছে'।

পৃ. ২৪৩, ছত্র ২৯,—পৃ. ২৪৪, ছত্র ২১, 'আমি তো আরও...তবে সে মর্মর ফুটে।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৬৫
ছিন্নপত্র—১২৭

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৪৯, ছত্র ১৯-২০, 'এই রকম নির্জন...ভারী ভালো লাগে।' বর্জিত।

পৃ. ২৪৯, ছত্র ২৮, 'তার ভারী একটা আকর্ষণ আছে' স্থলে 'তার বড়ো একটা টান আছে'।

পৃ. ২৪৯, ছত্র ২৮-২৯, 'বোধ করি তাতে করে চারিদিকের গতিহীন লোকহীনতা আরও বেশি করে ফুটিয়ে দেয়—' বর্জিত।

পৃ. ২৪৯, ছত্র ২৯-৩০, 'মাঠ আরও ধূ ধূ করে ওঠে এবং,' স্থলে 'মাঠ তাতে আরো যেন ধূ ধূ করে করে ওঠে,'।

পৃ. ২৫০, ছত্র ২, 'আর' স্থলে 'কোনো.'।

পৃ. ২৫০, ছত্র ৫-২৭, 'ভ্রমণকারী একটি ফরাসী... কারও উপর করেন নি।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৭২
ছিন্নপত্র—১২৮

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৫৮, ছত্র ৫-৬, 'সমস্ত গভীর নিস্তব্ধ এবং নিষুপ্ত—কেবল ঝিল্লিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।' বর্জিত।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ৬-৭, 'তোরা এখন কী করছিস আমি কিছুই জানি নে এবং কিছু কল্পনাও করতে পারি নে।' স্থলে 'কলকাতার বাড়ীতে এখন কে কী করছে কিছুই জানি নে—'।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ৯, 'ক'রে' বর্জিত।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ৯, 'পুরিয়ে' স্থলে 'ভরিয়ে'।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ১০, 'তাদেরও সঙ্গে' স্থলে 'তাদেরও পরিচয়ের সঙ্গে'।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ১১, 'ভাঙা পড়ে যায়,' স্থলে 'ঐক্যধারা—ছিন্ন হয়'।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ১২, 'হয়ে যায়' স্থলে 'হয়'।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ১২, 'এবং' বর্জিত।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ১২-১৪, 'তবু সৃজনশক্তি-বিশিষ্ট মন...রাখতে চায়। খুব।' বর্জিত।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ১৪, 'লোকেরাও' স্থলে 'লোকও'।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ১৪, 'আমাদের' বর্জিত।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ১৬, 'আমাকেই বা কে সম্পূর্ণভাবে অবিচ্ছিন্ন রেখায় জানে?' স্থলে 'আমাকেই বা অবিচ্ছিন্ন রেখায় কে জানে!'।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ১৬-১৭, 'প্রত্যেক মানুষ কেবল তার ঈশ্বরের কাছেই সম্পূর্ণ, আর-সকলের কাছেই বিচ্ছিন্ন।' বর্জিত।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ১৮, 'আমাদের নিজের' বর্জিত।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ১৯, 'এক হিসাবে' বর্জিত।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ১৯, 'বেশি' স্থলে 'যথার্থ'।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ২০, 'সেই জন্যেই পরস্পর হয়তো অনেকটা মিশিয়ে নিতে পারি' বর্জিত।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ২২, 'দুষ্প্রবেশ্য' স্থলে 'দুষ্প্রাপ্য'।

পৃ. ২৫৮, ছত্র ২৪, 'বলে' স্থলে 'বলেই'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৭৪
ছিন্নপত্র—১২৯

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৫৯, ছত্র ৩২—পৃ. ২৬০, ছত্র ৩, 'গাছের তলা—একেবারে ছেয়ে...থেকে খড়ি উঠছে।' বর্জিত।

পৃ. ২৬০, ছত্র ৩, 'জমিদারের' স্থলে 'খাজনা আদায়ের'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ৫-৭, 'রোদ্দুরটি বেশ লাগছে, এক রকম বিশ্রামপূর্ণ ঔদাসীন্য নিমগ্ন করে দিয়েছে, এবং ঘন আম্রবনের ভিতরে ঘুঘুর অবিশ্রাম কুঞ্জনে সমস্ত মাঠ এবং আকাশ বাতাস এবং মধ্যাহ্নের স্বপ্নাতুর ছায়ারৌদ্রময় সুদীর্ঘ' স্থলে 'রৌদ্রক্লান্ত বিশ্রামপূর্ণ বৈরাগ্যে, ঘন আম্রশাখায় ঘুঘুর অবিশ্রাম কূজনে, এই ছায়ালোক খচিত স্বপ্নাতুর'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ৯, 'মধ্যাহ্ন প্রকৃতির সমস্ত মর্মরধ্বনির সকরুণ ঔদাস্যের সঙ্গে মিশে গেছে।' স্থলে 'এই মধ্যাহ্নের সুরের সঙ্গে যেন তাল রেখে চলেছে।'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ৯, 'আমার' বর্জিত।

পৃ. ২৬০, ছত্র ১০, 'কেবল' বর্জিত।

পৃ. ২৬০, ছত্র ১০, 'ছুটোছুটি চলে' স্থলে 'ছুটাছুটি চলছে।'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ১১-১৩, 'খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ...মধ্যে হয়ে গেছে।' বর্জিত।

পৃ. ২৬০, ছত্র ১৪, 'নিতান্ত' স্থলে 'নিতান্তই'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ১৫, 'অত্যন্ত ব্যস্তভাব—দেখে মনের মধ্যে ভারী একটা স্নেহের উদয় হয়।' স্থলে 'অত্যন্ত কেজো লোকের মতো ব্যস্ত ভাবটা দেখে আমার বেশ মজা লাগে।'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ১৬, 'আলমারির মধ্যে' স্থলে 'আলমারিতে'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ১৬, 'পাঁউরুটি' বর্জিত।

পৃ. ২৬০, ছত্র ১৭, 'দ্রব্যগুলি এই-সকল লুব্ধস্বভাব চপল প্রাণীদের' স্থলে—'সামগ্রী এই সমস্ত লোভীদের'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ১৭, 'গোপন করে' স্থলে 'লুকিয়ে'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ১৮, 'কৌতূহল পূর্ণ' স্থলে 'ঔৎসুক্যব্যগ্র'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ১৮, 'সমস্ত দিন' স্থলে 'সারাদিন'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ১৯, 'চতুর্দিকে ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে' স্থলে 'চারিদিকে ছিদ্র খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ১৯-২২, 'যে সব ডাল এবং চালের কণা আল্‌মারির বাইরে ছড়ানো থাকে সেইগুলি সন্ধান করে বের করে সামনের গুটিচারেক ছোটো তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়ে কুট্‌কুট্‌ করে পরম তৃপ্তিসহকারে আহার করা হয়।' স্থলে 'দু-চারটা কণা যা আলমারির 'বাইরে বিক্ষিপ্ত থাকে সেইগুলিকে সন্ধান করে নিয়ে সামনের গুটিকয়েক ছোটো তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়ে কুট্‌কট্‌ করে ভারি তৃপ্তির সঙ্গে তারা আহার করে:'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ২২, 'লাঙ্গুলের' স্থলে 'লেজের'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ২৩, 'ক্ষুদ্র' বর্জিত।

পৃ. ২৬০, ছত্র ২৪, 'নেওয়া হয়' স্থলে 'নিতে থাকে'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ২৪, 'একটু' স্থলে 'একটুখানি'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ২৮, 'প্লেট কাঁটা চামচের মধ্যে টুংটাং ঝুন্‌ঝুন্‌ চলছেই।...' স্থলে 'তৈজসপত্রের মধ্যে টুংটাং ঝুন্‌ঝুন্‌ চলছেই।'।

পৃ. ২৬০, ছত্র ২৯—পৃ. ২৬১, ছত্র ৫,—'এখান থেকে যেতে...আপ্লুত হয়ে উঠেছে।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৭৫

ছিন্নপত্র—১৩০

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৬১, ছত্র ১২, 'দেখেছি' ছিন্নপত্রে বর্জিত।

পৃ. ২৬১, ছত্র ১৩, 'নির্জন' বর্জিত।

পৃ. ২৬১, ছত্র ১৪, 'ভারী আঘাত করত' স্থলে 'যেন উদাস করে দিত।'।

পৃ. ২৬১, ছত্র ১৪, 'আর' বর্জিত।

পৃ. ২৬১, ছত্র ১৪, 'ডাকটা কানে আসে স্থলে 'ডাকটা আমার কানে আসে নি।'।

পৃ. ২৬১, ছত্র ১৪-১৫, 'আজকালকার চিল যে' স্থলে 'আজকাল যে চিল'।

পৃ. ২৬১, ছত্র ১৫, 'তা বোধ হয় না' স্থলে 'তা নয়।'।

পৃ. ২৬১, ছত্র ১৫, 'বোধ করি' বর্জিত।

পৃ. ২৬১, ছত্র ১৫-১৬, 'অনেক চিন্তা এবং অনেক কাজ' স্থলে 'চিন্তা বেশি, কাজও ঢের'।

পৃ. ২৬১, ছত্র ১৭-২০, 'এক সময় ছিল একলা... নিঃশেষে অনুভব করতুম।' বর্জিত।

পৃ. ২৬১, ছত্র ২০, 'অতখানি' বর্জিত।

পৃ. ২৬১, ছত্র ২০, 'অসম্ভব' স্থলে 'চলে না'।

পৃ. ২৬১, ছত্র ২০-২১, 'মনে হয় একটা কিছু পড়ি কিম্বা লিখি।' বর্জিত।

পৃ. ২৬১, ছত্র ২৩, 'চেষ্টা করা দরকার হয়' স্থলে 'ভান না করলে মন সুস্থ থাকে না।'।

পৃ. ২৬১, ছত্র ২৪, 'বসে' বর্জিত।

পৃ. ২৬১, ছত্র ২৫, 'আসে' স্থলে 'ওঠে'।

পৃ. ২৬১, ছত্র ২৫-২৬, 'এক রকম কাজ আছে যা কর্তব্য বোধ কাজ, তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই।' স্থলে 'কর্তব্য কাজের বিরুদ্ধে কিছু বলতেই সাহস করি নে;'।

পৃ. ২৬১, ছত্র ২৭, 'হাতে', 'কোনো কারণে', 'কাজ', বর্জিত।

পৃ. ২৬১, ছত্র ২৮, 'যদি' বর্জিত।

পৃ. ২৬১, ছত্র ২৮, 'কেবল' স্থলে 'বা'।

পৃ. ২৬১, ছত্র ২৮, 'জন্যে' স্থলে 'তাগিদে'।

পৃ. ২৬১, ছত্র ২৮, 'একটা' স্থলে 'যদি'।

পৃ. ২৬১, ছত্র ২৯, 'কেবলমাত্র' বর্জিত।

পৃ. ২৬১, ছত্র ৩০-৩১, 'আপনার চতুর্দিক থেকে একটি সঙ্গ আকর্ষণ করতে না পারা যায়—' বর্জিত।

পৃ. ২৬২, ছত্র ২, 'আর' বর্জিত।

পৃ. ২৬২, ছত্র ৩-৪, 'যে শক্তি সেটুকু হারানো কিছু নয়—কারণ, সেটুকুর মধ্যে অনেকখানি উচ্চঅঙ্গের মনুষ্যত্ব আছে।' স্থলে 'শক্তিটা একেবারে হারানো তো কিছু নয়, কেননা তার মধ্যেও মনুষ্যত্বের একটা উচ্চ অধিকার আছে।'।

পৃ. ২৬২, ৪-৬, 'কাজ খুব ভালো...আচ্ছাদন করে রাখে।' বর্জিত।

পৃ. ২৬২, ছত্র ৬, 'এবং' স্থলে 'ও'।

পৃ. ২৬২, ছত্র ৭, 'বেলা' স্থলে 'বেলায়।'

পৃ. ২৬২, ছত্র ৭, 'আমাদের কাছে আর কিছুই নেই,' স্থলে 'আর আমাদের কিছুই নেই;'।

পৃ. ২৬২, ছত্র ৭-৮, 'রাত্রে গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে অনন্ত জগতের সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়।' স্থলে 'রাত্রে পৃথিবীটাই কম, অনন্ত জ্যোতিষ্ক জগৎটাই বেশি।'।

পৃ. ২৬২, ছত্র ৮-৯, 'কাজের সময় আমরা পৃথিবীর মানুষ, বিশ্রামের সময় আমরা জগতের লোক' বর্জিত।

পৃ. ২৬২, ছত্র ৯-১৩, 'যখন কাজ করব তখন —যুক্তিতর্ক বিজ্ঞানের আলোকে পৃথিবীটাকে পরিষ্কার করে দেখে নেওয়া দরকার, যখন বিশ্রাম করব তখন পৃথিবীটাকে হ্রাস করে দেওয়াই দরকার তখন অনন্তের সঙ্গে আমাদের যে—অনন্ত যোগ আছে সেইটাকেই বড়ো করে দেখা চাই।' স্থলে 'তেমনি কাজের দিনে যুক্তিতর্কের আলোকে পৃথিবীটাকেই খুব স্পষ্ট করে চোখের সামনে রাখা চাই; কিন্তু যখন বিশ্রামের সন্ধ্যা তখন পৃথিবীটাকে হ্রাস করে দেওয়াই দরকার, তখন বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে বিরাট যোগ আছে সেইটেকেই বড়ো করে দেখা চাই।'।

পৃ. ২৬২, ছত্র ১৩-১৬, 'তখন সমস্ত কাজের...উচিত হয় না।' বর্জিত।

পৃ. ২৬২ ছত্র ১৭, 'লোক' স্থলে 'মানুষ'।

পৃ. ২৬২, ছত্র১৭, 'এবং' বর্জিত।

পৃ. ২৬২, ছত্র ১৭, 'গেলে' স্থলে 'এলে'।

পৃ. ২৬২, ছত্র ১৭, 'বেলা' স্থলে 'বেলায়', 'এবং' বর্জিত।

পৃ. ২৬২, ছত্র ১৮, 'যে' বর্জিত।

পৃ. ২৬২, ছত্র ১৮-১৯, 'যারা বড়ো বেশি...গোপন থেকে যায়।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৭৯

ছিন্নপত্র—১৩১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৬৭, ছত্র ৫-৬, 'প্রথম বৎসর যখন...সেই রকম চর পড়েছে।' বর্জিত।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ৭, 'সীমা' স্থলে 'প্রান্ত'।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ৭, 'সাদা' বর্জিত।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ৮-১০, 'সেবারকার চরে মাঝে মাঝে...করতে পারবি নে।' বর্জিত

পৃ. ২৬৭, ছত্র ১১, 'অভ্যস্ত হয়ে গেছে' স্থলে 'চিরাভ্যস্ত'।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ১১, 'সেখানে আর কিছু প্রত্যাশা করি নে:' স্থলে 'তার কাছে আমরা আর কিছু দাবি করি নে';

পৃ. ২৬৭, ছত্র ১৩, 'কোমলতার আভাসটুকু মাত্র নেই।' বর্জিত।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ১৩-১৪, 'যেখানে শষ্যে তৃণে তরুলতায়' স্থলে 'যেখানে ফলে শষ্যে তৃণে'।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ১৫, 'অসীম' স্থলে 'নিরবচ্ছিন্ন'।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ১৬, 'পাশ দিয়ে পদ্মা নদী চলে যাচ্ছে' স্থলে 'ঠিক পাশ দিয়ে পদ্মা চলে যাচ্ছে'।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ১৭, 'সন্ধ্যাবেলায়' স্থলে 'অপরাহ্নে'।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ১৭-১৮, 'হাট থেকে কলধ্বনি শোনা যায়' স্থলে 'নদীর ধারের হাটে কলধ্বনি:'।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ১৮, 'বহুদূরে' স্থলে 'দূরে'।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ১৮-১৯, 'তরুশ্রেণী ঘননীল রেখার মতো দেখা যায়' স্থলে 'তরুশ্রেণীর ঘননীল রেখা'—

পৃ. ২৬৭, ছত্র ১৯-২০, 'আর মাঝখানে এই রক্তহীন মৃত্যুর মতো ফ্যাকাশে শাদা—' স্থলে কোথাও মাটির ধূসরতা—আর তারই মাঝখানে এই রক্তশূন্য মৃত্যুর মতো ফ্যাকাশে সাদা।'।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ২০, 'নিস্তব্ধ, নিশ্চেষ্ট, জনহীন' বর্জিত।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ২১-২২, 'যখন আমি এই...স্বাধীনতা অনুভব করি।' বর্জিত।

পৃ. ২৬৭, ছত্র ২৩—পৃ. ২৬৮, ছত্র ১৩, 'আমার যত কথা আছে...ক্রন্দন করে মরতে হয়।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৮১

ছিন্নপত্র—১৩২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৭০, ছত্র ৫-৬, 'চরের উপর সন্ধেবেলাটা আজকাল এমন চমৎকার হয় সে আমার বর্ণনার অতীত।' বর্জিত।

পৃ. ২৭০, ছত্র ৬-৭, 'আমি যখন একলা বেড়াই, খানিক বাদে শৈ...প্রায়ই আমার সঙ্গ নিতে আসে' স্থলে 'শুক্লসন্ধ্যায় চরে যখন একলা বেড়াই, খানিকবাদে শ—প্রায় আসে।'।

পৃ. ২৭০, ছত্র ৭, 'এবং কাজকর্মের আলোচনা করে।' বর্জিত।

পৃ. ২৭০, ছত্র ৮, 'খানিকক্ষণ ধরে খারিজ দাখিল বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে' বর্জিত।

পৃ. ২৭০, ছত্র ৮, 'কথা কওয়ার পর' স্থলে 'কাজকর্মের কথা কওয়ার পরে'।

পৃ. ২৭০, ছত্র ১০, 'তখন আমার আশ্চর্য বোধ হল,' বর্জিত।

পৃ. ২৭০, ছত্র ১১, 'একটা' স্থলে 'একটি'।

পৃ. ২৭০, ছত্র ১১, 'সামান্য কণ্ঠস্বরে এই অনন্ত আকাশ ভরা নিঃশব্দতা ডুবে গিয়েছিল—' স্থলে 'তুচ্ছ কথায় এই অসীম—আকাশ-ভরা একটি আবির্ভাব আবৃত হয়ে গিয়েছিল।'।

পৃ. ২৭০, ছত্র ১২-১৬, 'ঐ উদ্‌ঘাটিত নিস্তব্ধ...চুপ করে গেল।' বর্জিত।

পৃ. ২৭০, ছত্র ১৬, 'যেই চুপ করলে,' স্থলে 'যেই মানুষ চুপ করলে'।

পৃ. ২৭০, ছত্র ১৬, 'সমস্ত' বর্জিত।

পৃ. ২৭০, ছত্র ১৮, 'হয়েছে।' বর্জিত।

পৃ. ২৭০, ছত্র ২১-২২, 'আমি স্থান পেয়েছি' স্থলে 'আমি এক আসন পেয়েছি।'।

পৃ. ২৭০, ছত্র ২২-২৭, 'অনেক রাত্রি পর্যন্ত...হয়ে পড়া গেল।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৮২
ছিন্নপত্র—১৩৩

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৭১, ছত্র ৫, 'আজকাল...র ভয়ে—খুব' বর্জিত।

পৃ. ২৭১, ছত্র ৫-৭, 'অনেকক্ষণ একলা বেড়াবার পরে শৈ...এসে হাজির হয়। ততক্ষণ আমি মনটিকে শান্ত এবং শীতল করে নিই' স্থলে 'যতক্ষণ না শ—আসে ততক্ষণ মনটাকে শান্ত শীতল করে নিই।'।

পৃ. ২৭১, ছত্র ৭-৯, 'এবং দিনের সমস্ত চিন্তা...কিছুই কিছু নয়।' বর্জিত।

পৃ. ২৭১, ছত্র ৯-১২, 'তার পরে হঠাৎ শৈ...এসে যখনি জিজ্ঞাসা করে 'আজ দুধ খেয়ে আপনার কোনো অসুখ করে নি তো' কিম্বা 'নায়েবমশায় ঠাকুরবাড়ির সমস্ত হিসেব পেশ করেছিলেন কি'—সেগুলো এমনি অদ্ভুত খাপছাড়া শুনতে হয়!' স্থলে 'তারপরে হঠাৎ শ—এসে যখন জিজ্ঞাসা করে আজ দুধ খেয়ে কেমন ছিলেন' কিম্বা 'আজ কি মাসকাবারি হিসাবে দেখা, শেষ হয়ে গেছে,' তখন বড়ো খাপছাড়া—শুনতে হয়।'।

পৃ. ২৭১, ছত্র ১৩-১৪, 'নিত্য এবং অনিত্য-নামক এমন দুটি অসীম বিরোধের ঠিক মাঝখানে বাস করি!' স্থলে 'নিত্য এবং অনিত্যের ঠিক এমন মাঝখানে পড়ে দুইদিকের ধাক্কা খেয়ে চলে যেতে থাকি।'।

পৃ. ২৭১, ছত্র ১৪-১৫, 'যদিও তারা চিরসংলগ্ন চিরপ্রতিবেশী তবু পরস্পরের কাছে পরস্পর এমনি হাস্যজনক!' বর্জিত।

পৃ. ২৭১, ছত্র ১৬, 'মনে হয়' স্থলে 'শুনতে হয়'।

পৃ. ২৭১, ছত্র ১৭, 'আসছে' স্থলে 'এল'।

পৃ. ২৭১, ছত্র ১৭, 'যেখানে চন্দ্রালোক' স্থলে 'যেখানটাতে জ্যোৎস্নালোক'।

পৃ. ২৭১, ছত্র ১৯, 'মিথ্যে' স্থলে 'মিথ্যা'।

পৃ. ২৭১, ছত্র ১৯, 'জ্যোৎস্না সমস্তই ফাঁকি!' স্থলে 'তোমার জ্যোৎস্নাটা আগাগোড়াই ফাঁকি'।

পৃ. ২৭১, ছত্র ১৯, 'আমি ব্যক্তি ঠিক' স্থলে 'আমি ব্যক্তি এরই ঠিক'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৮৪
ছিন্নপত্র—১৩৪

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৭২, ছত্র ২৩—পৃ. ২৭৩, ছত্র ১১, —'আজ মনে করলুম...বিচিত্র তুলি পড়েছিল।' বর্জিত।

পৃ. ২৭২, ছত্র ১১, 'এক সময়' স্থলে 'এক সময়ে'।

পৃ. ২৭২, ছত্র ১২, 'উপর' স্থলে 'উপরে'।

পৃ. ২৭২, ছত্র ১২, 'সেই' বর্জিত।

পৃ. ২৭২, ছত্র ১৩, 'আছে' স্থলে 'গেছে।'

পৃ. ২৭২,ছত্র ১৩-১৪, 'আবার অনেক জায়গায় সমতল ধূ ধূ করছে।' বর্জিত।

পৃ. ২৭২, ছত্র ১৪-১৬, 'সেই-সমস্ত ঢেউ-খেলানো স্তরে-স্তরে-কোঁচানো বালির উপর নানা রঙের চিকন আভা পড়ে ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড-সাপের নানা-রঙা খোলষের মতো দেখাচ্ছিল।' স্থলে 'সে সমস্ত থাকে-থাকে-ভাঁজ—করা বালির উপর নানা রঙের চিকন আভা পড়ে ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড সাপের নানারঙা খোলসের মতো দেখাচ্ছিল।'।

পৃ. ২৭২, ছত্র ১৭-১৮, 'এখন কেবল তার একটা বৃহদাকার খোলষ বালির উপর পড়ে চিক্ চিক্ করছে—' স্থলে 'এখন সেখানে কেবল তার একটা বৃহৎ খোলস সন্ধ্যার আলোয় পড়ে চিক্‌চিক্ করছে।'।

পৃ. ২৭২, ছত্র ২১, 'সাপের মতো' স্থলে 'সরীসৃপ'।

পৃ. ২৭২, ছত্র ২৪, 'আকাশ সমস্ত' বর্জিত।

পৃ ২৭২, ছত্র ২৫-২৬, 'জগতের কোনো জায়গায় তার তিলমাত্র চিহ্ন রহিল না।' স্থলে 'জগতে কোথাও তার আর কোনো স্মৃতিচিহ্নই রইল না'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৮৬
ছিন্নপত্র—১৩৫

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৬০, ছত্র ৫, 'এখানে ভারী শীত পড়েছে [বব]—' বর্জিত।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ৫, 'এই জবড়জঙ্গি' বর্জিত।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ৭, 'বিছানা পেতে দিয়ে' বর্জিত।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ৭, 'বসি' স্থলে 'দিই'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ৮, 'দিয়ে' বর্জিত।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ৯, 'মধ্যে' বর্জিত।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ১০, 'পাগলামি' স্থলে 'খেপামি'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ১১, 'Sanity' স্থলে 'অপ্রমত্ততা'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ১১, 'চলতে' স্থলে 'চলা'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ১২, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' স্থলে 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ১৩, 'তার' বর্জিত।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ১৫, 'ঠিক' বর্জিত।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ১৫, 'এক ভাবে' স্থলে 'একভাবেই'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ১৬, 'তার ভিতরে' স্থলে 'নিজের মধ্যে'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ১৮, 'যন্ত্র নির্মিতবৎ' স্থলে 'যন্ত্রটির মতো'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ১৮, 'এমন' বর্জিত।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ১৯, 'মানুষ যথার্থ' স্থলে 'অবাধে'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ২০, 'সাহিত্যের' স্থলে 'শিল্প-সাহিত্যের'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ২০-২১, 'কর্মক্ষেত্রে আপনাকে বদ্ধ...দিতে চেষ্টা করে।' বর্জিত।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ২২, 'Conventional' স্থলে 'দস্তুরের-আঁচল-ধরা'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ২২, 'সাহিত্যের একটা মহৎ উদ্দেশ্য সংকীর্ণ হয়ে আসে' স্থলে 'নিজের উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে।'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ২৩, 'ড্রইং রুম—শিষ্টালাপে যে-সকল কথা উত্থাপন করা যায় না' স্থলে 'বৈঠকখানা ঘরে শিষ্টালাপে যে-সব কথা চলে না'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ২৪, 'এবং' স্থলে 'ও'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ২৪, 'এবং সুন্দরভাবে' বর্জিত।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ২৫, 'এমন-কি, ড্রইংরুম' স্থলে 'এইজন্যই ড্রইংরুমের'।

পৃ. ২৭৫, ছত্র ২৬, 'উদার' স্থলে 'বিরাট'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৯০
ছিন্নপত্র—১৩৬

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৭৯, ছত্র ১৩-১৭, 'আজকের দিনটি এমন....করা অন্যায়। কিন্তু' বর্জিত।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ১৭, 'এই প্রশান্ত মধ্যাহ্নে' স্থলে 'এক মধ্যাহ্নে'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ১৮, 'বোটের' স্থলে 'নৌকার'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ১৮-২০, 'সম্মুখে সোনার রৌদ্র সুনীল আকাশ এবং ধূসর বালুর চর নিয়ে, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু-কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ান-গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে।' স্থলে 'সমুখে সোনার রৌদ্র এবং সুনীল আকাশ নিয়ে, আমাকে একখানা বই—সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে।'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২১, 'পড়বে না' স্থলে 'মনে রাখবে না'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২২, 'আজকের এই দুর্লভ দিনটা নষ্ট হবে।' স্থলে 'এমন দিনটা মাটি করতে হবে।'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২২, 'ভেবে দেখতে গেলে' বর্জিত।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২২, 'এ রকম' স্থলে 'এমন'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২৩, 'দিনগুলোই' স্থলে 'দিনই'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২৪, 'এই স্তব্ধ' স্থলে 'যেন'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২৪-২৫, 'একটি পরিস্ফুট পদ্মের মতো প্রশান্ত-সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে,' স্থলে 'সোনার পদ্মফুলের মতো ফুটে উঠেছে'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২৫, 'নিভৃত' বর্জিত।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২৬, 'আকর্ষণ করে নিচ্ছে' স্থলে 'টেনে নিচ্ছে'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২৭, 'নীল' স্থলে 'বেগনি'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২৭, 'গুঞ্জন ধ্বনি-সহকারে' স্থলে 'গুঞ্জন-সহকারে'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২৭-২৮, 'চঞ্চলভাবে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে' স্থলে 'চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে।'

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২৮, 'বিরহিণীদের' স্থলে 'বিরহিণীর'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২৯, 'চিরকাল' স্থলে 'বরাবর'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ২৯, 'মনে মনে' বর্জিত।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ৩০, 'যথার্থ মাধুর্য এবং মর্ম' স্থলে 'মর্মটা'।

পৃ. ২৭৯, ছত্র ৩০, 'দুপুরবেলায়' স্থলে 'দুপুরবেলা'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ২, 'একরকম খ্যাপাটে ভাবে সেখানকার।' বর্জিত।

পৃ. ২৮০, ছত্র ৩, 'দক্ষিণের বারান্দাটায় নিষ্কর্মার মতো বেড়াচ্ছিলুম' স্থলে 'নিষ্কর্মার মতো দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াচ্ছিলুম'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ৪, 'প্রসারিত হয়ে' স্থলে 'ছড়িয়ে'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ৪, 'নিবিড় নিভৃত পল্লব-রাশির' স্থলে 'নিবিড় পল্লবগুলির'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ৪-৫, 'একটি শান্ত নিস্তব্ধতা ছায়া বিস্তার করে বিরাজ করছিল।' স্থলে 'স্তব্ধতা যেন রাশীকৃত হয়ে উঠেছিল।'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ৫-৬, 'বুকের ভিতরে একটা ব্যথা বোধ হচ্ছিল।' বর্জিত।

পৃ. ২৮০, ছত্র ৬-৭, 'আর সেই সময়ে বারান্দার নিকটবর্তী একটা নিমগাছের কাছে।' স্থলে 'সেই সময়টায় বারান্দার নিকটবর্তী একটা মুকুলিত নিমগাছের কাছে।'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ৭, 'গুঞ্জনধ্বনি' স্থলে 'গুঞ্জন'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ৭, 'উদার' বর্জিত।

পৃ. ২৮০, ছত্র ৮, 'বুঝতে পারলুম' স্থলে 'বোঝা গেল।'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ৮, 'অনির্দিষ্ট' স্থলে 'পাঁচ মিশালি'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ৯-১০, 'ওতে করে বিরহিণীদের বিরহব্যথা বেড়ে ওঠা কিছুই অসম্ভব নয়' স্থলে 'তাতে বিরহিণীর মনটা যে হঠাৎ হাহা করে উঠবে তাতে আশ্চর্য কিছুই নেই।'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ১১, 'আরম্ভ' স্থলে 'শুরু'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ১১, 'যদি একটা' স্থলে 'যদি খামখা একটা'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ১১-১৩, 'তাতে কারও ব্যথা বা সুখের বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু গাছপালার মধ্যে খোলা আকাশে সে যে সুরটি লাগায় সেটি ঠিক লাগে।' স্থলে 'এবং ক্ষণে ক্ষণে শাসির কাঁচে মাথা ঠুকতে থাকে, তবে তাতে করে তার নিজের ছাড়া আর কারো কোনো প্রকার ব্যথা—লাগবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ঠিক জায়গাটিতে সে ঠিক সুরই দেয়।'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ১৪, 'ভ্রমরীটিও ঠিক সুর দিচ্ছে' স্থলে 'ভ্রমরটিও ঠিক সুরটি লাগিয়েছে।'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ১৪, 'নিশ্চয়' স্থলে 'নিশ্চয়ই'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ১৫, 'বোটের' স্থলে 'নৌকার'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ১৬-১৭, 'আমি যদি শকুন্তলা হতুম তা হলেও একটা মানে বোঝা যেত, কিন্তু' বর্জিত।

পৃ. ২৮০, ছত্র ১৭, 'অপক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেই বলবে আমি শকুন্তলা নই।' স্থলে 'নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রই তো বলবে আমি শকুন্তলা বা সে-জাতীয় কেউ নই।'।

পৃ. ২৮০, ছত্র ১৮-২২, 'এইমাত্র আমার বোটের...বসতে পারে না।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৯২
ছিন্নপত্র—১৩৭

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৮১, ছত্র ২৮—পৃ. ২৮২. ছত্র ৩. 'এইবার বসন্ত কালটা থেকে...ভরপুর ভাবে হতে পারত।' বর্জিত।

পৃ. ২৮২. ছত্র ৩, 'এখন' বর্জিত।

পৃ. ২৮২, ছত্র ৪, 'কিরকম' বর্জিত।

পৃ. ২৮২, ছত্র ৪-৫, 'বাইরে যা-কিছু ঘটে তাতেই মনকে আকর্ষণ করে নেয়।' বর্জিত।

পৃ. ২৮২, ছত্র ৬, 'তাই দেখেও অনেকটা সময় চলে যায়' স্থলে 'তাই দেখতে দেখতে সময় কাটে।'।

পৃ. ২৮২, ছত্র ১০. 'তারপরে' স্থলে 'তারপর'।

পৃ. ২৮২ ছত্র ১০. 'ক্ষুদ্র-শীর্ণ' বর্জিত।

পৃ. ২৮২, ছত্র ১০, 'ছেলে' স্থলে 'মনুষ্যশাবক'

পৃ. ২৮২. ছত্র ১১, 'একটা ছোটো লাঠির' স্থলে 'পাঁচনির'।

পৃ. ২৮২, ছত্র ১৩, 'মনুষ্যশাবক' স্থলে 'মাণবকাটির'।

পৃ. ২৮২, ছত্র ১৪, 'এবং' স্থলে 'আর'।

পৃ. ২৮২, ছত্র ১৫, 'রাখালের কর্তব্যকর্ম করা হল।' স্থলে 'রাখাল-কর্তব্য সমাধা হল।'।

পৃ. ২৮২. ছত্র ১৫. 'ছেলেদের' স্থলে 'বালকদের'।

পৃ. ২৮২. ছত্র ১৬. 'এই সাইকোলজির রহস্য' স্থলে 'মনস্তত্ত্বের এ রহস্যটা'।

পৃ. ২৮২. ছত্র ১৭, 'পরিতৃপ্ত সন্তুষ্টভাবে' স্থলে 'তৃপ্তভাবে'।

পৃ. ২৮২. ছত্র ১৮, 'মার-ধোর' স্থলে 'উৎপাত'।

পৃ. ২৮২ ছত্র ১৮, 'তাদের' বর্জিত।

পৃ. ২৮২. ছত্র ১৯, 'আমি তো বুঝতে পারি নে' স্থলে 'ঠিক জানি নে।'।

পৃ. ২৮২. ছত্র ১৯-২০. 'বোধ হয় জন্তুদের উপরে প্রভুত্ব করা।' বর্জিত।

পৃ. ২৮২. ছত্র ২০-২১. 'নিজের ক্ষমতাগর্ব' স্থলে 'প্রভুগর্ব'।

পৃ. ২৮২, ছত্র ২১, 'বোধ হয়' স্থলে 'বোধ করি'।

পৃ. ২৮২. ছত্র ২১, 'একটা' বর্জিত।

পৃ. ২৮২, ছত্র ২১-২২, 'আমার কিন্তু এই রাখাল ছেলেগুলোর উপর ভারী রাগ ধরে।' বর্জিত।

পৃ. ২৮২. ছত্র ২২, 'খুব' বর্জিত।

পৃ. ২৮২. ছত্র ২৩. 'গোরুমোষের খাওয়া দেখতে আমার বেশ লাগে।' স্থলে 'মোষের এই চড়ে খাওয়া আমার দেখতে বড়ো ভালো লাগে।'।

পৃ. ২৮২. ছত্র ২৩-২৮, 'যাদের মধ্যে উন্নততর...ব্যাপার ভারী বিরক্তিজনক।' বর্জিত।

পৃ. ২৮২, ছত্র ২৯, 'দেখ্' বর্জিত।

পৃ. ২৮২, ছত্র ২৯—পৃ. ২৮৩, ছত্র ৩, 'আমি বলতে যাচ্ছিলুম যে, সাধনার পাঠকদের জন্যে যখন আমি উচ্চ-অঙ্গের খোরাক সংগ্রহে নিযুক্ত তখন নদীর ধারে তৃণগুল্মরাশির উপরে গোরু মোষ চরার সামান্য দৃশ্য আমার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়ে যায়।' স্থলে 'আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আজকাল অতি সামান্য কারণেই আমার 'সাধনার' তপোভঙ্গ হচ্ছে।'।

পৃ. ২৮৩, ছত্র ৩, 'তোকে' বর্জিত।

পৃ. ২৮৩, ছত্র ৩, 'বোধ হয়।' বর্জিত।

পৃ. ২৮৩, ছত্র ৩, 'গোটা-দুয়েক' স্থলে 'গোটা কয়েক'।

পৃ. ২৮৩, ছত্র ৪, 'প্রায়ই মাঝে মাঝে'। বর্জিত।

পৃ. ২৮৩. ছত্র ৪-৫, 'আমার বোটের চারদিকে এবং আমার বোটের মধ্যে এসে' স্থলে 'আমার বোটের ভিতরে বাইরে।'।

পৃ. ২৮৩. ছত্র ৫, 'এবং' স্থলে 'ও'।

পৃ. ২৮৩, ছত্র ১০, 'করে চলে যায়' স্থলে 'করে যাচ্ছে।'।

পৃ. ২৮৩, ছত্র ১১, 'সত্যিকার' স্থলে 'সত্যকার'।

পৃ. ২৮৩, ছত্র ১২, 'সংস্কৃতে' স্থলে 'সংস্কৃত-ভাষায়'।

ছিন্নপত্রাবলী—১৯৩
ছিন্নপত্র—১৩৮

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৮৩, ছত্র ১৯-২৪, 'কাল বিকেলে সাধনার জন্যে...মনে উদয় হয়েছে।' বর্জিত।

পৃ. ২৮৩. ছত্র ২৫, 'কল্পনাগুলির' স্থলে 'কল্পনার'.

পৃ. ২৮৩. ছত্র ২৬, 'বলে মনে হচ্ছে না।' স্থলে 'বলে তো মনে হচ্ছে না—'।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ২, 'প্রত্যেক দিন' বর্জিত।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ৫-৬, 'দুটি ভল্যুম জীবনচরিত গড়েছেন মাত্র' স্থলে 'দুটি মাত্র ভলুম জীবনচরিতের সৃষ্টি করেছেন;'।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ৬-৭, 'বাজে কথা বাজে তর্ক ঢের আছে, স্থলে 'বাজে বকুনি বিস্তর আছে।'।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ৭, 'দুখানা বই এক হপ্তার মধ্যে অনায়াসেই শেষ করে ফেলা যায়।' বর্জিত।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ৯, 'এর কতই' স্থলে 'এরই কত'।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ৯-১০, 'কত দ্বন্দ্ব, কত সংগ্রাম'। বর্জিত।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ১১, 'আছি এই দেড় হাত চৌকিতে চুপচাপ করে বসে।' স্থলে 'আছি তো এই দেড় হাত চৌকিতে চুপটি করে বসে,'।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ১৩, 'কেবল' বর্জিত।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ১৪-২০, 'আজ আমার সেই ছেলেবেলায়...তার ঠিকানা নেই।' বর্জিত।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ২১, 'এই চিন্তা' বর্জিত।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ২১-২২, 'এবং কল্পনা সেই বৃহৎ লাইনের মধ্যে কোন্‌খানে পড়ে—কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।' স্থলে 'সেই কয়েকখানা পাতার মধ্যে কোথায় বিলুপ্ত হয়ে থাকবে!'।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ২৩, 'পদ্মার ধারের' স্থলে 'পদ্মাতীরের'।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ২৩, 'পরিপূর্ণ' বর্জিত।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ২৪, 'অতি' বর্জিত।

পৃ. ২৮৪, ছত্র ২৫-২৬, 'ভারতবর্ষের রোদ্‌দুরটার মধ্যে কী-যে 'একটা বৈরাগ্য আছে সে কারও সাধ্য নেই এড়াতে পারে।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৯৪
ছিন্নপত্র—১৩৯

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৮৫, ছত্র ৬, 'আরম্ভই হচ্ছে' স্থলে ছিন্নপত্রে 'আরম্ভেই আছে'।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ৯, 'তারপরে অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে।' বর্জিত।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ৯, 'সে' স্থলে 'লেখক'।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ১০, 'কিন্তু আজকাল আমার 'সাধনার' মধ্যে সে আমাকে দেখতে পায়' স্থলে 'আমার 'সাধনার' লেখা থেকে পরিচয়।'।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ১০, 'তাই' বর্জিত।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ১২, 'জন্যে' স্থলে 'জন্য'।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ১৪, 'ইত্যাদি' বর্জিত।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ১৪, 'ভালোবাসার জন্যে' স্থলে 'প্রীতিদানের জন্য'।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ১৫-১৯, 'আইডিয়াকে রিয়ালিটির চেয়ে কম সত্য মনে করা আমাদের একটা মোহ মাত্র। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যা পাচ্ছি বিজ্ঞান এবং দর্শন বলছে সেটা আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৈরি, প্রকৃত সেটা কী কেউ জানে না—আমরা আইডিয়ার দ্বারা যা পাই সেটা আমাদের মনের সৃষ্টি, তারও প্রকৃত সত্তা কেউ বলতে পারে না।' স্থলে 'ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা পাচ্ছি সেটা বস্তুত যে কী তারই ঠিকানা মিলছে না, আর আইডিয়া দিয়ে যেটা পাই সেই মনের সৃষ্টির প্রকৃত সত্তার প্রতিই বা কেন তার চেয়ে বেশি অনাস্থা করতে যাব?'।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ১৯-২৩, 'তবু মনের সৃষ্টির...হয়তো অপেক্ষাকৃত সত্য।' বর্জিত।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ২৩-২৪, 'প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই' স্থলে 'মানুষমাত্রের মধ্যেই'।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ২৪, 'সেটা' স্থলে 'তাকে'।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ২৭, 'অন্যের ছেলের মধ্যে' স্থলে 'অন্য ছেলের'।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ২৭, 'সে সেই আইডিয়াল সত্তাটি' বর্জিত।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ২৭, 'অনির্বচনীয় সত্যটি' স্থলে 'অনির্বচনীয়টিকে'।

পৃ. ২৮৫, ছত্র ২৮—পৃ. ২৮৬, ছত্র ৩, 'রিয়ালিটিতে সেই আইডিয়াল...মনে করতে পারে!' বর্জিত।

পৃ. ২৮৬, ছত্র ৪, 'মিথ্যা' স্থলে 'মায়া'।

পৃ. ২৮৬, ছত্র ৪-৫, 'আর আমি তার ছেলেকে যা মনে করে তার জন্যে প্রাণ দিতে পারি নে সেইটেই কি বেশি সত্য?' স্থলে 'আর যা মনে করে আমরা দিতে পারি নে সেইটেই কি সত্য?'।

পৃ. ২৮৬, ছত্র ৬-১০, 'আমি এই কথা বলি,...সত্যটা গোপন আছে' বর্জিত।

পৃ. ২৮৬, ছত্র ১১, 'জীবই' স্থলে 'মানুষই'।

পৃ. ২৮৬, ছত্র ১১, 'অনন্ত কালের' বর্জিত।

পৃ. ২৮৬, ছত্র ১১-১২, 'তার মধ্যে একটি অনন্ত সৌন্দর্য আছে' স্থলে 'তার মধ্যে সৌন্দর্যের সীমা নেই।'।

পৃ. ২৮৬, ছত্র ১২, 'দেখ্‌' বর্জিত।

পৃ. ২৮৬, ছত্র ১৩, 'গ্রহণ করবার যোগ্য নই' স্থলে 'গ্রহণের যোগ্য নই,'।

পৃ. ২৮৬, ছত্র ১৪-১৫, 'হয়তো সে যদি আমাকে প্রতিদিন ঘনিষ্ঠভাবে জানত তা হলে এ রকম প্রীতি করতে সক্ষম হত না;' স্থলে 'অর্থাৎ যদি সে আমাকে আমার প্রত্যাহের আবরণের মধ্যে দেখত তা হলে এরকম প্রীতি অনুভব করতেই পারত না—'।

পৃ. ২৮৬, ছত্র ১৭-২০, 'এই কথাটাই হচ্ছে...কথা এসে পড়ল!' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৯৬
ছিন্নপত্র—১৪০

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৮৮, ছত্র ৫, 'কিম্বা' স্থলে 'ও'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ৫-৬, 'এই নিয়ে তোর আজকের চিঠিতে একটুখানি তর্ক আছে [বব]।' স্থলে 'তর্কটা যদি এই হয়'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ৬-৭, 'ওটা অনেকটা অবস্থা এবং অসুবিধার পরিমাণের উপরে নির্ভর করে।' বর্জিত।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ৭-৯, 'ফর ইন্‌স্টান্‌স, ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ার তুই যে উদাহরণ দিয়েছিস সেটার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্যের কোনো তর্ক নেই' স্থলে 'তবে ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ার দৃষ্টান্তটা সে তর্কের মধ্যে ঠিক পড়ে না'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ৯, 'হয়তো' বর্জিত।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১০, 'অসুন্দর না হতেও পারে' স্থলে 'যে অসুন্দর হতেই হবে তা নয়,'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১০-১১, 'এ দিকে আবার ঘোড়া চালবারও অসুবিধে হতে পারে।' স্থলে 'ও দিকে তাতে ঘোড়া চালাবার অসুবিধাও ঘটতে পারে।'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১১, 'কিন্তু আমার মতে ওটা অসংগত।' স্থলে 'আসলে ওটা অসংগত।'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১১-১৩, 'ঘোড়ায় চড়ার সঙ্গে...ছাতা মাথায় কেন?' বর্জিত।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১৩-১৪, 'অসুবিধা অসুন্দর এবং অসংগত এই তিনটেকেই এড়িয়ে চলা। আবশ্যক' স্থলে 'অসুবিধা অসৌন্দর্য এবং অসংগতি এই তিনটেকেই আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে।'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১৪, 'শেষটাকে' স্থলে 'শেষটাকেই'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১৬, 'এবং অসুবিধাও না হয়' বর্জিত।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১৬, 'সংগত' স্থলে 'ভালো'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১৬, 'একটা' বর্জিত।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১৭, 'আসলে' বর্জিত।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১৮, 'কারও' স্থলে 'লোকের'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১৮, 'হয়' স্থলে 'হওয়া উচিৎ'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১৮-১৯, 'ইংরাজিতে যে-সমস্ত আচরণকে 'লাউড' বলে সেটা ঐ কারণেই নিন্দনীয় এবং' বর্জিত।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ১৯, 'যথার্থ ভদ্রতার' স্থলে 'কেননা যথার্থ ভদ্রতার'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ২০-২১, 'অসংগত অদ্ভুত ব্যবহারে ...অনুভব করাই উচিত' বর্জিত।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ২২, 'খুব বেশি করে' স্থলে 'সর্বদা অতিমাত্র'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ২৩, 'প্রবল আঘাতে নিজেকে আছড়ে' স্থলে 'নিজেকে প্রবল বেগে আছড়ে'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ২৩, 'থাকা' স্থলে 'থাকাই'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ২৪-২৬, 'আমি যদি রাত-কাপড়...ঠিক শিষ্টাচার নয়' বর্জিত।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ২৭, 'এর একটা সীমা' স্থলে 'অবশ্য এর একটা'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ২৭-৩০, 'যখন কোনো প্রচলিত নিয়ম—কোনো দেশব্যাপী অভ্যাস—আমি অন্যায় এবং সাধারণের অনিষ্টজনক মনে করি, কিম্বা কোনো নূতন প্রথা যদি হিতকর ব'লে মনে হয়, তখন সে বিষয়ে সাধারণকে গুরুতর আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত হয় না' স্থলে 'যখন কোনো প্রচলিত প্রথাকে আমি অন্যায় বা অনিষ্টকর মনে করি তখন সে বিষয়ে সাধারণকে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হলে চলবে না।'।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ৩০-৩১, 'তখন সংগত অসংগতর তর্কটা ভারী ছোটো।' বর্জিত।

পৃ. ২৮৮, ছত্র ৩১—পৃ. ২৮৯, ছত্র ২, 'কিন্তু মনের সেই স্থির লক্ষ্য এবং উচ্চ-অভিপ্রায়টা থাকা চাই' স্থলে 'কিন্তু সেই উচ্চ লক্ষ্যটা থাকা চাই'।

পৃ. ২৮৯, ছত্র ২-৫, 'আমাদের দেশের মেয়েরা ছাতা মাথায় এবং জুতো পায়ে দেয় না, অতএব যে মেয়ে এ কাজ প্রথমে করবে তাকে সকলের বিদ্রূপ চোখে পড়তেই হবে—কিন্তু তাই বলে সে লোকব্যবহারকে খাতির করে চললে চলে না' স্থলে 'আমাদের দেশে যে মেয়েরা প্রথম জুতা পায়ে এবং ছাতা মাথায় দিয়েছেন, নিশ্চয়ই তাঁরা লোকের বিদ্রূপ-চোখেই পড়েছেন'—তাই বলে এখানে লোক ব্যবহারকে খাতির করা চলে না'।

পৃ. ২৮৯, ছত্র ৫-৬, 'কিন্তু সাধারণতঃ সাধারণ মানুষের মতো চলার সুবিধে এই যে, তাতে অন্য লোকেরও চলার বাধা হয় না, নিজেরও চলার সুবিধে হয়—' স্থলে 'কিন্তু, মোটের উপর সাধারণ মানুষের মতো চলার সুবিধা এই যে, তাতে অন্য লোকেরও চলার সুবিধা হয়।'।

পৃ. ২৮৯, ছত্র ৭-৮, 'নইলে অন্য লোককেও ব্যাঘাত করা হয়, নিজেরও অনর্থক ব্যাঘাতের কারণ হয়।' বর্জিত।

পৃ. ২৮৯, ছত্র ৮, 'জন্যেও' স্থলে 'জন্যও'।

পৃ. ২৮৯, ছত্র ৮, 'এবং' স্থলে 'ও'।

পৃ. ২৮৯, ছত্র ১০, 'মতো একটা অদ্ভুত অসংগত কাণ্ড হয়' স্থলে 'মতোই অদ্ভুত হয়ে পড়ে—'।

পৃ. ২৮৯, ছত্র ১০-১২, 'সেই অসংগতির মধ্যে যে একটা হাস্য অথবা বিরক্তি-জনকতা আছে, সেটা অতিক্রম করবার উপযুক্ত কোনো উচ্চ অভিপ্রায় তার মধ্যে পাওয়া যায় না।' স্থলে 'সেই অদ্ভুত অসংগতির মধ্যে যে হাস্যকরতাও বিরক্তিজনকতা—আছে তাকে অতিক্রম করবার উপযুক্ত কোনো উচ্চ অভিপ্রায় তার মধ্যে পাওয়া যায় না।'।

পৃ. ২৮৯, ছত্র ১২-২৫, 'তা হলে তো ভদ্রবেশে...প্রবন্ধ হয়ে উঠত।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—১৯৮
ছিন্নপত্র—১৪১

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ২৯১, ছত্র ২৮, 'সাজাদপুরে গিয়ে একেবারে...অনেক চিঠি জমে আছে দেখতে পাবো।' বর্জিত।

পৃ. ২৯১, ছত্র ২৯, 'কিন্তু' স্থলে 'তার মধ্যে'।

পৃ. ২৯১, ছত্র ৩০-৩১, 'পোস্ট্ আফিস হয়ে...তো আছেই। কিন্তু' বর্জিত।

পৃ. ২৯২, ছত্র ২-৩, 'মানুষের সঙ্গে মানুষের...যোগ করে দিয়েছে।' বর্জিত।

পৃ. ২৯২, ছত্র ৪-৫, 'আবার চিঠিপত্র পেয়ে আর-এক দিক থেকে তাকে আর-এক রকম করে পাই' স্থলে 'চিঠিপত্র দ্বারা তার চেয়ে আরো একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি।'

পৃ. ২৯২, ছত্র ৫, 'চিঠিপত্র-দ্বারা' স্থলে 'চিঠিপত্রে'।

পৃ. ২৯২, ছত্র ৭-৮, 'ঠিক সেটা প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তার মধ্যে নেই' স্থলে 'যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই'।

পৃ. ২৯২, ছত্র ৯, 'এবং' স্থলে 'ও'।

পৃ. ২৯২, ছত্র ১০, 'করে না' স্থলে 'করতে পারে না'।

পৃ. ২৯২, ছত্র ১০-১১, 'উভয়ের মধ্যেই খানিকটা... পূরণ করতে পারে' বর্জিত।

পৃ. ২৯২, ছত্র ১২-১৪, 'এই জন্যে মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে চিঠিপত্র একটা নূতন-জাতীয় সুখ এবং বার্তা বহন করছে, যা পূর্বে ছিল না। এ যেন মানুষকে দেখবার জন্যে এবং পাবার জন্যে একটা নতুন ইন্দ্রিয়-বৃদ্ধি হয়েছে' স্থলে 'এই কারণে, চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে'।

পৃ. ২৯২, ছত্র ১৪-১৭, 'সামান্য কথাবার্তা এবং ...আপনাকে ধরা দেয়' বর্জিত।

পৃ. ২৯২, ছত্র ১৮, 'যাপন করেছে' স্থলে 'আছে'।

পৃ. ২৯২, ছত্র ১৮, 'কখনো' বর্জিত।

পৃ. ২৯২, ছত্র ১৯, 'পত্র' বর্জিত।

পৃ. ২৯২, ছত্র ১৯, 'হয় নি' স্থলে 'ঘটে নি'।
পৃ. ২৯২, ছত্র ১৯ 'ভাবে' স্থলে 'করেই'।
পৃ. ২৯২, ছত্র ২০-২১, 'পরস্পরের চরিত্রের অনেক...উপায়ই হয় না' বর্জিত।
পৃ. ২৯২ ছত্র ২৪, 'পৃষ্ঠার' স্থলে 'পৃষ্ঠা'।
পৃ. ২৯২, ছত্র ২৪, 'জায়গাটি' স্থলে 'রস'।
পৃ. ২৯২, ছত্র ২৫, 'প্রবন্ধের প্রভাব ঠিক সে জায়গায় কখনও পৌঁছতে পারে না' স্থলে 'প্রবন্ধে কখনোই তা পারে না'।
পৃ. ২৯২, ছত্র ২৬, 'একটি মোহ' স্থলে 'একটি সুন্দর মোহ'।
পৃ. ২৯২, ছত্র ২৬, 'একটি' বর্জিত।
পৃ. ২৯২, ছত্র ২৭-২৮, 'বোধহয় ফরাসী জাতিকে এ জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয়' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—২০৮
ছিন্নপত্র—১৪২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩০২, ছত্র ২৭-২৯, 'মুখ একটু শুকিয়ে...দইয়ের সরবৎ খাই।' বর্জিত।
পৃ. ৩০২, ছত্র ২৯, 'একটা' স্থলে 'একটি'।
পৃ. ৩০৩, ছত্র ৪, 'উপর' স্থলে 'মধ্যে'।
পৃ. ৩০৩, ছত্র ৫, 'দ্বিপদের' বর্জিত।
পৃ. ৩০৩, ছত্র ৭-১২, 'একটা চীনদেশের ভ্রমণ...খুঁজে পাই নি।' বর্জিত।
পৃ. ৩০৩, ছত্র ১৪, 'বিশেষ ক্ষমতার আবশ্যক' স্থলে 'অসামান্য ক্ষমতার দরকার'।
পৃ. ৩০৩, ছত্র ১৫, 'এবং সে ক্ষমতা ভারী বিরল' বর্জিত।
পৃ. ৩০৩, ছত্র ১৫, 'কিছুমাত্র' সংযোজন।
পৃ. ৩০৩, ছত্র ১৬, 'এবং' স্থলে 'ও'।
পৃ. ৩০৩, ছত্র ১৮, 'করে দেবে না' স্থলে 'কেটে দিয়ে যাবে না'।
পৃ. ৩০৩, ছত্র ১৯-২০, 'মনের চারদিকে একটা সুবিস্তীর্ণ দেশ কাল বর্ণ এবং রসের সৃষ্টি করে দেবে।' পরিবর্তে 'এমন পুষ্পকরথের সারথি পাওয়া যায় কোথায়!'।
পৃ. ৩০৩, ছত্র ২০-২৬, 'ভালো ভ্রমণ-বৃত্তান্ত জিনিষটা...তা আছে বটে।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—২১০
ছিন্নপত্র—১৪৩

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩০৫, ছত্র ৫-৮, 'আজ সকালবেলা ...শক্তি ছিল না।' বর্জিত।
পৃ. ৩০৫, ছত্র ১২, 'খুব' বর্জিত।
পৃ. ৩০৫, ছত্র ১৩, 'কাজই দেওয়া যায়' স্থলে 'কাজটাই দিই'।
পৃ. ৩০৫, ছত্র ১৫, 'কিচ্ছুই' স্থলে 'কিছুই'।
পৃ. ৩০৫, ছত্র ২১, 'ঘুরঘুর করে বেড়ানো যায়' স্থলে 'ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকি'।
পৃ. ৩০৫, ছত্র ২২, 'সামাজিক কর্তব্যের' স্থলে 'দস্তুর-বাঁধা কাজের'।
পৃ. ৩০৫, ছত্র ২৪, 'অধীর' স্থলে 'ব্যাকুল'।
পৃ. ৩০৫, ছত্র ২৬, 'অসুস্থ মনে করি!' স্থলে 'বলি পাগলামি'।
পৃ. ৩০৫, ছত্র ২৫, 'কিন্তু আমি মনে করি' স্থলে 'কিন্তু আমি তো মনে করি'।
পৃ. ৩০৫, ছত্র ২৫, 'আপনার' বর্জিত।
পৃ. ৩০৫, ছত্র ২৭-২৯, 'সকলের সেই ঐক্যলাভের... সুবিশাল ঐক্যের দিকে।' বর্জিত।
পৃ. ৩০৫, ছত্র ২৯, 'সেই জন্যেই' স্থলে 'এইজন্যেই'।

ছিন্নপত্রাবলী—২১৬
ছিন্নপত্র—১৪৪

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩১১, ছত্র ৫, 'একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প' স্থলে 'খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প'।
পৃ. ৩১১, ছত্র ৫-৭, 'লেখাটা' প্রথম আরম্ভ...মাঝখানে গিয়ে পড়েছি—' বর্জিত।
পৃ. ৩১১, ছত্র ৮, 'এবং' দুটি বর্জিত।
পৃ. ৩১১, ছত্র ৯, 'শব্দ' স্থলে 'ধ্বনি'।
পৃ. ৩১১, ছত্র ১২, 'এবং' স্থলে 'ও'।
পৃ. ৩১১, ছত্র ১২, 'তুলছে' স্থলে 'তুলেছে'।
পৃ. ৩১১, ছত্র ১২-১৩, 'আমার নিজের মনের...রমণীয় হয়ে উঠেছে।' বর্জিত।
পৃ. ৩১১, ছত্র ১৫-১৬, 'সবুজ এবং সোনালি এবং নীল' বর্জিত।
পৃ. ৩১১, ছত্র ১৬, 'সে-সমস্তই বাদ দিয়ে পায়' স্থলে 'সমস্তই বাদ পড়ে যায়।'।

পৃ. ৩১১. ছত্র ১৬. 'সঙ্গে' বর্জিত।

পৃ. ৩১১. ছত্র ১৯. 'গল্পটি কেমন সুমিষ্ট সজীব হয়ে দেখা দিত!' বর্জিত।

পৃ. ৩১১, ছত্র ১৯-২০, 'মর্মের সত্যটুকু কেমন অতি সহজেই বুঝতে পারত!' স্থলে 'সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে এক মুহূর্তে বুঝে নিতে পারত'।

পৃ. ৩১১, ছত্র ২০-২১, 'তা হলে কেউ...সাহস করত না' বর্জিত।

পৃ. ৩১১. ছত্র ২২, 'কিছুতেই' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—২১৭
ছিন্নপত্র—১৪৫

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩১১, ছত্র ৩১--পৃ. ৩১২, ছত্র ৪, 'কাল থেকে নৌকো ছেড়ে...আর একটি বেশ লাগে—' বর্জিত।

পৃ. ৩১২, ছত্র ৫, 'ফিরোলেই' স্থলে 'ফেরালেই'।

পৃ. ৩১২. ছত্র ৬, 'আমার' স্থলে 'আমাদের'।

পৃ ৩১২. ছত্র ৬, 'প্রকৃতি' স্থলে 'প্রকৃতি সুন্দরী'।

পৃ. ৩১২, ছত্র ৮, 'চারিদিক' স্থলে 'চারিদিকে'।

পৃ ৩১২, ছত্র ৮-৯, 'প্রসন্ন-প্রফুল্ল, সরস এবং সজীব.' বর্জিত।

পৃ. ৩১২, ছত্র ১৭-২০, 'আমার বত্রিশ-সিংহাসনে। এই...কখনো ফুরোবে না—' বর্জিত।

পৃ. ৩১২, ছত্র ২০-২২, 'আমার সঙ্গে বরাবর যদি ঐ সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম অব্যবহিত প্রত্যক্ষ যোগ থাকে তা হলে আমার জীবন কখনোই সম্পূর্ণ নীরস হবে না। স্থলে 'আমার সঙ্গে বরাবর ঐ সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগ থাকবে!'।

ছিন্নপত্রাবলী—২২০
ছিন্নপত্র—১৪৬

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩১৪. ছত্র ২৫, 'মধ্যে' স্থলে 'ভিতর'।

পৃ. ৩১৪. ছত্র ২৫-২৬, 'এই নদীর ভিতর...অনেক চিঠি লিখেছি।' বর্জিত।

পৃ. ৩১৪, ছত্র ২৯-৩০, 'প্রতিবারেই নতুন বোধ হচ্ছে!' স্থলে 'বারবারই ভালো লাগছে।'।

পৃ. ৩১৪, ছত্র ৩০—পৃ. ৩১৫, ছত্র ২, 'পদ্মা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নদীগুলি এত বড়ো যে, সে যেন ঠিক কণ্ঠস্থ করে নেওয়া যায় না' স্থলে 'পদ্মার মতো বড়ো নদী এতই বড়ো যে সে যেন ঠিক মুখস্থ করে নেওয়া যায় না,'।

পৃ. ৩১৫, ছত্র ২, 'আর, এই বর্ষাকালের...' স্থলে 'আর এই কেবল ক'টি বর্ষামাসের-দ্বারা অক্ষর-গোনা'।

পৃ. ৩১৫, ছত্র ৩-৬, 'এ নদীতে স্টীমার...দুই তীর শান্তিপূর্ণ।' বর্জিত।

পৃ. ৩১৫. ছত্র ৭, 'দৈনিক' বর্জিত।

পৃ. ৩১৫, ছত্র ৮, 'কর্মপ্রবাহগুলি বেশ সুন্দরভাবে এসে মিশেছে' স্থলে 'কর্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে।'।

পৃ. ৩১৫, ছত্র ১০, 'এই নদীর হাস্যময় কলস্বরের সঙ্গে বেশ মিশে যায়।' স্থলে 'এই নদীটির হাস্যময় কলধ্বনির সঙ্গে এক সুরে মিলে যায়।'।

পৃ. ৩১৫. ছত্র ১১. 'মেয়ে' বর্জিত।

পৃ. ৩১৫, ছত্র ১২, 'যায়' স্থলে 'যান'।

পৃ. ৩১৫. ছত্র ১৫, 'নূতন খবরগুলি শুনে নিয়ে' স্থলে 'নূতন খবর শুনে নিয়ে,'।

ছিন্নপত্রাবলী—২২১
ছিন্নপত্র—১৪৭

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩১৫, ছত্র ২৪, 'বাতাসে' স্থলে 'হাওয়ায়'।

পৃ. ৩১৫, ছত্র ২৪-২৭, 'বনের মধ্যে শেয়াল...গৃহমুখে চলেছে। ডাঙ্গায়' বর্জিত।

পৃ. ৩১৫, ছত্র ২৯. 'সেই' বর্জিত।

পৃ. ৩১৬, ছত্র ২-৩, 'এ দিকে নদীর...উঠেছে, কিন্তু এই।' বর্জিত।

পৃ. ৩১৬, ছত্র ৪-৬. 'ছোটো নদীর উপরে ঘনবর্ষার সমারোহ বড়ো ভালো লাগছে—এই সময়ে বসে বসে চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছে। এই গোধূলির —মেঘলা অন্ধকারে নির্জন ছোটো ঘরের মধ্যে বসে মৃদু মন্দস্বরে গল্প। করে যাবার মতো চিঠি।' স্থলে 'ছোটো নদীটির উপরে ঘনবর্ষার সমারোহের মধ্যে একটি চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছে—মেঘলা গোধূলিতে নিরালা ঘরে মৃদুমন্দ স্বরে গল্প করে যাবার মতো চিঠি।'।

পৃ. ৩১৬, ছত্র ৬, 'সেটা' স্থলে 'এটা'।

পৃ. ৩১৬, ছত্র ৭-৯, 'কী করলে সে...ক্ষমতা নেই। আমাদের' বর্জিত।

পৃ. ৩১৬, ছত্র ৯, 'খুব' স্থলে 'এইরকম'।

ছিন্নপত্রাবলী—২২৪
ছিন্নপত্র—১৪৮

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩১৮, ছত্র ২৭, 'আমি' বর্জিত।

পৃ. ৩১৮, ছত্র ২৭, 'প্রতি' স্থলে 'পরে'।

পৃ. ৩১৮, ছত্র ২৮, 'মোটের উপর ততই' বর্জিত।

পৃ. ৩১৮, ছত্র ২৮-৩০, 'অবশ্য, সাধারণভাবে জানতুম যে. কর্ম অতি উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ পদার্থ। কিন্তু সে-সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যা। এখন বেশ স্পষ্টরূপে বুঝতে পারছি' স্থলে 'কর্ম যে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশ-রূপেই জানতুম, এখন জীবনেই অনুভব করছি—'।

পৃ. ৩১৮, ছত্র ৩০—পৃ. ৩১৯, ছত্র ২, 'কর্মের মধ্যে পুরুষের অনেকগুলি বৃত্তিকে সর্বদাই নিয়োগ করে রাখতে হয়—জিনিষ চিনতে হয়, মানুষ চিনতে হয়. বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয় রাখতে হয়।' স্থলে 'কাজের মধ্য দিয়েই জিনিষ চিনি, মানুষ চিনি, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মুখামুখি পরিচয় ঘটে।'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ২-৩, 'এখন আমার কাছে একটা নূতন রাজ্য খুলে গেছে বর্জিত।

পৃ. ৩১৯. ছত্র ৩-৬, 'দেশ দেশান্তরের লক্ষ লক্ষ লোক যে-এক বৃহৎ বাণিজ্যক্ষেত্রের মধ্যে অহর্নিশি প্রাণপণ প্রয়াসে প্রবৃত্ত আমি তারই মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছি—মানুষের পরস্পরের শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্বন্ধ এবং কর্মের সুদূরবিস্তৃত উদারতা আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে।' স্থলে 'দেশদেশান্তরে লোক যেখানে বহু দূরে থেকেও মিলেছে সেইখানে আজ আমি নেমেছি; মানুষের পরস্পর শৃঙ্খলা-বদ্ধ এই একটা প্রয়োজনের চিরসম্বন্ধ. কর্মের এই সুদূর প্রসারিত ঔদার্য আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে।'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ৬-৭, 'সমস্ত চিনতে এবং শিখতে. খাটতে এবং চিন্তা করতে, বেশ একটি গৌরব অনুভব করা যায়।' বর্জিত।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ৭, 'পুরুষের কাজের' স্থলে 'কাজের'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ৯, 'সংক্ষেপ করে নিয়ে চলতে হয়' স্থলে 'যথোচিত সংক্ষিপ্ত করে চলতে হয়'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ১০, 'ভারী রাগ' স্থলে 'রাগ'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ১২, 'সে' বর্জিত।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ১৩, 'ঝাড়পোঁচ' স্থলে 'ঝাড়পোছ'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ১৩-১৪, 'আমার ভারী কষ্ট হল' বর্জিত।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ১৪, 'সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ' স্থলে 'মর্মান্তিক'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ১৫, 'কিন্তু সে অবসরটা নিয়ে ফল কী?' স্থলে 'অবসরটা নিয়েই বা ফল কী?'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ১৬, 'সম্মুখে' স্থলে 'সম্মুখের'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ১৬-১৭, 'তবে তার চেয়ে ভালো শিক্ষা আর কী আছে!' স্থলে 'তবে ভালোই তো।'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ১৭, 'আয়ত্তের অতীত' স্থলে 'চুকেছে'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ১৭-১৮, 'যা হতে পারে তা সংসারে যথেষ্ট এবং তা এখনি হাতের কাছে প্রস্তুত।' স্থলে 'যা হতে পারে তা হাতের কাছে প্রস্তুত।'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ১৯-২০, 'কিন্তু যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্য রীতিমত খাটতে হবে।' স্থলে 'যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে ছোটো বড় সব কাজই তাকিয়ে আছে।'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ২০-২১, 'কল্পনানেত্রে এই পৃথিবীব্যাপী পুরুষের কর্মক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি' স্থলে 'কাজের সংসারের দিকে চেয়ে দেখি।'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ২১-২২, 'সংসারের রাজপথের দুই ধারে সকলে কঠিন পরিশ্রমে কাজ করছে।' বর্জিত।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ২৩-২৬, 'অথচ এই কর্মক্ষেত্রের নীচে দিয়ে প্রত্যহই কত মৃত্যু কত শোক দুঃখ নৈরাশ্য গোপনে অন্তঃশিলা বহে যাচ্ছে, যদি তারা জয়ী হতে পারত তা হলে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কর্মচক্র বন্ধ হয়ে যেত।' স্থলে 'অথচ এই প্রকাণ্ড কর্মক্ষেত্রের ঠিক নীচে দিয়েই প্রত্যহ কত মৃত্যু কত দুঃখ গোপনে অন্তঃশীলা বহে যাচ্ছে. তার আব্রু নষ্ট হতে পারছে না—যদি সে অসংযত হয়ে বেরিয়ে আসত তা হলে কর্মচক্র একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত।'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ২৬-২৮, 'ব্যক্তিগত শোক দুঃখ 'নীচে দিয়ে চলে যায় এবং তার উপরে কঠিন পাথরে

ব্রিজ বেঁধে লক্ষলোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহ পথে হুহুঃ শব্দে চলে যায়—' স্থলে 'ব্যক্তিগত শোকদুঃখটা নীচে দিয়ে ছোটো, আর উপরে অত্যন্ত কঠিন পাথরের ব্রিজ বাঁধা'; সেই ব্রিজের উপর দিয়ে লক্ষলোক পূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃ শব্দে চলে যায়,'।

পৃ. ৩১৯, ছত্র ২৮-২৯, 'নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কারও খাতিরে কোথাও থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা কঠোর সান্ত্বনা আছে।' স্থলে 'নির্দিষ্ট স্টেশনটি ছাড়া আর কোথাও কারো খাতিরে মুহূর্তের জন্যে থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতায় মানুষের কঠোর সান্ত্বনা।'।

ছিন্নপত্রাবলী—২৩৪
ছিন্নপত্র—১৪৯

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩২৯, ছত্র ৫-১৫, 'মেঘ বৃষ্টি কেটে... পরিতাপ উপস্থিত হচ্ছে।' বর্জিত।

পৃ. ৩২৯, ছত্র ১৫, 'বোধ হয় সেই' স্থলে 'একটা'

পৃ. ৩২৯, ছত্র ১৯, 'আত্মীয়তা বন্ধন—' স্থলে 'আত্মীয়তার বন্ধন।'।

পৃ. ৩২৯, ছত্র ১৯-২০, 'আমি তোমার অনন্তকালের সাধনা' স্থলে 'আমি যে তোমার অনন্তকালের সাধনা।'।

পৃ. ৩২৯, ছত্র ২১-২৩, 'কোনো কারণেই আমার...গ্রহণ করে না।' বর্জিত।

পৃ. ৩২৯, ছত্র ২৪ 'এ সমস্ত' স্থলে 'এসব'।

পৃ. ৩২৯, ছত্র ২৪, 'অমূলক' বর্জিত।

পৃ. ৩২৯, ছত্র ২৪-২৬, 'যদিও একটু দূর...মনে হয় না।' বর্জিত।

পৃ. ৩২৯, ছত্র ২৬, 'এই শরতের অপর্যাপ্ত' স্থলে 'তা হোক্, এই শরতের অপর্যাপ্ত'।

পৃ. ৩২৯, ছত্র ২৭, 'সামান্য' স্থলে 'কম'।

পৃ. ৩২৯, ছত্র ২৭-৩১, 'আমি যদি পাটের...রাখা শক্ত হয়।' বর্জিত।

পৃ. ৩২৯, ছত্র ৩১, 'এবং' স্থলে 'ও'।

পৃ. ৩৩০, ছত্র ২, 'নির্জনে' স্থলে 'নির্জন'।

পৃ. ৩৩০, ছত্র ২-৩, 'খণ্ডভাবে মিশ্রিতভাবে সংসার...পক্ষে অসম্ভব হয়েছে।' বর্জিত।

পৃ. ৩৩০, ছত্র ৪, 'ক্রমশই একটা' স্থলে 'ক্রমশই যেন একটা'।

পৃ. ৩৩০, ছত্র ৪-৫, 'কেবল তার আভাস পাই। আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল,' স্থলে 'কেবল তার আভাস পাই যে আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল,'।

পৃ. ৩৩০, ছত্র ৬-৭, 'আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট বেদনার ভিতরকার অমৃতশষ্য' স্থলে 'আমার সমস্ত জীবন-খনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু?'।

পৃ. ৩৩০, ছত্র ৭-৯, 'সেটাকে যদি স্পষ্ট পরিস্ফুট-নির্ভরযোগ্য দৃঢ় আকারে পাই, তা হলে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সুখ-সম্পদ সবচেয়ে বেশি জিনিষ হয়' স্থলে 'সেটাকে যদি কখনো পরিস্ফুট করে পাই তা হলে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতি প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি হয়,'।

পৃ. ৩৩০, ছত্র ৯-১০, 'স্বাভাবিক অনিবার্য প্রবাহ এও' স্থলে 'চিত্তের অনিবার্য স্বাভাবিক প্রবাহ সেও'।

পৃ. ৩৩০, ছত্র ১০-১২, 'যদি চিরকাল সুখে...কী বা জানতুম!' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—২৩৬, ২৩৮
ছিন্নপত্র—১৫০

(২৩৬ ও ২৩৮ সংখ্যক পত্র দুটিকে সম্পাদনা করে ছিন্নপত্রে একটি চিঠিতে পরিণত করা হয়।)

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩৩১, ছত্র ৬-৮, 'কে আমার উপরে...নিয়ে আসছে এবং' বর্জিত।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ৮, 'ও' স্থলে 'এবং'।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ৯, 'নিভৃত নিস্তব্ধ সজাগ সচেতনভাবে অনুভব করতে দিচ্ছে!' স্থলে 'প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুলেছে।'।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ৯-১২, 'জীবনে অনেকবার অনেকদিন...প্রসারিত হয়ে রয়েছে।' বর্জিত।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ১২, 'পরিতৃপ্তিতে' স্থলে 'পরিতৃপ্তির প্রাচুর্যে'।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ১৩, 'অল্প' স্থলে 'অল্পই'।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ১৪-১৫, 'এবং কেবল আয়োজনেই সময় চলে যায়—উপভোগের অবসর থাকে না।' স্থলে 'এবং কেবল আয়োজনেই সময় কেটে গিয়ে উপভোগের অবসরমাত্র থাকে না।'।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ১৫, 'সুখও' স্থলে 'সুখই'।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ১৬, 'সুখকর জিনিষ নয়' স্থলে 'সুখকর নয়'।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ১৭, 'তাকে সম্পূর্ণ রূপে' স্থলে 'তাকেই পরিপূর্ণভাবে'।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ১৮-১৯, 'তাহলে হৃদয়টাকে সর্বদা আধপেটা খাইয়ে রাখতে হয়—' বর্জিত।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ১৯, 'নিজেকে প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করতে হয়' স্থলে 'নিজেকে অতিপ্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করা চাই'।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ২০, 'রেখে দিয়েছি' স্থলে 'রেখেছি'।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ২০-২১, 'সেটা শুনতে খুব সাদাসিধে, কিন্তু আমার কাছে বড়ো গভীর বলে মনে হয়' স্থলে 'সেটা শুনতে সাদাসিধা কিন্তু বড়োই গভীর'।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ২৪, 'আহার নয়' স্থলে 'অতিভোগ নয়'।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ২৫-২৬, 'পাওয়া যায়' স্থলে 'পাই'।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ২৬-২৮, 'সেই জন্যে কলকাতার...রুদ্ধ হয়ে আসে' বর্জিত।

পৃ. ৩৩১, ছত্র ২৯—পৃ. ৩৩২, ছত্র ৩, 'কিন্তু তপস্যা আমার আবছায়া...রকম অনুভব পাই।' বর্জিত।

পৃ. ৩৩২, ছত্র ৪, 'কখনো' স্থলে 'কখনোই'।

পৃ. ৩৩২, ছত্র ৪-৫, 'তার সঙ্গে কেবল একটা অভ্যাসের যোগ দৃঢ় হয়ে আসে—' স্থলে 'তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে।'।

পৃ. ৩৩২, ছত্র ৫-৮, 'যে ধর্ম আমার...বিকৃত করে ফেলবে—' বর্জিত।

পৃ. ৩৩২, ছত্র ৯-১০, 'কিন্তু সেই জিনিষটাকে নিজের মধ্যে উদ্‌ভূত করে তোলাই মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের চরম ফল।' স্থলে 'ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা।'।

পৃ. ৩৩২, ছত্র ১০-১১, 'নিজের শোণিত' স্থলে 'নাড়ীর শোণিত'।

পৃ. ৩৩২, ছত্র ১১-১২, 'তার পরে জীবনে সর্বতোভাবে সুখী না হয়েও চরিতার্থ হয়ে মরা যেতে পারে।' স্থলে 'তারপরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই—আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।'

ছিন্নপত্রাবলী—২৩৮

পৃ. ৩৩৩, ছত্র ১৯-২২, 'ঠিক যাকে সাধারণতঃ ধর্ম বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ় রূপে লাভ করতে পেরেছি তা বলতে পারি নে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে-একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি।' স্থলে 'যা মুখে বলছি, যা লোকের মুখে শুনে প্রত্যহ আবৃত্তি করছি, তা যে আমার পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা বুঝতেই পারি নে। এ দিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইঁট নিয়ে গড়ে তুলছে।'।

পৃ. ৩৩৩, ছত্র ২২-৩০, 'বিশেষ কোনো-একটা... আমার চরম সত্য।' বর্জিত।

পৃ. ৩৩৩, ছত্র ৩০, 'অনুভব করি' স্থলে 'দেখি'।

পৃ. ৩৩৪, ছত্র ২, 'কথাটা' স্থলে 'পদটা'।

পৃ. ৩৩৪, ছত্র ৩, 'পদটার অর্থ' স্থলে 'বাক্যটার অর্থ'।

পৃ. ৩৩৪, ছত্র ৩, 'বোঝা যায় না' স্থলে 'বোঝা যায় না সেইরকম'।

পৃ. ৩৩৪, ছত্র ৪, 'সৃজনশক্তির' স্থলে 'সৃজন ব্যাপারের'।

পৃ. ৩৩৪, ছত্র ৫, 'সৃজ্যমান' স্থলে 'সর্জ্যমান'।

পৃ. ৩৩৪, ছত্র ৮-৯, '—এর থেকে কী হয়ে উঠবে জানি নে,' স্থলে 'এর থেকে কী যে হয়ে উঠছে তা আমরা স্পষ্ট জানি নে :'

পৃ. ৩৩৪, ছত্র ১০, 'জীবনটাকে' স্থলে 'জীবনকে'।

পৃ. ৩৩৪, ছত্র ১০-১১, 'বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি' স্থলে 'বাহিরে নিখিলের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি'।

পৃ. ৩৩৪, ছত্র ১২, 'আমি হচ্ছি' স্থলে 'আমি হয়ে উঠছি,'।

পৃ. ৩৩৪, ছত্র ১৪, 'আর-সমস্তই' স্থলে 'সমস্তই'।

পৃ. ৩৩৪, ছত্র ১৪, 'এই অসীম জগতের' স্থলে 'কোথাও'।

পৃ. ৩৩৪, ছত্র ১৫-২৪, 'আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুস্নিগ্ধ সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছু কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়, সেই জন্যে এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে

তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়—নইলে সেকি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতুম? আমার সমস্ত বাসনা স্বপ্নকে তার মধ্যে পরিপূর্ণ আকারে প্রতিফলিত করতে পারতুম? আমার সঙ্গে আর অনন্তজগৎ প্রাণের সঙ্গে যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণ, গন্ধ, গীত—চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্য-ভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে—কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।' স্থলে 'এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে, এই জ্যোতির্ময় শূন্যের সঙ্গে, আমার অন্তরাত্মার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যোগ—অনন্ত জগৎপ্রাণের সঙ্গে আমার এই-যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই প্রত্যক্ষ ভাষা এই-সমস্ত বর্ণ গন্ধ গীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমার মনকে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে, কথাবার্তা দিনরাত্রই চলছে। এই-যে আমার অন্তরের সঙ্গে বাহিরের কথাবার্তা আনাগোনা আদানপ্রদান—আমার যা-কিছু পাওয়া সম্ভব তা কেবলমাত্র এর থেকেই পেতে পারি, তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক। শাস্ত্র থেকে যা পাই তা এইখানে একবার যাচাই করে না নিলে তা পাওয়াই হয় না। এই আমার অন্তর-বাহিরের মিলনে যা নিরন্তর ঘটে উঠছে, আমার ক্ষুদ্রতা। তার মধ্যে বিকার ও বাধার সঞ্চার করে তাকে যেন আচ্ছন্ন না করে, আমার জীবন যেন এই পরিপূর্ণ মিলনের অনুকূল হয়—নিখিলকে আমার মধ্যে যেন আমি বাধা না দিই। কৃত্রিম জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি একে একে উন্মুক্ত হয়ে যাক, মুগ্ধ সংস্কারের এক-একটি বন্ধন কঠিন বেদনার দ্বারা একান্ত ছিন্ন হোক, নিবিড় নিভৃত অন্তরতম সান্ত্বনার মধ্যে অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তিলাভ করুক এবং জগতের সঙ্গে সরল সহজ সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যেন বলতে পারি 'আমি ধন্য'।'।

ছিন্নপত্রাবলী—২৩৭
ছিন্নপত্র—১৫১

পৃ. ৩৩২, ছত্র ২০, 'দিনগুলি' স্থলে 'দিনগুলিকে'।

পৃ. ৩৩২, ছত্র ২০, 'আলস্যস্রোতে' বর্জিত।

পৃ. ৩৩২, ছত্র ২২-২৩, 'চৌকিটাতে অকর্মন্যভাবে বসে...সুখস্মৃতিময় বিষাদ কোমল প্রশান্ত' বর্জিত।

পৃ. ৩৩২, ছত্র ২৩-২৪, 'শরৎকালের মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে পড়ে রয়েছি' স্থলে 'শরৎকালের প্রহরগুলির মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে পড়ে আছি।'

পৃ. ৩৩২, ছত্র ২৪-২৮, 'কবে থেকে যে...বলতে পারছি নে।' বর্জিত।

পৃ. ৩৩২, ছত্র ২৯, 'মধ্যে যেন অবনত' স্থলে 'মধ্যে অবনত'।

পৃ. ৩৩২, ছত্র ২৯-৩০, 'এই আলোক' স্থলে 'আলোক'।

পৃ. ৩৩২, ছত্র ৩০, 'নিস্তব্ধতা' স্থলে 'স্তব্ধতা'।

পৃ. ৩৩৩, ছত্র ২, 'অশ্রুসজল' বর্জিত।

পৃ. ৩৩৩, ছত্র ২-৩, 'চোখের উপরে' বর্জিত।

পৃ. ৩৩৩, ছত্র ৩, 'উপরে' স্থলে 'উপর'।

পৃ. ৩৩৩, ছত্র ৩-৪, 'আমি একটি পরিব্যাপ্ত...পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছি।' বর্জিত।

পৃ. ৩৩৩, ছত্র ৪-৫, 'ছেড়ে দিয়ে' স্থলে 'ছেড়ে'।

পৃ. ৩৩৩, ছত্র ৭, 'আমি ও নিরাপত্তিতে থেমে আছি,' স্থলে 'আমি ও তাই নিরাপত্তিতে থেমে আছি,'।

পৃ. ৩৩৩, ছত্র ১০, 'আর কোনো উদ্দেশ' স্থলে 'আর উদ্দেশ'।

পৃ. ৩৩৩, ছত্র ১০-১১, 'এখন প্রায় মাঝেমাঝে মনে করি সাধনা, ত্রৈমাসিক এবং মাসিক, এই পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব।' স্থলে 'প্রায় মাঝে মাঝে মনে করি 'সাধনার' লেখার ঝুড়ি পদ্মার জলে ভাসিয়ে দেব;'।

পৃ. ৩৩৩, ছত্র ১২, 'ভাসিয়ে দিলেও তিনি আমাকে পিছন-পিছন টেনে নিয়ে যাবেন।' স্থলে 'ভাসিয়ে দিলেও সে আমাকে তার পিছন পিছন টেনে নিয়ে চলবে।'।

ছিন্নপত্রাবলী—২৫০

ছিন্নপত্র—১৫২

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩৪৬, ছত্র ২৪—পৃ. ৩৪৭, ছত্র ২, 'সেদিন একটা অতি সামান্য...শ্রেয়স্কর মনে করি।' বর্জিত।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ৪, 'এই সমস্ত মর্মগত কথার বাজে আন্দোলন' স্থলে 'এই সমস্ত কথার বাজে আলোচনা'।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ৬, 'শুধু কথার উপরে কথা।' বর্জিত।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ৬, 'সেদিনও' স্থলে 'সেদিন'।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ৮, 'হয়েছিল' স্থলে 'হল'।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ৯, 'ফুৎকারে' স্থলে 'ফুঁয়ে'।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ১০, 'নিবিয়ে দেবা মাত্রই' স্থলে 'দেবা মাত্রই'।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ১১, 'বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল' স্থলে 'ভেঙে পড়ল'।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ১১-১২, 'এমন অপূর্ব আশ্চর্য বোধ হল!' স্থলে 'হঠাৎ যেন আমার চমক ভেঙে গেল।'

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ১৪, 'অসীম হাসি' স্থলে 'অসীম আনন্দচ্ছটাকে'।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ১৫, '—যাকে খুঁজছিলুম' বর্জিত।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ১৬, 'বাইরে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল' স্থলে 'সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে নিঃশব্দে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল'।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ১৭-১৮, 'সে আমার সেই ক্ষুদ্র বর্তিকা শিখার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করেই নীরবেই অস্ত যেত।' স্থলে 'সে আমার সেই ক্ষুদ্র বাতির ব্যঙ্গের কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে নীরবেই নিলীন হয়ে যেত।'।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ১৮, 'ইহজীবন' স্থলে 'ইহজীবনে'।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ১৯-২০, 'শেষ দিনের অন্ধকারের মধ্যে শেষবারের মতো শুতে যেতুম।' স্থলে 'শেষ রাত্রের অন্ধকারে শেষবারের মতো শুতে যেতুম।'

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ২১-২২, 'অথচ সে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত করে সেই রকম নীরবে সেই রকম মধুরমুখেই হাস্য করত—' স্থলে 'অথচ সে বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে সেইরকম নীরবে সেইরকম মধুর মুখেই হাস্য করত—'।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ২২, 'গোপনও' স্থলে 'গোপন'।

পৃ. ৩৪৭, ছত্র ২৩-২৪, 'তারপর থেকে আজকাল সন্ধ্যাবেলায়। বাতির আলো নিবোতে আরম্ভ করেছি।' বর্জিত।

ছিন্নপত্রাবলী—২৪৬

ছিন্নপত্র—১৫৩

ছিন্নপত্রাবলী পৃ. ৩৪২, ছত্র ১৩-১৬, 'তোকে লিখেছিলুম কালীগ্রামের...ছবি চোখে পড়ে।' বর্জিত।

পৃ. ৩৪২, ছত্র ১৭, 'উপর উঠে বেড়াতে' স্থলে 'উপর বেড়াতে'।

পৃ. ৩৪২, ছত্র ১৭-১৮, 'সেখানে উঠেই হঠাৎ দেখলুম' স্থলে 'সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখলুম'।

পৃ. ৩৪২, ছত্র ১৯, 'কোথায় আমার সেই দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম!' স্থলে 'কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম,'।

পৃ. ৩৪২, ছত্র ২০-২১, 'শিলাইদহের মাঠে গাছপালা... কোথাও কিছু নেই,' বর্জিত।

পৃ. ৩৪২, ছত্র ২২, 'এবং তারই' স্থলে 'আর তারই'।

পৃ. ৩৪২, ছত্র ২৪, 'কত সহস্র' স্থলে 'কত শত সহস্র'।

পৃ. ৩৪২, ছত্র ২৫, 'সাগর' বর্জিত।

পৃ. ৩৪২, ছত্র ২৫-২৭, 'গোল পৃথিবীটি, একাকিনী, স্তম্ভিত অশ্রুপূর্ণ ম্লান দৃষ্টিতে, মৌনমুখে, শ্রান্ত পদে, প্রদক্ষিণ করে আসছে—' স্থলে 'সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে।'।

পৃ. ৩৪২, ছত্র ২৭, 'তার বর যদি নেই' স্থলে 'তার বর যদি কোথাও নেই'।

পৃ. ৩৪২, ছত্র ২৮, 'কোন্ অনন্ত পশ্চিমের পারে তার পতিগৃহ!' স্থলে 'কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ!'

পৃ. ৩৪২, ছত্র ২৮—পৃ. ৩৪৩, ছত্র ৯, 'কাল হঠাৎ সেই...সঙ্গে আনবে না।' বর্জিত।

সাময়িকপত্রে বাংলা উপন্যাস : সূচি-নির্দেশিকা

১৮৭২—১৯৫০

সুজিতকুমার বিশ্বাস

বর্তমান সূচি-নির্দেশিকায় নয়টি সাময়িকপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। পত্রিকাগুলি হল— 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'প্রচার', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'সবুজ পত্র', 'কল্লোল', 'বিচিত্রা' এবং 'দেশ'। সময়পর্ব ১৮৭২ থেকে ১৯৫০ সাল। এই নয়টি পত্রিকায় এই সময়পর্বে মুদ্রিত হয়েছে দুই শত তিরানব্বইটি উপন্যাস। পাঁচটি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত করে সূচিটি প্রস্তুত। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে পত্রিকার নাম/প্রকাশকাল/উপন্যাসের নাম/রচয়িতা। এই পর্যায়ে প্রত্যেকটি উপন্যাসের জন্য বাঁ-পাশে ক্রমিক সংখ্যা প্রদত্ত। পরবর্তী পর্যায়গুলিতে এই ক্রমিক সংখ্যাই সর্বদা ব্যবহৃত। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে পত্রিকায় প্রকাশের কালানুক্রমে উপন্যাসের নাম ও ক্রমিক সংখ্যা। তৃতীয় পর্যায়ে দেওয়া হয়েছে উপন্যাসের বর্ণানুক্রমিক সূচি ও ক্রমিক সংখ্যা। চতুর্থ পর্যায়ে রয়েছে উপন্যাস-রচয়িতার বর্ণানুক্রমিক সূচি ও ক্রমিক সংখ্যা। পঞ্চম পর্যায়ে আছে পত্রিকায় প্রকাশকাল অনুসারে উপন্যাস-রচয়িতার নাম ও ক্রমিক সংখ্যা।

পত্রিকার নাম / প্রকাশকাল / উপন্যাসের নাম / রচয়িতা

বঙ্গদর্শন

১ ১২৭৯ বৈশাখ (১৮৭২) প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা—১২৭৯ ফাল্গুন (১৮৭৩) প্রথম বর্ষ একাদশ সংখ্যা
বিষবৃক্ষ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২ ১২৭৯ কার্তিক (১৮৭২) ১/৭
যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ : দীনবন্ধু মিত্র

৩ ১২৭৯ চৈত্র (১৮৭৩) ১/১২
ইন্দিরা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪ ১২৮০ বৈশাখ (১৮৭৩) ২/১
যুগলাঙ্গুরীয় : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫ ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ (১৮৭৩) ২/২
মধুমতী : পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬ ১২৮০ শ্রাবণ (১৮৭৩) ২/৪—
১২৮১ ভাদ্র (১৮৭৪) ৩/৫
চন্দ্রশেখর : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৭ ১২৮১ আশ্বিন (১৮৭৪) ৩/৬—
১২৮২ অগ্রহায়ণ (১৮৭৫) ৪/৮
রজনী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮ ১২৮২ আষাঢ় (১৮৭৫) ৪/৩—
১২৮৪ বৈশাখ (১৮৭৭) ৫/১
শৈশব সহচরী : পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯ ১২৮২ কার্তিক (১৮৭৫) ৪/৭—
১২৮২ অগ্রহায়ণ (১৮৭৫) ৪/৮
রাধারাণী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১০ ১২৮২ পৌষ (১৮৭৫) ৪/৯—
১২৮৪ মাঘ (১৮৭৮) ৫/১০
কৃষ্ণকান্তের উইল : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১১ ১২৮৪ চৈত্র (১৮৭৮) ৫/১২—
১২৮৫ শ্রাবণ (১৮৭৮) ৬/৪
রাজসিংহ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২ ১২৮৫ কার্তিক (১৮৭৮) ৬/৭—
১২৮৮ বৈশাখ (১৮৮১) ৮/১
মাধবীলতা : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩ ১২৮৭ চৈত্র (১৮৮১) ৭/১২—
১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ (১৮৮২) ৯/২
আনন্দমঠ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৪ ১২৮৯ আষাঢ় (১৮৮২) ৯/৩—
১২৮৯ মাঘ (১৮৮৩) ৯/১০
কাঞ্চনমালা : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৫ ১২৮৯ শ্রাবণ (১৮৮২) ৯/৪—
১২৮৯ কার্তিক (১৮৮২) ৯/৭
জালপ্রতাপ চাঁদ : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৬ ১২৮৯ পৌষ (১৮৮২) ৯/৯—
১২৮৯ চৈত্র (১৮৮৩) ৯/১২
দেবী চৌধুরাণী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৭ ১৩০৮ বৈশাখ (১৯০১) ১/১—
১৩০৯ কার্তিক (১৯০২) ২/৭
চোখের বালি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮ ১৩১০ বৈশাখ (১৯০৩) ৩/১—
১৩১২ আষাঢ় (১৯০৫) ৫/৩
নৌকাডুবি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯ ১৩১৩ বৈশাখ (১৯০৬) ৬/১—
১৩১৪ ফাল্গুন (১৯০৮) ৭/১১
রাইবনী-দুর্গ : শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

২০ ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ (১৯০৬) ৬/২—
১৩১৩ শ্রাবণ (১৯০৬) ৬/৪
বাঙ্‌লার চিত্র : যতীন্দ্রমোহন সিংহ

২১ ১৩১৬ বৈশাখ (১৯০৯) ৯/১—
১৩১৭ কার্তিক (১৯১০) ১০/৭
নীলকণ্ঠ : শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

২২ ১৩১৮ বৈশাখ (১৯১১) ১১/১—
১৩১৮ কার্তিক (১৯১১) ১১/৭
ভ্রান্তি : শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

২৩ ১৩১৮ অগ্রহায়ণ (১৯১১) ১১/৮—
১৩১৮ ফাল্গুন (১৯১২) ১১/১০
মুগ্ধা : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

২৪ ১৩২০ বৈশাখ (১৯১৩) ১৩/১—
১৩২১ বৈশাখ (১৯১৪) ১৪/১
উৎপলা : ভবানীচরণ ঘোষ

২৫ ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ (১৯১৩) ১৩/২—
১৩২১ বৈশাখ (১৯১৪) ১৪/১
দুর্ভাগ্যের কাহিনী : সুধীরচন্দ্র মজুমদার

২৬ ১৩২০ ভাদ্র (১৯১৩) ১৩/৫
জমাল জমিল : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ভারতী

২৭ ১২৮৪ আশ্বিন (১৮৭৭) প্রথম বর্ষ—
১২৮৫ ভাদ্র (১৮৭৮) দ্বিতীয় বর্ষ
করুণা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮ ১২৮৫ পৌষ (১৮৭৮) ২—
১২৮৬ অগ্রহায়ণ (১৮৭৯) ৩
ছিন্নমুকুল : স্বর্ণকুমারী দেবী

২৯ ১২৮৮ কার্তিক (১৮৮১) ৫—
১২৮৯ আশ্বিন (১৮৮২) ৬
বউঠাকুরানীর হাট : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০ ১২৮৯ অগ্রহায়ণ (১৮৮২) ৬—
১২৯০ বৈশাখ (১৮৮৩) ৬
ফুলের মালা : স্বর্ণকুমারী দেবী

৩১ ১২৯০ ফাল্গুন (১৮৮৪) ৭—
১২৯১ আষাঢ় (১৮৮৪) ৮
লীলা : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৩২ ১২৯১ শ্রাবণ (১৮৮৪) ৮—
১২৯১ অগ্রহায়ণ (১৮৮৪) ৮
সরোজিনী প্রয়াণ : [স্বাক্ষরহীন উপন্যাস]

৩৩ ১২৯১ পৌষ (১৮৮৪) ৮—
১২৯৩ বৈশাখ (১৮৮৬) ১০
হুগলীর ইমামবাড়ী : স্বর্ণকুমারী দেবী

৩৪ ১২৯৩ আষাঢ় (১৮৮৬) ১০—
১২৯৩ পৌষ (১৮৮৬) ১০
কলঙ্ক : স্বর্ণকুমারী দেবী

৩৫ ১২৯৪ ভাদ্র (১৮৮৭) ১১—
১২৯৫ ফাল্গুন (১৮৮৯) ১২
বিদ্রোহ : স্বর্ণকুমারী দেবী

৩৬ ১২৯৫ বৈশাখ (১৮৮৮) ১২—
১২৯৬ চৈত্র (১৮৯০) ১৩
ফুলজানি : শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

৩৭ ১২৯৬ বৈশাখ (১৮৮৯) ১৩—
১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯১) ১৩
স্নেহলতা/পালিতা : স্বর্ণকুমারী দেবী

৩৮ ১২৯৮ আশ্বিন (১৮৯১) ১৫—
১২৯৮ মাঘ (১৮৯২) ১৫
কুড়ানো : শ্রীপতিচরণ রায়

৩৯ ১২৯৯ ভাদ্র (১৮৯২) ১৬—
১৩০০ পৌষ (১৮৯৩) ১৭
ফুলের মালা : স্বর্ণকুমারী দেবী

৪০ ১২৯৯ আশ্বিন (১৮৯২) ১৬
নূতন ধরনের উপন্যাস : সরলা দেবী

৪১ ১২৯৯ অগ্রহায়ণ (১৮৯২) ১৬
নূতন ধরনের উপন্যাস : শ্রীঅঃ [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী]

৪২ ১২৯৯ মাঘ (১৮৯৩) ১৬
নূতন ধরনের উপন্যাস : দীনেন্দ্রকুমার রায়

৪৩ ১২৯৯ ফাল্গুন (১৮৯৩) ১৬
নূতন ধরনের উপন্যাস : নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

৪৪ ১২৯৯ চৈত্র (১৮৯৩) ১৬
নূতন ধরনের উপন্যাস : সরলাবালা দাসী

৪৫ ১৩০০ বৈশাখ (১৮৯৩) ১৭
নববর্ষের স্বপ্ন : সরলা দেবী

৪৬ ১৩০১ ভাদ্র (১৮৯৪) ১৮—
১৩০১ অগ্রহায়ণ (১৮৯৪) ১৮
চক্র : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৪৭ ১৩০২ শ্রাবণ (১৮৯৫) ১৯—
১৩০৪ চৈত্র (১৮৯৮) ২১
প্রত্যাবর্তন : জলধর সেন

৪৮ ১৩০৩ বৈশাখ (১৮৯৬) ২০—
১৩০৪ আশ্বিন (১৮৯৭) ২১
কাহাকে? : স্বর্ণকুমারী দেবী

৪৯ ১৩০৮ বৈশাখ (১৯০১) ২৫—
১৩০৮ অগ্রহায়ণ (১৯০১) ২৫
নষ্টনীড় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫০ ১৩০৯ বৈশাখ (১৯০২) ২৬—
১৩১০ আষাঢ় (১৯০৩) ২৭
সুন্দরী/রমাসুন্দরী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৫১ ১৩১৪ বৈশাখ (১৯০৭) ৩১—
১৩১৪ আষাঢ় (১৯০৭) ৩১
বড়দিদি : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫২ ১৩১৬ বৈশাখ (১৯০৯) ৩৩—
১৩১৮ বৈশাখ (১৯১১) ৩৫
পোষ্যপুত্র : অনুরূপা দেবী

৫৩ ১৩১৮ বৈশাখ (১৯১১) ৩৫—
১৩১৯ চৈত্র (১৯১৩) ৩৬
মাতৃঋণ : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৫৪ ১৩১৮ বৈশাখ (১৯১১) ৩৫—
১৩১৮ আশ্বিন (১৯১১) ৩৫
রাজকন্যা : স্বর্ণকুমারী দেবী

৫৫ ১৩১৮ কার্তিক (১৯১১) ৩৫—
১৩১৮ চৈত্র (১৯১২) ৩৫
অন্নপূর্ণার মন্দির : নিরুপমা দেবী

৫৬ ১৩১৯ বৈশাখ (১৯১২) ৩৬—
১৩২০ চৈত্র (১৯১৪) ৩৭
বাগদত্তা : অনুরূপা দেবী

৫৭ ১৩২০ বৈশাখ (১৯১৩) ৩৭—
১৩২০ চৈত্র (১৯১৪) ৩৭
সৌধ-রহস্য : ইন্দিরা দেবী

৫৮ ১৩২১ বৈশাখ (১৯১৪) ৩৮—
১৩২২ পৌষ (১৯১৫) ৩৯
স্রোতের ফুল : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৯ ১৩২১ বৈশাখ (১৯১৪) ৩৮--
১৩২২ পৌষ (১৯১৫) ৩৯
নবাব : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৬০ ১৩২১ বৈশাখ (১৯১৪) ৩৮—
১৩২১ মাঘ (১৯১৫) ৩৮
লাইকা . হেমনলিনী দেবী

৬১ ১৩২২ মাঘ (১৯১৬) ৩৯—
১৩২৩ ফাল্গুন (১৯১৭) ৪০
স্বেচ্ছাচারী : বিভূতিভূষণ ভট্ট

৬২ ১৩২২ মাঘ (১৯১৬) ৩৯—
১৩২২ চৈত্র (১৯১৬) ৩৯
সুচরিতা : হেমনলিনী দেবী

৬৩ ১৩২৩ বৈশাখ (১৯১৬) ৪০—
১৩২৩ চৈত্র (১৯১৭) ৪০
ছন্নছাড়া : মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৬৪ ১৩২৩ কার্তিক (১৯১৬) ৪০
পূজার সময় : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৬৫ ১৩২৪ বৈশাখ (১৯১৭) ৪১—
১৩২৪ মাঘ (১৯১৮) ৪১
আলেয়ার আলো : হেমেন্দ্রকুমার রায়

৬৬ ১৩২৫ আষাঢ় (১৯১৮) ৪২—
১৩২৫ মাঘ (১৯১৯) ৪২
জলের আল্পনা : হেমেন্দ্রকুমার রায়

৬৭ ১৩২৬ বৈশাখ (১৯১৯) ৪৩—
১৩২৬ অগ্রহায়ণ (১৯১৯) ৪৩
আলোর ফুলকি : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৮ ১৩২৬ বৈশাখ (১৯১৯) ৪৩—
১৩২৬ চৈত্র (১৯২০) ৪৩
কাজরী : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৬৯ ১৩২৬ অগ্রহায়ণ (১৯১৯) ৪৩—
১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ (১৯২০) ৪৪
কাল-বৈশাখী : হেমেন্দ্রকুমার রায়

৭০ ১৩২৭ বৈশাখ (১৯২০) ৪৪
বারোয়ারি উপন্যাস : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

৭১ ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ (১৯২০) ৪৪
বারোয়ারি উপন্যাস : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৭২ ১৩২৭ আষাঢ় (১৯২০) ৪৪—
১৩২৮ বৈশাখ (১৯২১) ৪৫
অবতার : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৩ ১৩২৭ আষাঢ় (১৯২০) ৪৪
বারোয়ারি উপন্যাস : নরেন্দ্র দেব

৭৪ ১৩২৭ আষাঢ় (১৯২০) ৪৪—
১৩২৭ আশ্বিন (১৯২০) ৪৪
মার্জনা : সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৭৫ ১৩২৭ শ্রাবণ (১৯২০) ৪৪
বারোয়ারি উপন্যাস : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৭৬ ১৩২৭ ভাদ্র (১৯২০) ৪৪
বারোয়ারি উপন্যাস : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৭ ১৩২৭ আশ্বিন (১৯২০) ৪৪
বারোয়ারি মঙ্গল : মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৭৮ ১৩২৭ কার্তিক (১৯২০) ৪৪
বারোয়ারি উপন্যাস : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭৯ ১৩২৭ অগ্রহায়ণ (১৯২০) ৪৪
বারোয়ারি উপন্যাস : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮০ ১৩২৭ মাঘ (১৯২১) ৪৪
বারোয়ারি উপন্যাস : সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৮১ ১৩২৭ ফাল্গুন (১৯২১) ৪৪
বারোয়ারি উপন্যাস : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৮২ ১৩২৭ চৈত্র (১৯২১) ৪৪
বারোয়ারি উপন্যাস : প্রমথ চৌধুরী

৮৩ ১৩২৮ বৈশাখ (১৯২১) ৪৫—
১৩২৮ চৈত্র (১৯২২) ৪৫
আঁধি : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৮৪ ১৩২৮ বৈশাখ (১৯২১) ৪৫—
১৩২৯ কার্তিক (১৯২২) ৪৬
প্রত্যাবর্তন . ইন্দিরা দেবী

৮৫ ১৩২৯ বৈশাখ (১৯২২) ৪৬—
১৩৩০ আষাঢ় (১৯২৩) ৪৭
পরের ছেলে : নিরুপমা দেবী

৮৬ ১৩২৯ অগ্রহায়ণ (১৯২২) ৪৬—
১৩৩০ অগ্রহায়ণ (১৯২৩) ৪৭
রিক্তা : নীহারবালা দেবী

৮৭ ১৩৩০ বৈশাখ (১৯২৩) ৪৭—
১৩৩০ ভাদ্র (১৯২৩) ৪৭
দত্ত গিন্নী : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

৮৮ ১৩৩০ পৌষ (১৯২৩) ৪৭—
১৩৩১ আশ্বিন (১৯২৪) ৪৮
অনুক্রম : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৯ ১৩৩২ বৈশাখ (১৯২৫) ৪৯—
১৩৩২ ফাল্গুন (১৯২৬) ৪৯
জোয়ার ভাঁটা : দয়ালচন্দ্র ঘোষ

৯০ ১৩৩৩ বৈশাখ (১৯২৬) ৫০—
১৩৩৩ শ্রাবণ (১৯২৬) ৫০
সত্যমিথ্যা : সুকুমাররঞ্জন দাশ

৯১ ১৩৩৩ বৈশাখ (১৯২৬) ৫০—
১৩৩৩ আষাঢ় (১৯২৬) ৫০
অপরাজিতা : সরলা দেবী

৯২ ১৩৩৩ বৈশাখ (১৯২৬) ৫০—
১৩৩৩ আশ্বিন (১৯২৬) ৫০
উপন্যাসের প্লট/পথের সাথী :
অনুরূপা দেবী

প্রচার

৯৩ ১২৯১ শ্রাবণ (১৮৮৪) প্রথম বর্ষ—
১২৯৩ মাঘ (১৮৮৭) তৃতীয় বর্ষ
সীতারাম : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৯৪ ১২৯২ দ্বিতীয় বর্ষ
সংসার : রমেশচন্দ্র দত্ত

সাহিত্য

৯৫ ১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯১) দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয়
সংখ্যা—১২৯৮ শ্রাবণ (১৮৯১) দ্বিতীয় বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা
রাজপুত বালা : রজনীকান্ত গুপ্ত

৯৬ ১৩০০ বৈশাখ (১৮৯৩) ৪/১—
১৩০১ আষাঢ় (১৮৯৪) ৫/৩
মাধুরী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৯৭ ১৩০০ ফাল্গুন (১৮৯৪) ৪/১১—
১৩০১ আষাঢ় (১৮৯৪) ৫/৩
সমাজ : রমেশচন্দ্র দত্ত

৯৮ ১৩০১ ভাদ্র (১৮৯৪) ৫/৫—
১৩০২ চৈত্র (১৮৯৬) ৬/১২
প্রতিশোধ (১ম-২য়) : শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

৯৯ ১৩০৩ বৈশাখ (১৮৯৬) ৭/১—
১৩০৩ চৈত্র (১৮৯৭) ৭/১২
সুরবালা : চন্দ্রশেখর কর

১০০ ১৩২৬ বৈশাখ (১৯১৯) ২৯/১—
১৩২৬ ভাদ্র (১৯১৯) ২৯/৫
রায় পরিবার : হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১০১ ১৩২৬ আশ্বিন (১৯১৯) ২৯/৬—
১৩২৭ অগ্রহায়ণ (১৯২০) ৩০/৮
ন্যায়রত্নের নিয়তি : জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

১০২ ১৩২৭ বৈশাখ (১৯২০) ৩০/১—
১৩২৭ ভাদ্র (১৯২০) ৩০/৫
দ্বিতীয় পক্ষ : নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

১০৩ ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ (১৯২০) ৩০/২—
১৩২৭ শ্রাবণ (১৯২০) ৩০/৪
অযোগ্য : ইন্দিরা দেবী

১০৪ ১৩৩০ বৈশাখ (১৯২৩) ৩৩/১
সোনামুখী ছুঁচ : নৃপেন্দ্রকুমার বসু

প্রবাসী

১০৫ ১৩১১ বৈশাখ (১৯০৪) চতুর্থ ভাগ (বর্ষ) প্রথম সংখ্যা—১৩১১ ফাল্গুন (১৯০৫) চতুর্থ ভাগ (বর্ষ) একাদশ সংখ্যা
কুমারী : অবিনাশচন্দ্র দাস

১০৬ ১৩১২ চৈত্র (১৯০৬) ৫/১২—
১৩১৩ আশ্বিন (১৯০৬) ৬/৬
তপস্যার ফল : বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১০৭ ১৩১৩ ভাদ্র (১৯০৬) ৬/৫—
১৩১৩ চৈত্র (১৯০৭) ৬/১২
জ্যোতি নির্ব্বাণ : হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

১০৮ ১৩১৪ ভাদ্র (১৯০৭) ৭/৫—
১৩১৬ ফাল্গুন (১৯০৯) ৯/১১
গোরা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৯ ১৩১৭ বৈশাখ (১৯১০) দশম ভাগ (বর্ষ) প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা—
১৩১৮ চৈত্র (১৯১২) একাদশ ভাগ (বর্ষ) দ্বিতীয় খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যা
নবীন সন্ন্যাসী : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১১০ ১৩১৭ বৈশাখ (১৯১০) ১০/১ : ১—
১৩১৭ চৈত্র (১৯১১) ১০/২ : ৬
ভাগ্যচক্র : বিশ্বপতি চৌধুরী

১১১ ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ (১৯১১) ১ : ২—
১৩১৮ চৈত্র (১৯১২) ১১/২ : ৬
জন্মদুঃখী : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১১২ ১৩১৯ বৈশাখ (১৯১২) ১২/১ : ১—
১৩২০ ভাদ্র (১৯১৩) ১৩/১ : ৫
দিদি : নিরুপমা দেবী

১১৩ ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ (১৯১২) ১২/১ : ২—
১৩১৯ আশ্বিন (১৯১২) ১২/১ : ৬
হেমকণা : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১১৪ ১৩২০ বৈশাখ (১৯১৩) ১৩/১ : ১—
১৩২১ আশ্বিন (১৯১৪) ১৪/১ : ৬
অরণ্যবাস : অবিনাশচন্দ্র দাস

১১৫ ১৩২০ বৈশাখ (১৯১৩) ১৩/১ : ১—
১৩২০ চৈত্র (১৯১৪) ১৩/২ : ৬
আগুনের ফুলকি : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১১৬ ১৩২১ বৈশাখ (১৯১৪) ১৪/১ : ১—
১৩২২ আশ্বিন (১৯১৫) ১৫/১ : ৬
ধর্ম্মপাল : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১১৭ ১৩২২ বৈশাখ (১৯১৫) ১৫/১ : ১—
১৩২২ ফাল্গুন (১৯১৬) ১৫/২ : ৫
সেখ আন্দু : শৈলবালা ঘোষ

১১৮ ১৩২২ কার্তিক (১৯১৫) ১৫/২ : ১—
১৩২৩ আশ্বিন (১৯১৬) ১৬/১ : ৬
মনের বিষ : জানকীবল্লভ বিশ্বাস

১১৯ ১৩২৩ বৈশাখ (১৯১৬) ১৬/১ : ১—
১৩২৩ চৈত্র (১৯১৭) ১৬/২ : ৬
পরগাছা : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১২০ ১৩২৪ বৈশাখ (১৯১৭) ১৭/১ : ১—
১৩২৪ চৈত্র (১৯১৮) ১৭/২ : ৬
দুই তার : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১২১ ১৩২৪ বৈশাখ (১৯১৭) ১৭/১ : ১—
১৩২৪ মাঘ (১৯১৮) ১৭/২ : ৪
স্মৃতির সৌরভ : শান্তা দেবী

১২২ ১৩২৫ বৈশাখ (১৯১৮) ১৮/১ : ১—
১৩২৬ ভাদ্র (১৯১৯) ১৯/১ : ৫
উদ্যানলতা : সংযুক্তা দেবী

১২৩ ১৩২৫ বৈশাখ (১৯১৮) ১৮/১ : ১—
১৩২৬ শ্রাবণ (১৯১৯) ১৯/১ : ৪
শ্যামলী : নিরুপমা দেবী

১২৪ ১৩২৬ ভাদ্র (১৯১৯) ১৯/১ : ৫—
১৩২৬ চৈত্র (১৯২০) ১৯/২ : ৬
সোনার খাঁচা : সীতা দেবী

১২৫ ১৩২৭ বৈশাখ (১৯২০) ২০/১ : ১—
১৩২৮ বৈশাখ (১৯২১) ২১/১ : ১
চিরন্তনী : শান্তা দেবী

১২৬ ১৩২৭ বৈশাখ (১৯২০) ২০/১ : ১—
১৩২৭ পৌষ (১৯২০) ২০/২ : ৩
বিয়ের ফুল : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১২৭ ১৩২৮ বৈশাখ (১৯২১) ২১/১ : ১—
১৩২৮ পৌষ (১৯২১) ২১/২ : ৩
ঘরের ডাক : বিশ্বপতি চৌধুরী

১২৮ ১৩২৮ বৈশাখ (১৯২১) ২১/১ : ১—
১৩২৮ চৈত্র (১৯২২) ২১/২ : ৬
রজনীগন্ধা : সীতা দেবী

১২৯ ১৩২৯ বৈশাখ (১৯২২) ২২/১ : ১—
১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ (১৯২৩) ২৩/১ : ২
রমলা : মণীন্দ্রলাল বসু

১৩০ ১৩২৯ ভাদ্র (১৯২২) ২২/১ : ৫—
১৩৩০ আষাঢ় (১৯২৩) ২৩/১ : ৩
জয়ন্তী . নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১৩১ ১৩৩০ বৈশাখ (১৯২৩) ২৩/১ : ১—
১৩৩১ চৈত্র (১৯২৫) ২৪/২ : ৬
রাজপথ : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩২ ১৩৩০ বৈশাখ (১৯২৩) ২৩/১ : ১—
১৩৩১ বৈশাখ (১৯২৪) ২৪/১ : ১
বেনো জল : হেমেন্দ্রকুমার রায়

১৩৩ ১৩৩০ আষাঢ় (১৯২৩) ২৩/১ : ৩—
১৩৩০ কার্তিক (১৯২৩) ২৩/২ : ১
ডঙ্কা নিশান . সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৩৪ ১৩৩১ কার্তিক (১৯২৪) ২৪/২ : ১—
১৩৩২ অগ্রহায়ণ (১৯২৫) ২৫/২ : ২
বামুন-বাগ্‌দী : অরবিন্দ দত্ত

১৩৫ ১৩৩২ বৈশাখ (১৯২৫) ২৫/১ : ১—
১৩৩২ চৈত্র (১৯২৬) ২৫/২ : ৬
নষ্টচন্দ্র : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৬ ১৩৩৩ বৈশাখ (১৯২৬) ২৬/১ : ১—
১৩৩৪ চৈত্র (১৯২৮) ২৭/২ : ৬
জীবনদোলা : শান্তা দেবী

১৩৭ ১৩৩৩ বৈশাখ (১৯২৬) ২৬/১ : ১—
১৩৩৩ চৈত্র (১৯২৭) ২৬/২ : ৬
প্রবাল : সরসীবালা বসু

১৩৮ ১৩৩৪ বৈশাখ (১৯২৭) ২৭/১ : ১—
১৩৩৫ কার্তিক (১৯২৮) ২৮/২ : ১
পরভৃতিকা : সীতা দেবী

১৩৯ ১৩৩৪ বৈশাখ (১৯২৭) ২৭/২ : ১—
১৩৩৫ মাঘ (১৯২৯) ২৮/ ২ : ৪
আরাতামা : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১৪০ ১৩৩৫ বৈশাখ (১৯২৮) ২৮/১ : ১—
১৩৩৬ আষাঢ় (১৯২৯) ২৯/১ : ৩
আপন-পর : শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৪১ ১৩৩৫ ভাদ্র (১৯২৮) ২৮/১ : ৫—
১৩৩৫ চৈত্র (১৯২৯) ২৮/২ : ৬
শেষের কবিতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪২ ১৩৩৬ বৈশাখ (১৯২৯) ২৯/১ : ১—
১৩৩৭ চৈত্র (১৯৩১) ৩০/২ : ৬
মহামায়া : সীতা দেবী

১৪৩ ১৩৩৬ বৈশাখ (১৯২৯) ২৯/১ : ১—
১৩৩৬ অগ্রহায়ণ (১৯২৯) ২৯/২ : ২
ব্রজনাথের বিবাহ : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১৪৪ ১৩৩৬ পৌষ (১৯২৯) ২৯/২ : ৩—
১৩৩৮ আশ্বিন (১৯৩১) ৩১/১ : ৬
অপরাজিত : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪৫ ১৩৩৮ বৈশাখ (১৯৩১) ৩১/১ : ১—
১৩৩৮ পৌষ (১৯৩১) ৩১/২ : ৩
পোর্ট-আর্থারের ক্ষুধা : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪৬ ১৩৩৮ কার্তিক (১৯৩১) ৩১/১ : ১—
১৩৩৮ চৈত্র (১৯৩২) ৩১/২ : ৬
ধ্রুবা : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪৭ ১৩৩৮ মাঘ (১৯৩২) ৩১/২ : ৪—
১৩৪০ আষাঢ় (১৯৩৩) ৩৩/১ : ৩
মাতৃঋণ : সীতা দেবী

১৪৮ ১৩৩৯ বৈশাখ (১৯৩২) ৩৩/১ : ১—
১৩৪০ মাঘ (১৯৩৪) ৩৩/২ : ৪
শৃঙ্খল : সুধীরকুমার চৌধুরী

১৪৯ ১৩৩৯ আষাঢ় (১৯৩২) ৩৩/১ : ৩—
১৩৩৯ চৈত্র (১৯৩৩) ৩২/২ : ৬
স্বাগতা : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১৫০ ১৩৪০ শ্রাবণ (১৯৩৩) ৩৩/১ : ৪—
১৩৪০ ফাল্গুন (১৯৩৪) ৩৩/২ : ৫
সন্ধি : যতীন্দ্রমোহন সিংহ

১৫১ ১৩৪০ ফাল্গুন (১৯৩৪) ৩৩/২ : ৫—
১৩৪১ চৈত্র (১৯৩৫) ৩৪/২ : ৬
দৃষ্টি-প্রদীপ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫২ ১৩৪০ চৈত্র (১৯৩৪) ৩৩/২ : ৬—
১৩৪১ পৌষ (১৯৩৪) ৩৪/২ : ৩
মুক্তি : আশা দেবী

১৫৩ ১৩৪১ মাঘ (১৯৩৫) ৩৪/২ : ৪—
১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ (১৯৩৬) ৩৬/১ : ২
জীবনায়ন : মণীন্দ্রলাল বসু

১৫৪ ১৩৪২ বৈশাখ (১৯৩৫) ৩৫/১ : ১—
১৩৪২ চৈত্র (১৯৩৬) ৩৫/২ : ৬
জন্মস্বত্ব : সীতা দেবী

১৫৫ ১৩৪৩ বৈশাখ (১৯৩৬) ৩৬/১ : ১—
১৩৪৪ শ্রাবণ (১৯৩৭) ৩৭/১ : ৪
মানুষের মন/ত্রিবেণী : জীবনময় রায়

১৫৬ ১৩৪৩ আষাঢ় (১৯৩৬) ৩৬/১ : ৩—
১৩৪৪ আশ্বিন (১৯৩৭) ৩৭/১ : ৬
অলখ-ঝোরা : শান্তা দেবী

১৫৭ ১৩৪৪ ভাদ্র (১৯৩৭) ৩৭/১ : ৫—
১৩৪৫ ভাদ্র (১৯৩৮) ১ : ৫
মাটির বাসা : সীতা দেবী

১৫৮ ১৩৪৪ কার্তিক (১৯৩৭) ৩৭/২ : ১—
১৩৪৫ ফাল্গুন (১৯৩৯) ৩৮/২ : ৫
আরণ্যক : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫৯ ১৩৪৫ আশ্বিন (১৯৩৮) ৩৮/১ : ৬—
১৩৪৬ ভাদ্র (১৯৩৯) ৩৯/১ : ৫
মজা নদীর কথা : রামপদ মুখোপাধ্যায়

১৬০ ১৩৪৬ বৈশাখ (১৯৩৯) ৩৯/১ : ১—
১৩৪৭ ভাদ্র (১৯৪০) ৪০/১ : ৫
কালিন্দী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬১ ১৩৪৬ আশ্বিন (১৯৩৯) ৩৯/১ : ৬—
১৩৪৭ আশ্বিন (১৯৪০) ৪০/১ : ৬
নির্মোক : বনফুল

১৬২ ১৩৪৭ আশ্বিন (১৯৪০) ৪০/১ : ৬—
১৩৪৯ আষাঢ় (১৯৪২) ৪২/১ : ৩
নীলাঙ্গুরীয় : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৬৩ ১৩৪৭ কার্তিক (১৯৪০) ৪০/২ : ১
কবি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬৪ ১৩৪৮ বৈশাখ (১৯৪১) ৪১/১ : ১—
১৩৪৯ ফাল্গুন (১৯৪৩) ৪২/২ : ৫
শাশ্বত পিপাসা : রামপদ মুখোপাধ্যায়

১৬৫ ১৩৪৯ শ্রাবণ (১৯৪২) ৪২/১ : ৪—
১৩৫০ বৈশাখ (১৯৪৩) ৪৩/১ : ১
প্রশ্ন : জগদীশচন্দ্র ঘোষ

১৬৬ ১৩৫০ জ্যৈষ্ঠ (১৯৪৩) ৪৩/১ : ২—
১৩৫১ আশ্বিন (১৯৪৪) ৪৪/১ : ৬
মায়াজাল : রামপদ মুখোপাধ্যায়

১৬৭ ১৩৫২ বৈশাখ (১৯৪৫) ৪৫/১ : ১—
১৩৫২ শ্রাবণ (১৯৪৫) ৪৫/১ : ৪
ডাইনীর ছেলে : কালীপদ ঘটক

১৬৮ ১৩৫২ ভাদ্র (১৯৪৫) ৪৫/১ : ৫—
১৩৫২ চৈত্র (১৯৪৬) ৪৫/২ : ৬
ফানুস : রামপদ মুখোপাধ্যায়

১৬৯ ১৩৫৩ বৈশাখ (১৯৪৬) ৪৬/১ : ১—
১৩৫৪ শ্রাবণ (১৯৪৭) ৪৭/১ : ৪
নব-সন্ন্যাস : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৭০ ১৩৫৪ আশ্বিন (১৯৪৭) ৪৭/১ : ৬—
১৩৫৫ ভাদ্র (১৯৪৮) ৪৮/১ : ৫
আজ-আগামীকাল : রামপদ মুখোপাধ্যায়

১৭১ ১৩৫৫ আশ্বিন (১৯৪৮) ৪৮/১ : ৬—
১৩৫৬ শ্রাবণ (১৯৪৯) ৪৯/১ : ৩
প্রবাহ : বিভূতিভূষণ গুপ্ত

১৭২ ১৩৫৬ আশ্বিন (১৯৪৯) ৪৯/১ : ৬—
১৩৫৬ চৈত্র (১৯৫০) ৪৯/২ : ৬
পতঙ্গ : পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৭৩ ১৩৫৭ বৈশাখ (১৯৫০) ৫০/১ : ১—
১৩৫৭ চৈত্র (১৯৫১) ৫০/২ : ৬
বাঁধ : বিভূতিভূষণ গুপ্ত

সবুজ পত্র

১৭৪ ১৩২১ অগ্রহায়ণ (১৯১৪) ১/৮—
১৩২১ ফাল্গুন (১৯১৫) ১/১১
চতুরঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭৫ ১৩২২ বৈশাখ (১৯১৫) ২/১—
১৩২২ ফাল্গুন (১৯১৬) ২/১১
ঘরে বাইরে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্লোল

১৭৬ ১৩৩০ বৈশাখ (১৯২৩) প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা—
১৩৩১ কার্তিক (১৯২৪) দ্বিতীয় বর্ষ সপ্তম সংখ্যা
পথিক : গোকুলচন্দ্র নাগ

১৭৭ ১৩৩০ শ্রাবণ (১৯২৩) ১/৪—
১৩৩০ পৌষ (১৯২৩) ১/৯
ঘাটের পথে : হরিপদ বসু

১৭৮ ১৩৩০ ফাল্গুন (১৯২৪) ১/১১—
১৩৩২ ভাদ্র (১৯২৫) ৩/৫
পান্থবীণা : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৭৯ ১৩৩২ বৈশাখ (১৯২৫) ৩/১—
১৩৩৩ ফাল্গুন (১৯২৭) ৪/১১
স্মৃতির আলো : সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৮০ ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ (১৯২৬) ৪/২—
১৩৩৩ ভাদ্র (১৯২৬) ৪/৫
রূপছায়া : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১৮১ ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ (১৯২৬) ৪/৮—
১৩৩৪ ভাদ্র (১৯২৭) ৫/৫
বেদে : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৮২ ১৩৩৪ বৈশাখ (১৯২৭) ৫/১—
১৩৩৫ আশ্বিন (১৯২৮) ৬/৬
যাদুঘর : নরেন্দ্র দেব

১৮৩ ১৩৩৪ বৈশাখ (১৯২৭) ৫/১—
১৩৩৫ চৈত্র (১৯২৯) ৬/১২
দীপক : দীনেশরঞ্জন দাশ

১৮৪ ১৩৩৫ বৈশাখ (১৯২৮) ৬/১—
১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯২৮) ৬/২
অপরূপ : প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

১৮৫ ১৩৩৫ বৈশাখ (১৯২৮) ৬/১—
১৩৩৬ আষাঢ় (১৯২৯) ৭/৩
ডাক-পিওন : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৮৬ ১৩৩৫ অগ্রহায়ণ (১৯২৮) ৬/৮—
১৩৩৬ আষাঢ় (১৯২৯) ৭/৩
মিছিল : প্রেমেন্দ্র মিত্র

১৮৭ ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (১৯২৯) ৭/২—
১৩৩৬ পৌষ (১৯২৯) ৭/৯
রাতের বাসা : দীনেশরঞ্জন দাশ

বিচিত্রা

১৮৮ ১৩৩৪ আষাঢ় (১৯২৭) প্রথম বর্ষ প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা—
১৩৩৭ ভাদ্র (১৯৩০) চতুর্থ বর্ষ প্রথম খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা
অন্তরাগ : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৯ ১৩৩৪ আষাঢ় (১৯২৭) ১/১ : ১—
১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ (১৯২৮) ১/২ : ৬
সতী : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১৯০ ১৩৩৪ আশ্বিন (১৯২৭) ১/১ : ৪—
১৩৩৫ চৈত্র (১৯২৯) ২/২ : ৪
তিন-পুরুষ/যোগাযোগ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১ ১৩৩৫ আষাঢ় (১৯২৮) ২/১ : ১—
১৩৩৬ আশ্বিন (১৯২৯) ৩/১ : ৪
পথের পাঁচালী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২ ১৩৩৬ আষাঢ় (১৯২৯) ৩/১ : ১—
১৩৩৭ ফাল্গুন (১৯৩১) ৪/২ : ৩
যুগান্তরের কথা : নিরুপমা দেবী

১৯৩ ১৩৩৬ আষাঢ় (১৯২৯) ৩/১ : ১—
১৩৩৬ অগ্রহায়ণ (১৯২৯) ৩/১ : ৬
শেফালি : আমোদিনী ঘোষ।

১৯৪ ১৩৩৬ পৌষ (১৯২৯) ৩/২ : ১—
১৩৩৮ ফাল্গুন (১৯৩২) ৫/২ : ২
সত্যাসত্য : লীলাময় রায়

১৯৫ ১৩৩৬ ফাল্গুন (১৯৩০) ৩/২ : ৩—
১৩৩৭ শ্রাবণ (১৯৩০) ৪/১ : ২
কাজলী : উমা দেবী

১৯৬ ১৩৩৭ শ্রাবণ (১৯৩০) ৪/১ : ২—
১৩৩৭ ফাল্গুন (১৯৩১) ৪/২ : ৩
বিপথে : কালীচরণ মিত্র

১৯৭ ১৩৩৭ আশ্বিন (১৯৩০) ৪/১ : ৪—
১৩৩৮ ভাদ্র (১৯৩১) ৫/১ : ২
বিচারপতি : অনুরূপা দেবী

১৯৮ ১৩৩৮ শ্রাবণ (১৯৩১) ৫/১ : ১—
১৩৩৮ কার্তিক (১৯৩১) ৫/১ : ৪
ফস্কা গেরো : আমোদিনী ঘোষ

১৯৯ ১৩৩৮ ফাল্গুন (১৯৩২) ৫/২ : ২—
১৩৩৯ মাঘ (১৯৩৩) ৬/২ : ১
শ্রীকান্ত (৪র্থ পর্ব) : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২০০ ১৩৩৮ চৈত্র (১৯৩২) ৫/২ : ৩—
১৩৩৯ পৌষ (১৯৩২) ৬/১ : ৬
অজ্ঞাতবাস : লীলাময় রায়

২০১ ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ (১৯৩২) ৬/১ : ৫—
১৩৩৯ ফাল্গুন (১৯৩৩) ৬/২ : ২
দুই বোন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০২ ১৩৩৯ মাঘ (১৯৩৩) ৬/২ : ১—
১৩৪০ বৈশাখ (১৯৩৩) ৬/২ : ৪
দুই নারী : লীলাময় রায়

২০৩ ১৩৩৯ ফাল্গুন (১৯৩৩) ৬/২ : ২—
১৩৪১ মাঘ (১৯৩৫) ৮/২ : ১
বিপ্রদাস : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২০৪ ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ (১৯৩৩) ৬/২ : ৫—
১৩৪০ শ্রাবণ (১৯৩৩) ৭/১ : ১
স্বপ্ন, বাস্তব, স্মৃতি : লীলাময় রায়

২০৫ ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ (১৯৩৩) ৬/২ : ৫—
১৩৪০ পৌষ (১৯৩৩) ৭/১ : ৬
মায়া : চারুচন্দ্র দত্ত

২০৬ ১৩৪০ শ্রাবণ (১৯৩৩) ৭/১ : ১—
১৩৪৩ ভাদ্র (১৯৩৬) ১০/১ : ২
অভিজ্ঞান : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২০৭ ১৩৪০ ভাদ্র (১৯৩৩) ৭/১ : ২—
১৩৪০ চৈত্র (১৯৩৪) ৭/২ : ৩
মানবের শত্রু নারী : সুবোধ বসু

২০৮ ১৩৪০ আশ্বিন (১৯৩৩) ৭/১ : ৩—
১৩৪০ অগ্রহায়ণ (১৯৩৪) ৭/১ : ৫
মালঞ্চ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০৯ ১৩৪১ বৈশাখ (১৯৩৪) ৭/২ : ৪—
১৩৪১ শ্রাবণ (১৯৩৪) ৮/১ : ১
সাগর দোলায় ঢেউ : নবগোপাল দাস

২১০ ১৩৪১ কার্তিক (১৯৩৪) ৮/১ : ৪—
১৩৪২ ভাদ্র (১৯৩৫) ৯/১ : ২
শক্রপক্ষের মেয়ে : মনোজ বসু

২১১ ১৩৪১ অগ্রহায়ণ (১৯৩৪) ৮/১ : ৫—
১৩৪১ ফাল্গুন (১৯৩৫) ৮/২ : ২
সবিনয় নিবেদন (১ম-২য়) : রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

২১২ ১৩৪১ মাঘ (১৯৩৫) ৮/২ : ১
আবির্ভাব . সুবোধ বসু

২১৩ ১৩৪১ ফাল্গুন (১৯৩৫) ৮/২ : ২
উল্কা : ইলা দেবী

২১৪ ১৩৪২ শ্রাবণ (১৯৩৫) ৯/১ : ১—
১৩৪৩ বৈশাখ (১৯৩৬) ৯/২ : ৩
অনাগত/আগামীকাল : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২১৫ ১৩৪২ ভাদ্র (১৯৩৫) ৯/১ : ২—
১৩৪২ পৌষ (১৯৩৫) ৯/১ : ৬
সুভদ্রাঙ্গী : নলিনীমোহন সান্যাল

২১৬ ১৩৪২ আশ্বিন (১৯৩৫) ৯/১ : ৩—
১৩৪৩ অগ্রহায়ণ (১৯৩৬) ১০/১ : ৫
সুশান্ত সা (১ম পর্ব) : নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

২১৭ ১৩৪২ মাঘ (১৯৩৬) ৯/২ : ১—
১৩৪২ চৈত্র (১৯৩৬) ৯/২ : ৩
কামরূপ : চরণদাস ঘোষ

২১৮ ১৩৪৩ বৈশাখ (১৯৩৬) ৯/২ : ৪—
১৩৪৩ আষাঢ় (১৯৩৬) ৯/২ : ৬
শুক্লা নিশি : বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

২১৯ ১৩৪৩ শ্রাবণ (১৯৩৬) ১০/১ : ১—
১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ (১৯৩৭) ১০/২ : ৫
অচল প্রেম : ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

২২০ ১৩৪৩ শ্রাবণ (১৯৩৬) ১০/১ : ১—
১৩৪৩ আশ্বিন (১৯৩৬) ১০/১ : ৩
স্ত্রী যুদ্ধ : সুবোধ বসু

২২১ ১৩৪৩ মাঘ (১৯৩৭) ১০/২ : ১—
১৩৪৬ ভাদ্র (১৯৩৯) ১৩/১ : ২
সোনালী রঙ : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২২২ ১৩৪৫ বৈশাখ (১৯৩৮) ১১/২ : ৪—
১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ (১৯৩৯) ১২/২ : ৫
পদ্মা-প্রমত্তা নদী : সুবোধ বসু

২২৩ ১৩৪৫ মাঘ (১৯৩৯) ১২/২ : ১—
১৩৪৬ বৈশাখ (১৯৩৯) ১২/২ : ৪
যে ঘরে হ'ল না খেলা : ইলা হালদার

২২৪ ১৩৪৬ শ্রাবণ (১৯৩৯) ১৩/১ : ১—
১৩৪৬ আশ্বিন (১৯৩৯) ১৩/১ : ৩
নীড় ও দিগন্ত : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দেশ

২২৫ ১৯৩৩ ডিসেম্বর ২৩ (১৩৪০) প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা—
১৯৩৪ জানুয়ারি ১৩ (১৩৪০) প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা
জয়ন্ত : প্রবোধকুমার সান্যাল

২২৬ ১৯৩৪ ফেব্রুয়ারি ১৭ (১৩৪০) ১/১৩—
১৯৩৪ এপ্রিল ১৪ (১৩৪১) ১/২১
স্বপ্নচারিণী : রাধারমন চক্রবর্তী

২২৭ ১৯৩৪ এপ্রিল ২১ (১৩৪১) ১/২২—
১৯৩৪ জুন ২৩ (১৩৪১) ১/৩১
ভদ্রার ভাগ্য : কিরণবালা দেবী সরস্বতী

২২৮ ১৯৩৪ জুন ২ (১৩৪১) ১/২৮—
১৯৩৪ জুন ১৪ (১৩৪১) ১/৩৪
উদয়াচল : ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

২২৯ ১৯৩৪ জুন ১৪ (১৩৪১) ১/৩৪—
১৯৩৪ সেপ্টেম্বর ১ (১৩৪১) ১/৪১
অরণ্যানী : প্রিয়ব্রত চক্রবর্তী

২৩০ ১৯৩৪ জুন ২১ (১৩৪১) ১/৩৫—
১৯৩৪ সেপ্টেম্বর ১ (১৩৪৯) ১/৪১
মা : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

২৩১ ১৯৩৪ সেপ্টেম্বর ৮ (১৩৪১) ১/৪২—
১৯৩৪ অক্টোবর ২৭ (১৩৪১) ১/৪৮
জয়পরাজয় : দীপ্তি দেবী

২৩২ ১৯৩৫ জানুয়ারি ১৯ (১৩৪১) ২/৯—
১৯৩৫ এপ্রিল ১৩ (১৩৪১) ২/২১
শুচিস্মিতা : ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩৩ ১৯৩৫ মার্চ ২৩ (১৩৪১) ২/১৮—
১৯৩৫ এপ্রিল ২৭ (১৩৪২) ২/২৩
দেনার দায়ে : হিরণ্ময় সেন

২৩৪ ১৯৩৫ এপ্রিল ২০ (১৩৪২) ২/২২—
১৯৩৫ জুন ২৯ (১৩৪২) ২/৩২
গঙ্গাযমুনা : বিমলাংশুপ্রকাশ রায়

২৩৫ ১৯৩৫ মে ১৮ (১৩৪২) ২/২৬—
১৯৩৫ জুন ২০ (১৩৪২) ২/৩৫
মহিমান্বিতা : দীনেশ মুখোপাধ্যায়

২৩৬ ১৯৩৫ জুন ৬ (১৩৪২) ২/৩৩—
১৯৩৫ অগস্ট ২৪ (১৩৪২) ২/৪০
কোলাহল : ধীরেন্দ্রনাথ রায়

২৩৭ ১৯৩৫ অক্টোবর ১২ (১৩৪২) ২/৪৬—
১৯৩৫ ডিসেম্বর ১৪ (১৩৪২) ৩/৪
দীপক : রমেশচন্দ্র সেন

২৩৮ ১৯৩৫ ডিসেম্বর ২১ (১৩৪২) ৩/৫—
১৯৩৬ ফেব্রুয়ারি ২২ (১৩৪২) ৩/১৪
পুরনারী : ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৩৯ ১৯৩৬ ফেব্রুয়ারি ৮ (১৩৪২) ৩/১২—
১৯৩৬ এপ্রিল ১১ (১৩৪২) ৩/২১
দিনের পর দিন : দীনেশ মুখোপাধ্যায়

২৪০ ১৯৩৬ ফেব্রুয়ারি ২৯ (১৩৪২) ৩/১৫—
১৯৩৬ এপ্রিল ২৫ (১৩৪৩) ৩/২৩
মেঘছায়া : ঋষি দাস

২৪১ ১৯৩৬ এপ্রিল ১৮ (১৩৪৩) ৩/২২—
১৯৩৬ মে ৩০ (১৩৪৩) ৩/২৮
মহাসমর : সুপ্রিয় সোম

২৪২ ১৯৩৬ মে ২ (১৩৪৩) ৩/২৪—
১৯৩৬ অগস্ট ৮ (১৩৪৩) ৩/৩৮
প্রণতি : অমিয়া সেন

২৪৩ ১৯৩৬ জুন ৬ (১৩৪৩) ৩/২৯—
১৯৩৬ জুন ১৮ (১৩৪৩) ৩/৩৫
আরও আলো : মণীন্দ্র দত্ত

২৪৪ ১৯৩৬ জুন ২৫ (১৩৪৩) ৩/৩৬—
১৯৩৬ নভেম্বর ৭ (১৩৪৩) ৩/৫০
কালপুরুষ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪৫ ১৯৩৬ অগস্ট ১৫ (১৩৪৩) ৩/৩৯—
১৯৩৭ মে ১৫ (১৩৪৩) ৪/২৬
ভুলের স্বর্গ : সুকুমার মজুমদার

২৪৬ ১৯৩৬ ডিসেম্বর ১৯ (১৩৪৩) ৪/৫—
১৯৩৭ ফেব্রুয়ারি ১৩ (১৩৪৩) ৪/১৩
আকাশ ও মৃত্তিকা : দীনেশ মুখোপাধ্যায়

২৪৭ ১৯৩৭ ফেব্রুয়ারি ২০ (১৩৪৩) ৪/১৪—
১৯৩৭ এপ্রিল ১০ (১৩৪৩) ৪/২১
অপরিচিতা : শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

২৪৮ ১৯৩৭ মার্চ ২৭ (১৩৪৩) ৪/১৯—
১৯৩৭ জুন ২৬ (১৩৪৪) ৪/৩২
বনজ্যোৎস্না : বিভা দেবী

২৪৯ ১৯৩৭ এপ্রিল ১৭ (১৩৪৪) ৪/২২—
১৯৩৭ জুন ২৬ (১৩৪৪) ৪/৩২
ঝড়ের রাণী : সুধাংশুবিমল দাশ

২৫০ ১৯৩৭ জুন ৩ জুন (১৩৪৪) ৪/৩৩—
১৯৩৭ অগস্ট ২১ (১৩৪৪) ৪/৪০
যে শাখে ফোটে না ফুল : অমিয়া সেন

২৫১ ১৯৩৭ অগস্ট ১৪ (১৩৪৪) ৪/৩৯—
১৯৩৮ জানুয়ারি ৮ (১৩৪৪) ৫/৮
যাত্রী : সুধীরকুমার চক্রবর্তী

২৫২ ১৯৩৭ অক্টোবর ২৮ (১৩৪৪) ৪/৪১—
১৯৩৭ নভেম্বর ২৭ (১৩৪৪) ৫/২
কলেজের মেয়ে : আশালতা সিংহ

২৫৩ ১৯৩৮ জানুয়ারি ১৫ (১৩৪৪) ৫/৯—
১৯৩৮ জুন ৪ (১৩৪৫) ৫/২৯
জীবন-দেবতা : সৌরীন্দ্র মজুমদার

২৫৪ ১৯৩৮ মার্চ ৫ (১৩৪৪) ৫/১৬—
১৯৩৮ এপ্রিল ৩০ (১৩৪৫) ৫/২৪
ব্যথিতা ধরিত্রী : দীনেশ মুখোপাধ্যায়

২৫৫ ১৯৩৮ অক্টোবর ৮ (১৩৪৫) ৫/৪৬—
১৯৩৮ ডিসেম্বর ১০ (১৩৪৫) ৬/৪
মরু ও নির্ঝর : নীহাররঞ্জন গুপ্ত

২৫৬ ১৯৩৮ ডিসেম্বর ৩ (১৩৪৫) ৬/৩—
১৯৩৯ এপ্রিল ৮ (১৩৪৫) ৬/২১
অবিশ্বাসী : রামপদ মুখোপাধ্যায়

২৫৭ ১৯৩৮ ডিসেম্বর ১৭ (১৩৪৫) ৬/৫—
১৯৩৯ মার্চ ৪ (১৩৪৫) ৬/১৬
সমাধান : জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন

২৫৮ ১৯৩৯ মার্চ ১১ (১৩৪৫) ৬/১৭—
১৯৩৯ অগস্ট ৫ (১৩৪৬) ৬/৩৮
প্রলয়ের পরে : সত্যকুমার মজুমদার

২৫৯ ১৯৩৯ এপ্রিল ১৫ (১৩৪৬) ৬/২২—
১৯৩৯ জুন ৩ (১৩৪৬) ৬/২৯
ঘূর্ণাবর্ত : অমিয়া সেন

২৬০ ১৯৩৯ অগস্ট ১২ (১৩৪৬) ৬/৩৯—
১৯৩৯ ডিসেম্বর ২ (১৩৪৬) ৭/৩
ক্রন্দসী . আশালতা সিংহ

২৬১ ১৯৩৯ অগস্ট ২৬ (১৩৪৬) ৬/৪১—
১৯৪০ জানুয়ারি ২০ (১৩৪৬) ৭/১০
বন্ধনহীন গ্রন্থি : শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

২৬২ ১৯৪০ জানুয়ারি ২৭ (১৩৪৬) ৭/১১—
১৯৪০ জুন ২২ (১৩৪৭) ৭/৩২
রাঙ্গামাটির পথ : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২৬৩ ১৯৪০ মে ১৮ (১৩৪৭) ৭/২৭—
১৯৪০ জুন ২০ (১৩৪৭). ৭/৩৬
নন্দা : অমিয়া সেন

২৬৪ ১৯৪০ মে ১৮ (১৩৪৭) ৭/২৭—
১৯৪০ সেপ্টেম্বর ১৪ (১৩৪৭) ৭/৪৪
মানুষের ঘর : হাসিরাশি দেবী

২৬৫ ১৯৪০ অক্টোবর ১৯ (১৩৪৭) ৭/৪৮—
১৯৪১ ফেব্রুয়ারি ২২ (১৩৪৭) ৮/১৫
মনে ছিল আশা : গজেন্দ্রকুমার মিত্র

২৬৬ ১৯৪১ ফেব্রুয়ারি ২২ (১৩৪৭) ৮/১৫—
১৯৪১ সেপ্টেম্বর ৬ (১৩৪৮) ৮/৪৩
ছদ্মবেশী : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২৬৭ ১৯৪১ মার্চ ১৫ (১৩৪৭) ৮/১৮—
১৯৪১ জুন ৭ (১৩৪৮) ৮/৩০
ভুল : মণীন্দ্রনারায়ণ রায়

২৬৮ ১৯৪১ জুন ২১ (১৩৪৮) ৮/৩২—
১৯৪২ জানুয়ারি ৩১ (১৩৪৮) ৯/১২
নূতন পৃথিবী : সৌরীন্দ্র মজুমদার

২৬৯ ১৯৪১ অক্টোবর ১১ (১৩৪৮) ৮/৪৭—
১৯৪২ ফেব্রুয়ারি ২১ (১৩৪৮) ৯/১৫
গৃহ ও গ্রহ : সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২৭০ ১৯৪২ মে ১৬ (১৩৪৯) ৯/২৭—
১৯৪২ সেপ্টেম্বর ১৯ (১৩৪৯) ৯/৪৫
সাঁঝের প্রদীপ : প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

২৭১ ১৯৪২ অগস্ট ১৫ (১৩৪৯) ৯/৪০—
১৯৪২ অক্টোবর ১০ (১৩৪৯) ৯/৪৮
জয়যাত্রা : সুবোধ বসু

২৭২ ১৯৪২ অক্টোবর ৩১ (১৩৪৯) ৯/৫০—
১৯৪৩ ফেব্রুয়ারি ২৭ (১৩৪৯) ১০/১৬
হরিবংশ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র

২৭৩ ১৯৪২ নভেম্বর ১৪ (১৩৪৯) ১০/১—
১৯৪৩ এপ্রিল ৩ (১৩৪৯) ১০/২১
চক্রবাল : হাসিরাশি দেবী

২৭৪ ১৯৪৩ এপ্রিল ১৭ (১৩৫০) ১০/২৩—
১৯৪৩ অগস্ট ৭ (১৩৫০) ১০/৩৯
বাঁকা স্রোত : সুমথনাথ ঘোষ

২৭৫ ১৯৪৩ অগস্ট ১৪ (১৩৫০) ১০/৪০—
১৯৪৪ এপ্রিল ১ (১৩৫০) ১১/২৬
বিদূষী ভার্যা : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২৭৬ ১৯৪৩ নভেম্বর ১৩ (১৩৫০) ১১/১—
১৯৪৪ মে ৬ (১৩৫১) ১১/২৬
তিলাঞ্জলি : সুবোধ ঘোষ

২৭৭ ১৯৪৪ মে ১৩ (১৩৫১) ১১/২৭—
১৯৪৪ অক্টোবর ৭ (১৩৫১) ১১/৪
সপ্তকাণ্ড : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

২৭৮ ১৯৪৪ নভেম্বর ১১ (১৩৫১) ১২/১—
১৯৪৫ অগস্ট ২৫ (১৩৫২) ১২/৪২
গঙ্গোত্রী : সুবোধ ঘোষ

২৭৯ ১৯৪৫ অগস্ট ১১ (১৩৫২) ১২/৪০—
১৯৪৫ ডিসেম্বর ১ (১৩৫২) ১৩/৪
আশাবরী : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২৮০ ১৯৪৫ ডিসেম্বর ২২ (১৩৫২) ১৩/৭—
১৯৪৬ মার্চ ৯ (১৩৫২) ১৩/১৮
বিজয়লক্ষ্মী : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮১ ১৯৪৬ মার্চ ১৬ (১৩৫২) ১৩/১৯—
১৯৪৬ জুন ১৩ (১৩৫৩) ১৩/৩৬
সূর্য সারথি : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২৮২ ১৯৪৭ মার্চ ৮ (১৩৫৩) ১৪/১৮—
১৯৪৭ অগস্ট ৯ (১৩৫৪) ১৪/৪০
অশ্বত্থের অভিশাপ : প্রমথনাথ বিশী

২৮৩ ১৯৪৭ অগস্ট ১৬ (১৩৫৪) ১৪/৪১—
১৯৪৭ সেপ্টেম্বর ২৭ (১৩৫৪) ১৪/৪২
পৃথিবী সবার : নবেন্দু ঘোষ

২৮৪ ১৯৪৭ অক্টোবর ১১ (১৩৫৪) ১৪/৪৯—
১৯৪৮ ফেব্রুয়ারি ২৮ (১৩৫৪) ১৫/১৭
মোহানা : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

২৮৫ ১৯৪৮ মার্চ ১৩ (১৩৫৪) ১৫/১৯—
১৯৪৮ মে ২২ (১৩৫৫) ১৫/২৯
কৃষ্ণ পক্ষ : রজত সেন

২৮৬ ১৯৪৮ মে ২৯ (১৩৫৫) ১৫/৩০—
১৯৪৮ সেপ্টেম্বর ১১ (১৩৫৫) ১৫/৪৫
ঢোঁড়াইচরিত মানস (১ম) : সতীনাথ ভাদুড়ী

২৮৭ ১৯৪৮ সেপ্টেম্বর ১৮ (১৩৫৫) ১৫/৪৬—
১৯৪৯ মার্চ ১২ (১৩৫৫) ১৬/১৯
অনেকদিন : প্রভাত দেব সরকার

২৮৮ ১৯৪৯ মার্চ ১৯ (১৩৫৫) ১৬/২০—
১৯৪৯ অক্টোবর ৮ (১৩৫৬) ১৬/৪৮
সূর্যমুখী : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

২৮৯ ১৯৪৯ শারদীয়া (১৩৫৬)
ত্রিযামা : সুবোধ ঘোষ

২৯০ ১৯৪৯ অক্টোবর ১৫ (১৩৫৬) ১৬/৪৯—
১৯৫০ মার্চ ১১ (১৩৫৬) ১৭/১৯
কিনু গোয়ালার গলি : সন্তোষকুমার ঘোষ

২৯১ ১৯৫০ মার্চ ২৫ (১৩৫৬) ১৭/২১—
১৯৫১ মার্চ ২৪ (১৩৫৭) ১৮/২১
স্থাবর : বনফুল

২৯২ ১৯৫০ মে ২৭ (১৩৫৭) ১৭/৩০—
১৯৫০ সেপ্টেম্বর ১৬ (১৩৫৭) ১৭/৪৬
ঢোঁড়াইচরিত মাস (২য়) : সতীনাথ ভাদুড়ী

২৯৩ ১৯৫০ শারদীয়া (১৩৫৭)
মীরার দুপুর : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

কালানুক্রমিক উপন্যাসের নাম ও ক্রমিক সংখ্যা

১২৭৯/১৮৭২-১৮৭৩

বিষবৃক্ষ	১
যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ	২
ইন্দিরা	৩

উপন্যাসের বর্ণানুক্রমিক সূচি ও ক্রমিক সংখ্যা

উপন্যাস-রচয়িতার বর্ণানুক্রমিক সূচি ও ক্রমিক সংখ্যা

পত্রিকায় প্রকাশকাল অনুসারে উপন্যাস-রচয়িতার নাম ও ক্রমিক সংখ্যা

সাহিত্য ৯৫-১০৪

প্রবাসী ১০৫-১৭৩

সবুজ পত্র ১৭৪-১৭৫

কল্লোল ১৭৬-১৮৭

বিচিত্রা ১৮৮-২২৪

দেশ ২২৫-২৯৩

স্বরলিপি

'অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে' গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের এই গানের দুটি সুর বর্তমান। একটি সুরের শৈলজারঞ্জন মজুমদার -কৃত স্বরলিপি বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৭৪ মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত। অন্য সুরে শান্তিদেব ঘোষের গাওয়া রেকর্ড (হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানি রেকর্ড নং H 2444) থেকে স্বরলিপি প্রস্তুত করে বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হল।

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে।
ও যে সুদূর প্রাতের পাখি
গাহে সুদূর রাতের গান॥
বিগত বসন্তের অশোকরক্তরাগে ওর রঙিন পাখা,
তারি ঝরা ফুলের গন্ধ ওর অন্তরে ঢাকা॥
ওগো বিদেশিনী,
তুমি ডাকো ওরে নাম ধরে,
ও যে তোমারি চেনা।
তোমারি দেশের আকাশ ও যে জানে, তোমার রাতের তারা,
তোমারি বকুলবনের গানে ও দেয় সাড়া—
নাচে তোমারি কঙ্কণেরই তালে॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : দেবাশিস রায়

পা | না না -া II{ ধনা -া -া | নর্রা র্সর্া র্সনা I ধপা -া পা | পা পা -া I
অ ধ রা ০ মা ০ ০ ধু০ ০ ০ রী ০ ধ রে ছি ০

I পা -না ধা | পা -র্সা না I ধপা -া -া | পা পা -া I
ছ ন্ দ ব ন্ ধ নে ০ ০ ও যে ০

[পহ্মা হ্মপা]
I পা পা -া | পা পা -া I পহ্মা হ্মপা -া | পহ্মা ধপা -মা I
সু দূ র্ প্রা তে র্ পা০ খি ০ গা০ হে ০

I মা মা গা | রা পা মা I গা -া পা | না না -া} II
সু দূ র রা তে র গা ন্ "অ ধ রা ০"

-া | -া -া -া II{ পা ধা পা | না না -র্সা I র্সা -া -া | -া -া -া I
০ ০ ০ ০ বি গ ত ব স ন্ তে ০ ০ ০ ০ র্

I র্সা র্সা র্সা | র্সা -র্সা র্রর্সা I র্সনা -া র্নর্সা | র্সনা না -া I
অ শো ক র ক্ ত রা ০ গে ০ ও র্

I পা পা -না | ধা -া -র্সা I র্সনা -া -া | -া (-া -া)} I না র্সা I
র ঙি ন্ পা ০ ০ খা ০ ০ ০ ০ ০ তা রি

I র্সা র্সা -র্গা | র্রা র্রা র্রর্সা I র্সা -র্সনা -ধনা | ধপা পা -া I
ঝ রা ০ ফু লে র্ গ ০০ ০ন্ ধ ও র্

I পা পনা না | ধপা পা -া I পা -া পা | না না -া II
অ ন্ ত রে ঢা ০ কা ০ "অ ধ রা ০"

পা | পা পা -া II{ পগা -া -পা | মা -া -পা I গা -া -া | -া পা পা I
ও গো বি ০ দে ০ ০ শি ০ ০ নী ০ ০ ০ তু মি

I পা পা -া | পা পা -ঙ্গা I পা -া -না | ধা পা -া I
ডা কো ০ ও রে ০ না ০ ম্ ধ রে ০

I -া -া -া | পা পা -া I পা পা না | ধা পা -া I
০ ০ ০ ও যে ০ তো মা রি চে না ০

I (-া -া পা | পা পা -া)} I -া -া পা | পা পা -া I
০ ০ ও গো বি ০ ০ ০ ও গো বি ০

I গা -া -পা | মা -া -পা I গা -া -া | -া -া -া I
দে ০ ০ শি ০ ০ নী ০ ০ ০ ০ ০

I{ পা পা পা | না না -া I না না -র্সা | র্সা র্সা -া I
তো মা রি দে শে র্ আ কা শ্ ও যে ০

I র্সা -া র্সনা | র্রর্সা -া -া I র্সা র্সা র্সা | র্সনা র্রা র্সা I
জা ০ ০ নে ০ ০ তো মা রি রা তে র

I না -ধা -র্সা | র্সনা -া -া} I -া -া না | না না -র্সা I
তা ০ ০ রা ০ ০ ০ ০ তো মা রি ০

I র্সা র্সা র্গা | র্রা র্সা র্সা I র্সর্গা র্গা র্গা | র্রা র্সা -না I
ব কু ল ব নে র গা নে যে ও দে য়্

I ধা -র্সা -না | ধপা -া -া I পা না নধা | ধনা -া ধপা I
সা ০ ০ ড়া ০ ০ না চে তো মা ০ রি

I পা -না না | ধপা পা -া I পা পা পা | না না -া II II
ক ঙ্ ক নে রি ০ তা লে “অ ধ রা ০”

প্রেম পর্যায়ের এই গানটির রচনাকাল ৩০ ফাল্গুন—৮ চৈত্র ১৩৪৫ [১৪-২২ মার্চ ১৯৩৯]। গানটি পাণ্ডুলিপি থেকে গীতবিতানে সংকলিত এবং২ সানাই কাব্যগ্রন্থের 'অধরা' কবিতাটির [শান্তিনিকেতন ১৩ জানুয়ারি ১৯৪০] সঙ্গে তুলনীয়। শৈলজারঞ্জন মজুমদার -কৃত স্বরলিপিটি স্বরবিতান ৬২তে পরে সংকলিত।
গীতবিতানে মুদ্রিত এই গানের পাঠ ও শান্তিদেব ঘোষের গাওয়া গানের পাঠের মধ্যে যে সামান্য বৈষম্য আছে তা প্রদত্ত হল।

গীতবিতানের পাঠ	রেকর্ডে -গীত গানের পাঠ
(আভোগে)...তোমার রাতের তারা,	...তোমারি রাতের তারা,
...গানে ও দেয় সাড়া—	...গানে যে ও দেয় সাড়া—

ক্যারিবিয়ানের চিঠি

অমিয় চক্রবর্তী

অন্নদাশঙ্কর রায় প্রিয়বরেষু

এইমাত্র হাভানা শহর থেকে উড়ে এসেছি, জানি না এই চিঠিতে বিখ্যাত চুরটের গন্ধ পাবেন কি না। যদিও সিগারের রাজ্য আমার সম্পূর্ণ অজানা, তবু কার সাধ্য কিউবা দ্বীপে গিয়ে মহার্ঘ ধূম্রকে অস্বীকার করে? মধ্যে মায়ামি শহরে নেমেছিলাম ফ্লরিডায়, সেখানেও ধনীদের ডলার ভস্ম-ধোঁয়ায় রাত্রি হয়ে উঠেছে দিন। অথবা দিন হয়েছে মোহের রাত্রি। হোটেল-অট্টালিকায় ভ্রামণিক বিলাসপতিরা ক্যারিবিয়ন দ্বীপের সৌন্দর্যকে লঙ্ঘন করেছেন, নির্মল জলের নীলে তুলেছেন ক্যাসিনোর মর্মর জুয়াড়ি দেয়াল, বিদ্যুৎ-বিদ্ধ আকাশে ছুটেছে তাঁদের বিজ্ঞাপিত রঙিন মদ্যের চিত্রণ। কিন্তু Rock 'n' Roll-এর চীৎকৃত সংগীতহীনতা ভেদ করেও দেখা দেয় দূরের বিধৃত শৈলশান্তি, অসীম সমুদ্রের ধৈর্যরেখা, এমন-কি হাভানাতেও। হঠাৎ মনে পড়ে যায় পৃথিবীতে আছি, যার চতুর্দিকে কালের সমুদ্র, তারও পারে সময়হীন আকাশ, যেন সবটাই ক্যারিবিয়ন যে-কোনো দ্বীপের মতো আত্মসম্পূর্ণ জগৎপরিধি। তার মধ্যে দ্বীপবর্তী মানুষের জীবন ক্রেতা-ব্যবসায়ী-রাষ্ট্রলুব্ধের সম্পূর্ণ করায়ত্ত নয়; আড়কাঠির আক্রমণ সমাজের শেষ মর্মে সেখানে পৌঁছয় না; আখের ক্ষেতে কফি-কোকোর সারিজঙ্গলে যারা কাফ্রি দাস বা indentured labourer-এর ভারতীয় বংশধর তারাও কোনোখানে মরতে-মরতে অমরত্বের সন্ধান পেয়েছে। West Indies-এর দ্বীপরাজ্য সেই-সব বিগত বন্দী কর্মমুমূর্ষুদের চক্ষের ভঙ্গীতে আজও সজল, তাদের ভরসার দীর্ঘশ্বাস চাবুকের আঘাত-শব্দের চেয়ে দূরে গিয়ে পরমাশ্রিত। অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যের পাশাপাশি অবর্ণনীয় অত্যাচার শ্রান্তির তীব্র বিসংগতি কত দ্বীপে দেখলাম; দৈবের জগতে এসে মানুষের তৈরি নারকীয় কীর্তি। অথচ এই নিরন্ত সংঘাতের মধ্য হতে উৎসিত হয়ে উঠেছে মানবিক বিজয়ী ইতিহাস, তার ধারায় নারায়ণী মহিমার ধ্বনি বারে বারে শোনা গেল। ভাগ্যক্রমে যে-যুগে জন্মেছি তাতে জনসাধারণের মুক্তি সমধিক আসন্ন।

হেইটি দ্বীপে ট্যুরিস্ট-ব্যসনের অভাব নেই, কিন্তু সব চেয়ে প্রথম স্বাধীন দ্বীপরূপে ক্যারিবিয়নে এর মর্যাদা দ্রুত লক্ষণীয়। হেইটির পার্বত্য দারিদ্র্যপূর্ণ গ্রাম, তার উপরে জড়োয়া মেঘের কাজ, এবং দ্রিমিদ্রিমি আফ্রিকান ড্রাম আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল। তথ্যসঞ্চয়ের শ্রমে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, voodoo নৃত্যে এবং rum-এ মেশা অদ্ভুত কৌশলী ধর্মনেশার কারিগরি অনভিভূত আশ্চর্য হয়ে দেখেছি, চোখে ঠেকেছে সোনার বায়ুতে কাটা বিচিত্র শৈলান্তরেখা। কোথাও আরণ্যপর্বত হঠাৎ বালির তীরে নেমে একেবারে অগাধ ঢেউয়ে অদৃশ্য। কোথাও করতালি দিচ্ছে পাম গাছ, ফ্লামবয়ান্ট (আমাদের কৃষ্ণচূড়া গোছের) আগাগোড়া ফুলে রক্তিম আচ্ছন্ন।

হেইটিতে ভারতীয় প্রায় কেউ নেই, এক ঘর সমৃদ্ধ দোকানী ছাড়া, কিন্তু "মহামানবের সাগরতীরে" এসে ভারতবর্ষীয় পথিককে ঘরে ঘরেই দেশে ফিরতে হয়। বন্দনা জানাতে নেমেছিলাম ক্রীতদাসের মুক্ত দ্বীপে, আকাশ যেখানে আজও তাদের প্রাচীন বেদনায় স্মার্ত, উদ্‌গাথা উঠেছে শৃঙ্খলধ্বংসের আবাহনে।

একটু ইতিহাস শুনুন। "The first Africans to set foot in Haiti came in the year 1510. Just precisely when they came from no one knows, but it was somewhere along the stretch from Singal to the Congo. What they went through is an old story: disease, thirst, brutality, sea-sickness. And their trials did not end when they were put ashore in the Indies. The masters who had annihilated the Indian (অর্থাৎ আদিম "আমেরিন্ডিয়ান") in less than twenty years were

not likely to consider the Africans, darker and stronger, as having any particular human right. One of the first prayers of the slaves in Haiti must have been gratefulness for the oxen, horses, and bourriques; if it were not for them the Negroes would have had to hear even greater burdens.

"In the hard years which followed, more and more slaves were poured into Hispaniola, as Haiti was then called. The West Indies became the most prosperous of slave markets, and Haiti, Martinique and a few of the other island colonies absorbed all the slaves they could get. These men who came in chains were of all classes and types...".

সহৃদয় মার্কিন ঐতিহাসিকের এই বর্ণনা ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর যে-কোনো দ্বীপের হৃৎসাক্ষী-রূপে গ্রহণ করা চলে। প্রথম পালায় আমেরিন্ডিয়ান (তীব্র কারিব্, শান্ত আরায়োয়াক্ এবং অন্যান্য মানুষের সংসার ধ্বংস, সম্ভব হলে নিশ্চিহ্ন বধ (কোথাও তারা দু-চার পরিবার এধারে ওধারে, যেমন দৈবাৎ ডমিনিকা দ্বীপে বা ল্যাটিন আমেরিকান বৃহৎ ভূখণ্ডের দু-এক কোনায়, পালিয়ে বেঁচে বর্তে আছে); দ্বিতীয় পর্যায়ে নিগ্রো আফ্রিকানদের বেঁধে আনা জাহাজ-ভর্তি করে; এবং তৃতীয় স্তবকে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ের অবসানে ভারতীয় বা অন্য কোনো এশিয়ান দেশ থেকে "কুলি" চালনা করা। সব দ্বীপে ভারতীয় "কুলি" পৌঁছয় নি, কিন্তু ট্রিনিডাডে, গ্রেনাডায়, বৃটিশ গিয়ানায়, ডাচ সুরিনামে, জামাইকা দ্বীপে সেই ভাগ্যহত ভারতীয়দের শত শত দেখলাম যারা এককালে এসেছিল ধিক্কৃত সাম্রাজ্যের "কুলি" নাম নিয়ে। আজ তাদের অনেকের অবস্থান্তর ঘটেছে, কেউ কেউ শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত অথবা ক্বচিৎ ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু গভীর সমুদ্রের দূর অলগ্নতার মধ্যে অতিক্ষুদ্র দ্বীপে যাদের দু-তিন পুরুষ কাটল তাদের না আছে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ, না আছে পিতৃপুরুষের ধর্ম বা ভাষা। ট্রিনিডাড বিত্তশালী বৃহত্তর দ্বীপ, এবং সেখানে সংখ্যায় গরিষ্ঠ ভারতীদের দশা অনেকটা ভালো কিন্তু গ্রেনাডা, সেন্ট লুস্যা, এমন-কি জামাইকা দ্বীপের ভারতসম্পর্কিত বহু সহস্র লোকজনের দুর্দশা অবর্ণনীয়। ফরাসি মার্টিনিক দ্বীপে আফ্রিকানদের অবস্থা সর্বাধম; অব্যবস্থা এবং ঘুণে-ধরা সাম্রাজ্যিকতার একান্ত পরিণাম দেখতে আসবেন ঐ সুশ্রী, ঐ দুঃখ-দীর্ণ সহায়হীন দ্বীপবাসীর ঘরে জঙ্গলে। অন্য দ্বীপের মতো ওখানেও rum-এর দুঃখহরণ স্রোত বইছে, মানুষকে সস্তায় পাতালের দিকে ঠেলে ফেলে। সেখানেও আখের খেতের ফালিতে কাঁচা রোদ পড়েছে, ঝরনা-জল ঝরছে, নিপুণ পাথরের নিক্কণে। কিন্তু মানবদিগন্ত এখনো আঁধি-লাগা।

অপ্রাসঙ্গিকভাবে আবার হেইটিতে ফিরে আসি। এখানে এরা তীব্র যন্ত্রণার বিপ্লবে ফরাসি ইস্পানির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। হেইটির কাহিনী আরেকটু বলি। তার পর ক্ষণকালের জন্যে, সোনার দেশ সুরিনাম ছুঁয়ে এই চিঠি শেষ করব।

সেই মার্কিন লেখক Harold Courlanger বলছেন— "In the hills of Haiti everyone sings and dances. Babies of three years dance Vodoun and Petro with their elders. Boys of seven are already master drummers and under the teaching of their fathers, who learned from their own fathers. And old women weighed down by years and infirmities still dance Ibo with their shoulders.

"In Haiti everyone works. If they do not work they do not live. Most of them work very hard. Whether they work so hard or not, living is unbounteous. Women walk great distances with heavy loads on their heads, some of them may earn eight cents on their Congo bean and cotton, and they walk all day and night to get home. And the men plant and till their garden with a machette or hoe, hang their maize and Kaffir corn high in the branches to dry.

"Sometimes they sit and wait for their big-bananas and the cocoanuts to ripen, but they are not lazy, they are simply patient. They are patient of a summer sun which bakes their

ground hard and unfruitful, of earth which often yields not enough to keep their bodies living.

But when it is time to dance and sing, nature pours forth spiritual riches from the large end of the horn. For the moment, life surges in dulled bodies as well as in the quick. Drummers become one with their drums and the drums come alive. People move and sing and vibrate with nature; they dance with each other; with their-ancestors, and with old African gods whom they have not forgotten..." (*Haiti Dances* বইখানি পড়ে দেখবেন)।

হেইটি-র ক্রিয়োল্ পুরুষ-মেয়েদের দেখে সাঁওতালি চেহারা এবং প্রকৃতি মনে পড়ে যায়। আগের বছরে গোল্ড-কোস্ট-এ ঠিক ঐরকম "talking drums", "male and female drums" শুনেছিলাম, মৃদঙ্গের দ্রুত আঙ্গিকে প্রাণের স্পন্দন, রক্তের ধ্বনি, সমস্ত অরণ্য থরথর করে উঠেছিল কিবি ট্রাইবল্-নেতার ঘন গাছে ভরা অঙ্গনে।

সুরিনাম। পারামারিবো শহর থেকে দূরে "ভারতীয়" বসতি দেখতে বেরোলাম। তারা আজ ডাচ্-গিয়ানাবাসী গিয়ানিজ; রাষ্ট্র-অধিকারে তারা ভারতীয় নয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাদের চেহারা, ভাষা, ধর্ম, লোকাচার আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হিন্দুস্তানী। শাড়ি ধুতি অনেকে পরেন বিশেষ উপলক্ষে, পূজাপার্বণে, বিবাহের উৎসবে; কিন্তু সদাসর্বদা শাড়ি ব্যবহার করেন এমন গৃহিণীও এখানে চোখে পড়ল। সারামাক্কা নদী পেরিয়ে ফেরি-ঘাটের অনতিদূরে এত সহস্র ভারতীয় জনতা দেখব ভাবি নি। একটি গাঁয়ে দারুণ রোদ্দুর ঠেলে চাষী শ্রমিক বোন-ভাই এসেছিল "আপন দেশী" সদ্য আগত ভাইকে দেখতে। বৃদ্ধ শুভ্রকেশ চাষী সভাপতি হাত জোড় করে স্তোত্রপাঠের নির্দেশ জানালেন; সকলে এককণ্ঠে সেই শক্তির স্তবে যোগ দিলেন যিনি "মূকং করোতি বাচালম্, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং"। পরিচিত শুভ শ্লোক ঐ সমাবেশে, ধুলোয় পরবাসে হঠাৎ কী মহিমায় আবির্ভূত হল তা কী বলব। কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় এই ডাচ্ রাজ্য, এই লাটিন আমেরিকান দেশের আটলান্টিক তীরের ফালি, ব্রেজিল-এর কাছে। আরো মন্ত্র যোগ হল, "সহনামবতু, সহবীর্যং করবাবহৈ"— যোগসেতু স্পষ্ট হয়ে উঠল কালকে অতিক্রম করে, দেশকে। সুরিনামের ভারতীয়েরা আজও জাগিয়ে রেখেছেন হিন্দি ভাষার দেউটি, জল দিচ্ছেন তুলসীতলায়, আতিথ্যদানের ইচ্ছা এতই বেশি যে সমস্ত গরিব গ্রাম আগে থেকে চাঁদা তুলে আমাকে সুরিনামের সোনায় গড়া একটি সোনার আংটি উপহার দিলেন। কপালে ঠেকল চন্দন, গলায় পরলাম গাঁদা ফুলের মালা। দেশ আর এই দেশের মধ্যে কত দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব, পনেরো হাজার মাইলের কত মহাভূমি-সমুদ্রের দুস্তর ব্যবধান তা ভুলে গেলাম। ভারতবর্ষ থেকে সব চেয়ে দূরে সুরিনামের ভারতী-বসতিতে আজও অনেকে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম রক্ষা করেছেন, দুই ধর্মের চেয়ে বৃহত্তর গভীরতর মানবধর্মে তারা মিলিত। বিভক্ত ভারত-পাকিস্তানের প্রসঙ্গ তাঁদের পক্ষে একান্ত দুঃখকর; কয়েকজন বললেন, ঐ ভাঙা মাতৃদেশে ফিরব না, তার চেয়ে এইখানেই থাকি। পরে পানামায় গিয়েছি, সেখানেও একটি বাঙালি মুসলমান ঐ কথাই বললেন।

যে সোনার টুকরো হাতে নিয়ে সেদিন অন্ধকারে বেরিয়ে এলাম তার দাম কোনোদিন শোধ হবে না। অন্যভাবে প্রতিদান দিয়েছি, সেটা কেবলমাত্র বস্তুগত, কিন্তু যথার্থ প্রতিদান কোথায়। নদী পেরোবার সময় কারো কণ্ঠে কথা ছিল না, দৃষ্টি নামাতে হল।

ঐ সুরামাক্কার কাছেই ওখানকার একটিমাত্র বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে দেখা হল। হয়তো এখানে-ওখানে ক্বচিৎ বাঙালি ঐ হিন্দিভাষীদের মধ্যে আছেন, ঠিক কেউ বলতে পারল না। হিন্দিকেই সুরিনামের ভারতীয়রা মাতৃভাষা বলে মেনে নিয়েছেন, যদিও অনেকের ভাষা ছিল তামিল, গুজরাটি, মারাঠি, বা অন্য। ঐ বাঙালি ভদ্রলোক বাংলা প্রায় ভুলে গেছেন, নাম বললেন— মনমোহন, ত্রিশ বছর কোনো বাংলা কথা বলেন নি। মলিন পানলুন পরা, ছেঁড়া শার্ট গায়ে— আস্তে গলায় জানালেন, "বহু কষ্ট পেয়েছি, দাদা।" শুনলাম ভদ্রলোকের কোনো আত্মীয় কোথাও নেই। কোন এক জাহাজে চলে এসেছিলেন কলকাতা থেকে। কিন্তু সুরিনামে কিংবা বৃটিশ

গিয়ানায় "কল্‌কাত্তা" মানে কলকাতায় এসে যে-কোনো জাহাজে ওঠা। অন্য অনেকে বিশেষ জাহাজের নামও জানেন, হিন্দু-মুসলমান তাঁরা নিজেকে সেই জাহাজের "এক-জাহাজী" বলে বর্ণনা করেন, ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে পিতৃপুরুষের বাসস্থান, তা সকলের স্মরণ নেই। হঠাৎ দেখি মনমোহনবাবু গাঁয়ের ভিড়ে কোথায় চলে গেছেন। বাংলাভাষায় যা মনে জাগল সেই অনুভূতির ভাষা আর তাঁকে জানানো হল না।

ইংরেজ রাজ "indentured labour"-এর ব্যবসা বন্ধ করেছে; স্বীকার করতে হবে সমস্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপগুলিকে এক ফেডারেশন-এর ব্যবস্থায় বাঁধবার উদ্যম তাঁদের প্রশংসনীয়। যে-কোনো স্বাভাবিক প্রাতিবেশিক রাষ্ট্ররূপ ঐ দ্বীপসভ্যতার বিচিত্র সমাজ ও সংসারকে অর্থ এবং ব্যবসার আদান-প্রদানকে ঐক্যের সহযোগিতা দিতে সক্ষম আমরা তার পক্ষপাতী। কিন্তু এতদিনের হানি-গ্লানি-বিঘ্নের অন্ধতা সহজে শেষ হবে না। অন্য বিধান আজ যদি এগিয়ে এসে থাকে ভারতীয় পর্যটক আমি বলব, স্বাগত। যাঁরা ভারতীয় সংস্কার ভাষা ধর্ম রেখে ক্যারিবিয়ন রাষ্ট্রসভ্যতার অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাঁদের সমস্ত অধিকার যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। দেশ তাঁদের ভারত নয়, কিন্তু ট্রিনিডেডিয়ান, জামাইকান, গ্রেনাডিয়ানরূপে তাঁরা আপন ইচ্ছা ও বিশ্বাস সংগত আচার ধর্ম ভাষা রক্ষা করবেন।

অবস্থার বিপর্যয়ে এবং একান্ত বিরুদ্ধ পরিবেশে যাঁরা ধর্ম ভাষা সংস্কার হারিয়ে বসেছেন তাঁদের অনেককে দেখলাম। জাহাজ-বোঝাই মানুষ-পণ্য, প্রথমে কাফ্রি "স্লেভ", পরে ভারতীয় "কুলি", কোথায় ছিল তাদের আপন রাষ্ট্র, কোথায় তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধিকার। কোথায় কোন্ মুল্লুকে, ডাচ বা ফরাসি-অধিকৃত ভূখণ্ডে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভারতীয়কে কোন্ আইনে নামানো হল তা কে জানে। যেখানে পৌঁছল সেখানে তৎক্ষণাৎ তাদের জায়গা হল মশায়-ভরা জঙ্গলে। ঢুকল তারা আখের অরণ্যে, মরল কেউ সাপের কামড়ে, যারা বাঁচল দলে দলে তারা ভর্তি হল দিনে বারো-চৌদ্দ ঘন্টার খাটুনিতে। আখের রস যথেষ্ট বেরলো, চিনির স্তূপ সাদা উঁচু হয়ে উঠল, কারখানার কল থামল না। জাহাজ-ঘাঁটি লাভের বন্দর হল স্ফীতকায়।

পালাবার পথ বন্ধ হল, কেন-না শুধু সমুদ্র লাফিয়ে বাড়ি ফেরার অসম্ভবতা নয়, শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাশক্তির হ্রাসে মন বদ্ধ হয়ে যায়, সম্ভবও হয়ে ওঠে একান্ত অবিশ্বাস্য। অনেক দ্বীপে, যেমন গ্রেনাডায়, এমন-কি জামাইকার অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিপূর্ণ পার্বত্য গ্রামে লোকালয়ে দেখেছি বেশির ভাগ ভারতীয়রা ভাষা, ধর্ম, আপন পিতৃপুরুষের নাম-পরিচয় সুদ্ধ সবই গেছেন ভুলে। সামনে এলেন উইলিয়ম জোন্‌স্— কিন্তু দেখামাত্র বোঝা যায় ভদ্রলোক না উইলিয়ম না জোন্‌স্— অর্থাৎ আসল কোনো ভাবে। দলে দলে ওঁদের ক্রিশ্চান করা হয়েছে; নাম ওঁদের বদলে দিয়েছেন শাসকপক্ষের ধার্মিকেরা, আছে শুধু পুরোনো এবং অ-বদলানো সাক্ষাৎ রং এবং চেহারা, অপরিবর্তনীয় ধরন। ঘরে গিয়ে উইলিয়ম জোন্‌স্ অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির রাত্রে ভূতপূজা করেন, পাথরের টুকরো নেড়েচেড়ে জন্তুর লোম বা শিং ছুঁয়ে থাকেন ত্রাণের ইচ্ছায়, রবিবারে যান গির্জায়। নয়তো রবিবার সকালেও পালিয়ে পান করেন rum। সহৃদয় ফ্যাক্টরি-কর্তৃপক্ষ দ্বীপে দ্বীপে রাম্-এর আড়ত বানিয়েছেন, একই আখের গাঁজানো রসে চাষীর এবং মালিকের আনন্দবর্ধন হচ্ছে। মালিকেরা একটু সতর্ক, যথেষ্টই রাম-পান করেন, কিন্তু সময় বুঝে; তা ছাড়া পাকস্থলীতে খাদ্যের সঙ্গে মদ্য যোগ হলে অতটা দ্রুত অন্তিম দশা হয় না। দারিদ্র্যের অনুপানে মদ্যের যোগ হলে ব্যাপারটা দারুণ হতে বাধ্য। কোনো কোনো দ্বীপে বক্তৃতায় বলতে বাধ্য হয়েছি— rum-এর রামায়ণে না আছে ধর্ম, না আছে বুদ্ধি। যথার্থ রামায়ণ চর্চা করলে এরা বাঁচত। দু-চার জন দেখলাম ঠিকই বুঝলেন কী বলছি। এমন-কি রাম-এর ব্যবসা চালান যে-সব "পাণ্ডিত" (কেউ কেউ এরা হিন্দুধর্ম রক্ষা করেছেন কিন্তু একই সঙ্গে রাম্ এবং রামায়ণের ব্যবসা করেন) ট্রিনিডাডে তাঁদের কাছে থেকেও স্বীকৃতি পেয়েছি। সবসুদ্ধ কী জটিল ব্যাপার তাই বুঝুন। যে-কোনো ধর্ম বা সভ্যতা গ্রহণ করাতে কোনোই দোষ নেই বলাই বাহুল্য, কিন্তু খিচুড়ি বানিয়ে ধর্মের বা সভ্যতার উৎকর্ষ হয় না। খিচুড়িতেও বাধা নেই, যদি সত্যি রান্না হয়, তার সঙ্গে প্রাণের অন্নের যোগ থাকে। যেখানে পাচক বা ভোক্তার দল স্বাধীন ইচ্ছায় যুক্ত, যেখানে কেবলমাত্র হিন্দু বা ক্রিশ্চান বা মুসলমান কিংবা অন্য কোনো ধর্মকে অসহায় সমবেত

জনসংঘের সামনে একমাত্র পথ্য বলে জাহির করা হয় নি, সেখানে ধর্মে ও সমাজে দেয়া-নেয়ার মঙ্গল পথ উন্মুক্ত। কেউ কেউ ধর্মান্তরে না গিয়ে, সর্বমানবের আধ্যাত্মিক ধর্মে উপস্থিত হতে চান। মানুষের সেবা এবং ঐশ আরাধনায় কেউ-বা প্রচলিত বিশেষ ধর্মের গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে আসল ধর্মকে উদ্ধার করেন। হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্ট ধর্ম বা ইস্‌লামের বিশুদ্ধ রূপ কারো অবিদিত নয়। কিন্তু ক্ষুদ্র খণ্ড যোগবিচ্ছিন্ন দ্বীপে বা দুর্গম গহন দেশের কোনায় কেবলমাত্র অন্ধ মিশ্রণের বা জবরদস্তির প্রথা শুরু হলে ধর্ম ঠেকে ক্রিয়াকাণ্ডে, ভাষা ঠেকে talkie-talkie-তে। সেই টকি-টকি না হিন্দি, না ইংরেজি, তাতে না আছে মর্যাদা, না আছে কোনো চিন্তা বা সভ্যতা বা ধর্মের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। মার্টিনিক দ্বীপে কাফ্রি এবং ফরাসী ভৃত্য-প্রভু-সম্পর্কের উভয়বিধ দুর্দশায় যে-ভাষা এবং ভঙ্গী তৈরি হয়ে উঠেছে তার মহিমা অবর্ণনীয়। যথার্থ মানবধর্ম প্রকাশ করা পথ অন্য।

ভর্জিন আইল্যান্ডগুলি পূর্বে ছিল ডেনিশ; এখন কিছু তার ইংরেজ, মার্কিনেরা কয়েকটি দ্বীপ কিনে নিয়েছে। বিভীষিকার কালে একদা যখন পশ্চিমজাতীয়েরা বিকৃত আরব এবং আফ্রিকান দাসব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুরোপুরি যোগ দিল এবং যন্ত্রসভ্যতার যোগে তাকে স্ফীত, সম্ভ্রান্ত এবং অত্যন্ত লাভজনক করে তুলল ... এই দ্বীপগুলিতে ক্রীতদাসদের জড়ো করে পুনর্বার বেচা-কেনা হত। জাহাজের কাপ্তেনদের লগ্‌-বুক্‌-এ পড়া যায় আফ্রিকা থেকে এই-সব দ্বীপে আসবার পথে প্রত্যহ অনেক মানুষ "নষ্ট" হয়ে যাওয়ায় তাদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হত। মৃত্যুর কারণ জাহাজের বায়ুহীন কক্ষে অসহনীয় ভিড়, কখনো জলের বা খাদ্যের অভাব, নানারকম যন্ত্রণা, রোগ। জাহাজের জন্তুর ব্যবস্থাও আজকের দিনে অন্যরকম দাসদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে থাকত, তাদের ভাগ্যে স্বামী-স্ত্রী পিতা-মাতার বিচ্ছেদ এবং পুনর্বার বেশি লাভে অন্যদের কাছে বিক্রীত হওয়া। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আনেন বিশ্ববিধাতা, তারই পালা আধুনিক রাজ্যসাম্রাজ্যের তুমুল বিপ্লবে আবির্ভূত, কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্ত প্রত্যেকের। কোনো দেশ বা জাতি এর থেকে পরিত্রাণ পাবে না, কেন-না জাতি বা বর্ণ বা "ধর্মে"র নামে পৃথিবী জুড়ে মানুষ অমানবিকতার চর্চা করেছে। St Croix দ্বীপে এসেছিলাম স্মরণ করতে, সকলের হয়ে এবং বিশেষভাবে ভারতীয় হয়েও। অস্পৃশ্যতার ধর্ম যাঁরা মানেন দাস-দস্যুর ধর্মও তাঁদের, যদিও অন্যবিধ। কী শান্ত সুখশ্রী ছড়িয়ে আছে St. Croix দ্বীপের Christiansted নামক ছোট্ট শহরে; আশীর্বাদী আলো ঝরে পড়ছে চিরবসন্তের বনানীতে, সমুদ্রের স্বনন কোরাল্‌-বালির উজ্জ্বলতায় মধুর মন্দ্রিত, মিশ্রিত। মনে হল এই দুঃখের তীর্থে ক্ষমার সৌন্দর্য এসে পৌঁচেছে। সেই ক্ষমা যেন প্রত্যেক সভ্যতায় আমরা অর্জন করতে পারি। গির্জের চূড়ায়, বাড়ির স্থাপত্যে পুরোনো ডেনিশ ভাব চিত্তাকর্ষক। ভর্জিন দ্বীপ ছেড়ে যেতে হল পোর্টো রিকো-তে, সান্‌-জুয়ান রাজধানীতে। ভাষা ইস্পানি, যদিও শহরে অল্পবিস্তর অনেকে ইংরেজি (বা "মার্কিনি"!) জানে। বিশেষ করে লক্ষ্য করলাম এই দ্বীপ জুড়ে আমেরিকানদের চিত্তশক্তি যথার্থই ক্রিয়াশীল, তারাই এই দ্বীপের প্রকৃত চালক, কিন্তু এই চালনায় আত্মত্যাগ আছে, অর্থাৎ জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক সমৃদ্ধির জন্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা দ্বীপবাসীর নিত্য সহযোগী হয়ে দেখা দিচ্ছে। লাভের অঙ্ক কষে বা সাম্রাজ্যবাদ ফলিয়ে কর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা হয় না।

ক্যারিবিয়ন্‌ দ্বীপপুঞ্জ ছোটো একটি পৃথিবীর মতো। মানুষজাতির সংঘর্ষ এবং সমধর্মিতার ধারাবাহী আন্দোলিত প্রতিক্রিয়া ক্ষুদ্র আয়তনের মুকুরে স্পষ্ট চোখে পড়ে। "ইন্ডিয়ান্‌ কাউন্সিল্‌ ফর্‌ কাল্‌চারাল রেলেশনস্‌" দিল্লী থেকে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন এই দ্বীপাবলীর তীর্থে যেতে। অনেক দ্বীপের নাম করেছি; তা ছাড়া গিয়েছি টোবেগো, বার্বেডোস্‌, সেন্ট টমাস্‌, গুয়াডেলুপ, আন্টিগুয়া দ্বীপে। পার হয়েছি, বা ছুঁয়েছি ডমিনিকান্‌ রিপাব্লিক্‌, ভেনেজুয়েলা এবং কলম্বিয়া দেশের প্রান্ত। পানামা ক্যানাল প্রদেশে প্রায় হাজার ভারতীয়ের বসবাস, সেখানে কয়েকদিন সৌহার্দ্যের ব্যস্ততায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায় ও ভ্রমণে দ্রুত কাটল। ভারতীয় সভ্যতার ব্যাখ্যানে অতীতের ইতিহাস এবং বর্তমান স্বাধীন ভারতের জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিচয় দেবার ভার ছিল আমার; বিশেষ করে সেই-সব দ্বীপবাসীদের কাছে যাদের সংস্কারে সমাজে ভারতীয় সম্পর্ক আজও ঘনিষ্ঠ। কখনো ভাবি নি শুধু ইন্ডিয়ান নয়, আমেরিন্ডিয়ান ভাই-ভগ্নীর খোঁজে বৃটিশ গিয়ানার গহনে প্রবেশ

করতে পারব। একই অপরাহ্নে ব্রেজিলের সীমান্ত পেরিয়ে ওড়া-জাহাজ থেকে দেখলাম পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু জলপ্রপাত, কাইট্যুর Kaiteur ফল্‌স্‌— মানবহীন আদিম ঘন অরণ্যে প্রকৃতির অশ্রান্ত জলধারা তুমুল গর্জনে সাদা হয়ে উঠছে, ফেনায় ছড়িয়ে যাচ্ছে আবর্তিত খরধার নদী। কিন্তু পাহাড় পেরিয়ে যখন সলজ্জ বিশ্বাসের নির্মল প্রতীতিময় আমেরিন্ডিয়ান পল্লী-সংসারে নামলাম, ছোটো শিশু এগিয়ে এল হাসিমুখে, তখন মনে হল আমার ভ্রমণতীর্থ একটি সমে পৌঁচেছে। এরাই ক্যারিব দ্বীপাবলী, ল্যাটিন আমেরিকা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা অঞ্চলের অধিবাসী। এরা না হোক, এদেরই বংশগত এবং জাতি ও সংস্কারসভ্যতার সব চেয়ে কাছাকাছি মানুষেরা ছিল পৃথিবীর এই অঞ্চল জুড়ে। তাদের আজ ঘন বনে, মরুময় ক্যানিয়ন্ বা খোয়াই রাজ্যে খুঁজে বার করতে হয়। দ্বীপে দ্বীপে তাদের হত্যা করা হয়েছে। এর পিছনে যে ইতিহাস প্রচ্ছন্ন বা প্রকট তার বর্ণনা এখানে করব না। কেবল বলে রাখি গর্বিত আদি আর্যেরা ভারতবর্ষে তুল্য পাপ হতে মুক্ত নয়। মার্কিন দেশে কল্যাণের ধারা "আদি-মার্কিন"দের দিকে ফিরেছে; তা আমেরিকায় নানা ভ্রমণে লক্ষ্য করেছি। ক্যারিবিয়ন্ দেশে এবং ল্যাটিন আমেরিকান তীর-তীর্থে ইস্ট, ইন্ডিয়ান্ পথিক জানিয়ে গেলাম আমেরিন্ডিয়ানকে আমাদের শ্রদ্ধাবেদনার অভিনন্দন। কলম্বাসের ভুলে এই অঞ্চলে ইন্ডিয়ান নামের অপপ্রয়োগ ঘটেছে, কিন্তু এর ফলে যদি ভারতীয়ের সঙ্গে দূরের ভাইয়ের নূতন যোগ হয় তাহলে কল্যাণ। ক্যারিব দ্বীপাবলীর ভ্রমণে এদের সঙ্গে মিলন না ঘটলে তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ হত না; ভারতবর্ষ যে সর্বমানবিকতার দুরূহ পরীক্ষায় নিযুক্ত তার পরিচয় ভ্রষ্ট হত। ক্যারিবিয়ানে পশ্চিমদেশীয় নানা জাতির লোক, আফ্রিকার বিবিধ অঞ্চলের নরনারী, ভারতীয় চীন আরবিক সীরিয় ইহুদি সম্প্রদায় একত্র ভাগ্য-পরীক্ষায় মিলেছে। কাউকে বাদ দিয়ে মানরক্ষা শান্তিরক্ষা হবে না। হিন্দু-মুসলমান ভারতের বাহিরে সেখানে সহজাত ঐক্যের সন্ধানী, যথার্থ ক্রিশ্চান শিক্ষক ব্রতচারী সেই সহযোগিতায় সমধর্মী। ক্যারিবিয়নের দ্বীপে নূতন দীপালির সূচনা দেখে এসেছি। সব আলো জ্বলে নি। কিন্তু যেখানে যন্ত্রণার ইতিহাস দীর্ঘ ছায়া ফেলে আজও আখের ক্ষেতে, মদের কারখানায়, ধানের মাঠে জলায় মানুষের উত্তর খুঁজছে সেই পরিবেশে একটি নূতন প্রদীপ জ্বললে অনেকখানি আশ্বাস পাওয়া যায়। দুরূহ সেবার উৎসবে ভারতবর্ষ থেকে জ্ঞানী শিল্পী সাধকেরা গিয়ানায় ট্রিনিডাডে সুরিনামে নূতন কালের আহ্বানে যোগ দেবেন না কি? অন্যদেশীয়, অন্য রাষ্ট্রের অন্তবর্তী জনসমাজের সঙ্গে মঙ্গলকর্মে মিলিত হবার অধিকার সকলের। ভারতবর্ষ অনেক দূরে, কিন্তু কাছে-আসা মানুষের যুগে তার দায়িত্ব কম নয়। বস্টনে ফিরে এসে এই চিঠি পাঠাই।

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৩ কার্তিক-পৌষ

সম্পাদকের নিবেদন

দিনকর কৌশিক। জন্ম ১৫ জুন ১৯১৮। অর্থাৎ বয়সের হিসেবে ৮৮ পেরিয়েছেন। শান্তিনিকেতনবাসী এই প্রবীণ শিল্পী-আশ্রমিক এখনো মাঝে-মধ্যে রঙ-তুলি হাতে নিয়ে অসাধারণ চিত্র সৃষ্টি করছেন আপন খেয়ালে মনের আনন্দে। গত সংখ্যাতে তিনি আমাদের অনুরোধে রামকিঙ্কর বেইজের স্মৃতিচারণ করেছিলেন। সেই সময় কয়েকদিন তাঁর ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করার সুযোগ হয়। আর তখনই অনুরোধ করেছিলাম বিশ্বভারতী পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যার জন্য একটি প্রচ্ছদচিত্র রচনা করে দিতে। রাজি হলেন। দিন-দশেক পরে আমাকে ডাকলেন— কয়েকটা লে আউট করেছি, যদি একবার দেখে যান। সাতটা পৃথক কাগজে সাতটি ভিন্ন-ভিন্ন প্রচ্ছদের খসড়া-ছবি। যেটি স্থির হল সেটি দিন-সাতেক পরে সম্পূর্ণ করে আমাদের হাতে দিলেন। দিনকর কৌশিকের হাতে আঁকা একটি নতুন রঙিন ছবি কি বিশ্বভারতী পত্রিকা পেতে পারে না? পুরোনোকালের আশ্রমবাসী, কাউকে না বলতে পারেন না। সুতরাং আঁকতেও বসলেন এবং ক'দিন পরে বিশ্বভারতী পত্রিকাকে তিনি উপহারও দিলেন— এই মুহূর্তে জলরঙে আঁকা তাঁর সর্বশেষ ছবি— বাউল। বছর দশেক আগে পৌষ মেলার মাঠে সনাতন দাস বাউলের গান শুনতে শুনতে তাঁর নাচের ভঙ্গিটা মনের পটে আঁকা হয়ে গিয়েছিল; এক দশক পর শিল্পীর তুলিতে তা মূর্ত হয়ে উঠল। দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। আজও শান্তিনিকেতনের বসন্ত তাঁকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। আশ্রমে আসারও প্রায় সাত দশক পূর্ণ হতে চলেছে তাঁর। পনেরো বছর আগে 'এক্ষণ' পত্রিকার ১৩৯৮ শারদীয় সংখ্যায় কৌশিকজী লিখেছিলেন 'কলাভবনের কিছু-স্মৃতি'; তারই কয়েকটি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে আনলাম।

আমি শান্তিনিকেতনে প্রথমে আসি ১৯৪০ সালে। কলাভবনে ভর্তি হব, নন্দলাল বসুর কাছে ছবি আঁকা শিখব— এই-সব আশা করে পৌঁছে গেলাম পুনা থেকে। বাংলা একেবারে জানতাম না। কলকাতা থেকে বোলপুর আসতে আসতে দু-চারটে বাংলা কথা আয়ত্ত করার চেষ্টা করলাম। 'ভীষণ ভালো' আর 'বোধ হয়'— এই দু'টি কথা পদে পদে শোনার পর আমি সেইগুলি অবাধভাবে সব জায়গায় ব্যবহার করতে শুরু করলাম। কেউ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি শান্তিনিকেতনে পড়তে যাচ্ছো?' উত্তরে 'বোধ হয়' বলতে একজন প্রবীণ আমাকে বলল, 'মন এখনো স্থির হয় নি ছেলের!' এখনো সেই 'বোধ হয়' অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারি নি।

তার পর শান্তিনিকেতনে পৌঁছতে আমি সোজা কলাভবনের ছাত্রনিবাসের বারান্দায় আমার ছোটো ব্যাগ আর বিছানা রেখে কয়েকজন নবপ্রাপ্ত বন্ধুর দলভুক্ত হলাম।

কিচেনে খাওয়া দাওয়া করতে কোনো বাধা পাই নি। কারণ আমার সঙ্গে কলাভবনের অন্য ছাত্ররা থাকতে কেউ আপত্তি প্রকাশ করে নি। দু-তিন দিন পর মাস্টার মশাই, নন্দলাল বসু, আমার আসবাব বারান্দায় দেখে খোঁজ নিলেন, 'ছেলেটি কোথাকার?' বোম্বাই-পুনা থেকে এসেছে শুনে তলব হল। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি নাম?' জবাবে আমার নাম-ঠিকানা ও উদ্দেশ্য বলে দিলাম হিন্দিতে। তিনি অপ্রসন্নভাবে টিপ্পনি করলেন, 'তোমরা কোনো চিঠিপত্র দাও না, সোজা চলে আসো, আমার কাছে কোনো সিট আছে কিনা— কোনো খোঁজ রাখো না। ভর্তির সময় কবে ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন এসে মাথার ওপর বসলে আমি কি করতে পারি বলো? আসছে বছরে ভর্তির সময় এসো। তখন দেখা যাবে।'

আমি তো ভর্তির জন্য এসেছি। ফেরত যাবার জন্য তো আসি নি আর ফেরত যাবার আমার স্থানও নেই। মাস্টার মশাই আমাকে বারান্দায় ছেড়ে চলে গেলেন। বন্ধুরা হেসে বললে, 'কোনো চিন্তা নেই। তোমার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

একজন আমাকে ওয়াঝেলওয়ার ওস্তাদজির কাছে নিয়ে গেল। তিনি ক্লাসিকাল সংগীতের শিক্ষক ছিলেন। আর আমার মতো মারাঠি ছিলেন। তাঁকে আমার সমস্যা বললাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি গান জানো?'

'গাইতে পারি না, কিন্তু অনেক গাইয়েরই গান শুনেছি।'

'কাকে কাকে শুনেছো?'

'ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম, ওয়াজে বুয়া, সওয়াই গন্ধর্ব, পটবর্ধন ইত্যাদি।'

'কোনো রাগ গাইতে পারো?'

আমি তোড়ি রাগের কয়েক সুর আওড়াতে শুরু করলাম। ওস্তাদজি আমার পিঠে হাত দিয়ে হেসে বললেন, 'সংগীত ভবনে তোমার ভর্তি করাবার ব্যবস্থা হতে পারে।'

তবে তাই হোক। শান্তিনিকেতন আশ্রমে নাম দর্জি হয়ে গেল। আমার নাম আর বিছানা সংগীত ভবনের খাতে, আর থাকা, শোয়া, ঘোরা কলাভবনের বন্ধুদের সঙ্গে। দশ-পনেরো দিন পর আমাকে সব সময় কলাভবনে ঘুরতে দেখে মাস্টার মশাই ডাকলেন, 'কিছু কাজ আছে তোমার? দেখি!'

আমার স্কেচ বইতে এলিফ্যান্টা গুহাতে করা অনেক ড্রইং ছিল। সেইগুলি দেখতে দেখতে তাঁর স্মৃতি জাগ্রত হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ক'দিন ছিলে ওখানে?' বললাম, 'সপ্তাহ-দশদিন তো ছিলামই।'

'কোথায় থাকতে?'

'অর্কিওলজিকাল সার্ভের গুদাম ছিল, আমি তাতে জায়গা করে নিয়েছিলাম।'

'বাবা, ওটা তে তো ইঁদুরে ভর্তি! কোথায় খেতে?'

'আমরা নিজেই রান্না করে খেতাম।'

তার পর বললেন, 'কিরকম লাগল তোমার এলিফ্যান্টা?'

উনি প্রশ্নটা বিহারী হিন্দিতে করেছিলেন, আমি নতুন আয়ত্ত করা বাক্‌বান ছাড়লাম, 'ভীষণ ভালো!'

মাস্টার মশাই এতই হাসলেন যে তার পর আমার কোনো সন্দেহ রইল না যে কলাভবনে উনি আমাকে রেখেই দেবেন।

'আচ্ছি বাত' বলে উনি চলে গেলেন। আমার আশে-পাশে ছাত্ররা আমাকে ঘিরে তালি দিয়ে 'বর্গী বেটা জিতে গেল' বলে নিজেদের কাজের জায়গায় চলে গেল।

আমার বাংলার জ্ঞান দু'চারটে শেখা কথা ছাড়া একেবারে শূন্য। অবশ্য সংস্কৃত ভালোভাবে জানতাম। মেঘদূত, কাদম্বরী, শকুন্তলা আমার পড়া ছিল। সেই জন্য বাংলা বুঝতে কোনো অসুবিধা হত না। কিন্তু বলবার সময় বাক্‌কাঠিন্য হত। ফলে আমার বন্ধুদের মধ্যে যারা ইংরেজি বলতে পারত ওদেরই সঙ্গে আমি ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হলাম।

মানিক আর পৃথ্বীশ বাঙালি, প্রসন্ন কর্ণাটকের, সকল সুরিয়া সিংহলের, আপ্পাসামি মাদ্রাজের, আর মুখুস্বামী কেরালার। এই বন্ধুদের নিয়ে আমার শান্তিনিকেতন থাকা বিবিধতায় ভরে উঠল।

পুনা-বোম্বাইতে আমি শিল্প সম্বন্ধে অনেক বই পড়বার চেষ্টা করেছিলাম। হ্যাভেল, কুমারস্বামী, হার্বার্ট রিড, ক্লাইব বেল, উইলেনস্কি— এদের সমীক্ষা পড়ে শিল্পীদের নাম, ওদের ইজম সম্বন্ধে কিছু ওয়াকিবহাল ছিলাম। বোঝবার দৃষ্টি ছিল না। স্রেফ নানা শিল্পের লেবেল চেনার মতো কিছুটা ধৃষ্টতা হয়েছিল— এটা কিউবিজম, ওটা সুরিয়েলিজম, ওটা আর কোনো 'ইজম'।

পয়লা বৈশাখের দিন ভোরের বেলা চারটের সময় বেশ অন্ধকার ছিল। ঘুমের মধ্যে আমি বৈতালিক গানের শব্দ শুনতে পেলাম। 'এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার'— সেই সুরের থ্রিল আমি আর কোনোদিন ভুলব না। এক অদ্ভুত শিহরণ জেগে গেল আমার শরীরে। দূর থেকে গানের তরঙ্গ আমার কাছাকাছি আসছিল। এস্রাজের সাথ ছিল, ছেলেদের সুরের সঙ্গে মেয়েদের গলা অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছিল। তাড়াহুড়ো

করে জামা গায়ে দিয়ে আমি তাদের দলের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। দু'চার বার শোনার পর আমার গলাও যোগ দিতে শুরু করল। দারুণ একটা সেন্স অব পার্টিসিপেশন অনুভব করলাম। দল যখন উদয়নের কাছে, সবারই উৎসাহ বাড়তে লাগল। উদয়নের গবাক্ষ থেকে একটি আশীর্বাদসূচক মুদ্রা করছিল গুরুদেবের হাত। কিছুক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে পুরো গানটা গাইলাম তার পর ধীরে ধীরে ফিরে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করলাম।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে উৎসবের আয়োজন ছিল। গুরুদেব একটি আরাম কেদারায় বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। সামনে একটা গাইয়েদের ছোটো দল। তার পর আশ্রমবাসী, ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-কর্মীদের ভিড়। সেই সন্ধ্যায় 'সভ্যতার সংকট' পড়া হল। আশেপাশে রানীদি, নন্দিতা, কৃষ্ণ কৃপালনী, বৌঠান, আরো অনেকেই বসেছিলেন, দাঁড়িয়ে ছিলেন। ...

উৎসবের পর উদয়নের বারান্দায় করা আলপনার অলংকরণ দেখতে আমরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেলাম। মাস্টার মশাই, গৌরীদি, মাসোজী, বিশুদা— এঁদের করা জমকালো আলপনা সুরুচিপূর্ণ অথচ সংযত গতিতে মেঝেতে ও সিঁড়িতে ছড়ানো ছিল। এই ধরনের কাজ আমার এর আগে দেখা ছিল না। এই তো ভারতীয় দৃষ্টি, এই তো কুমারস্বামীর ঈঙ্গিত সংস্কৃতি।